

R

কবিত্ব

ৰিষয়ক

প্রবন্ধ।

क्षेत्रकारक राष्ट्रीशाशांत्र

कर्ज्क

প্ৰণীত ৷

### বিজ্ঞাপন।

বঙ্গের লেখকাথানী প্রীযুক্ত বাবু বৃদ্ধিন কর চট্টোপাথারি মহাশরের সম্পাদকীরতার, উত্তরসাধকতার এবং ভত্বাবধানে কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র প্রধ্যের কৃপ্তথার কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন প্রত্তে বৃদ্ধি প্রায়র কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন প্রত্তে বৃদ্ধি প্রায়র কবা থাকে, ভাহা হইলে, সেই উপকার এবং গৌরব, বৃদ্ধিন বাবুর হারা সাধিত হইল জানিয়া, জাতি, তাহার নিকট যে নানা বিষয়ে ক্রুভজ্ঞতাগুলে আবদ্ধ, ভাহার উপর এই আর একটা ধণ বাড়িল, ইহা অবশ্রহ বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা—বিদ্ধান বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্য্যে তাহার অম্লা সময় বার করিতে সম্মত না হইতেন, ভাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওরা দ্বে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কি না সন্দেহ।

ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, বৃদ্ধিম বাবু বৃদ্ধভাষার শিবে আর একটা হ্বভিপূর্ণ কুত্ম অর্পণ করিলেন। ঈশারচক্ত গুপ্ত নানা বিবরে প্রায় পঞ্চাশ সহক্ত কবিভা লিখিয়া সিরাছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হইল নাজ। বদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়, তাহা হইলে, অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশারচক্তের গ্রাহাবলী প্রকাশ করিতে পারিব, এমত আশা করি।

এতৎ প্রচারের লভ্যাপে ঈশরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত ইইবেন, অনুষ্ঠানপতেই ভাষা প্রচার হইরাছে।

> শ্ৰীগোগালচন্দ্ৰ মুৰোপাধ্যার প্রকাশক।

কলিকাতা।
আহিনীটোলা
৪০ নং শক্তর হালদারের লেব।
১৫ই আখিন, ১২৯২সাল।

## সূচীপত্র।

#### দৈশ্বচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও ক্বিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ।

### প্রথম খণ্ড।

#### নৈতিক এবং পরমার্থিক।

वियत			2011
नव शाव शाक.	• • •	• • •	>
<i>স্বভ</i> রপুর	···		૭
किছू किছू नह	••	•••	¢
नेश्वरतत करूगा	•	***	۲
ৰা <b>ম্য</b>	• • • •		२५
ৰায় <u>া</u>		• • •	. २२
कांग .	•••	•••	, ২৯
শ্রীর অনিভ্য	*/*	•••	₹₩
রোজসই •	•		ಲ•
ভবজান ভিন্ন মৃত্তিনাই	•,•	•••	٥٢
পরমার্থ	•••	***	তপ
<b>र</b> श्गीड	***	,	8,0;

विवन्न				श्रु ।
প্ৰণাষ তোমায়			***	- 89
তস্থ		•••	•••	89
थन् ७ निन्क		•••	•••	<b>¢</b> २
মিশনরি		•••	•••	. (0
বিষয়ে সুথ নাই		***		te
নিগুণ ঈশ্ব				t 5
<b>ভীমন্তাগ্ৰভ</b>	~		•••	৬৬

# দিতীয় খণ্ড।

### মামাজিক ও ব্যঙ্গাল্প ।

इंश्त्रांकी नवदर्भ	•••	•••	৬৯
পৌষ-পার্মণ	•••		98
ছল মিশনরি		•••	<b>b</b> >
পাঁটা	•••	**	• 10
ৰাৰু চণ্ডাচরণ সিংহের খৃষ্টধৰ্মাত্রক্তি		•••	49
व	:	•••	22
নীলকর (৫ টি গীত)	•••	•••	66

विवन्न .			<b>शृ</b> हे। ।
ছৰ্ভিক (ছইটী গীত)	•••	•••	<b>3</b> ₹ o.
স্বাচার ভ্রংশ	•••	• •	১৩২
বাবাজান বুড়া শিবের তোত্ত	•…	.***	2.08

# তৃতীয় খণ্ড।

# ঋতুবৰ্ন ।

গ্রীয়	• • •		87.
বৰ্ষার অধিকারে গ্রীক্ষের প্রাচ্ডাৰ	•••	•••	200
ৰৰ্ষার বিক্ৰম বিস্তার	•••		268
ৰষার ধূমধাম	•••	• •	250
সূৰ্ষ্টি	• • • •		ু১৬৭
ৰ্ষার আবিৰ্ভাৰ	•••		3.90.
ৰুৰ্বার অভিৰেক	••		292
ৰ্ষায় লোকের অবস্থা	••	••	290
वर्षात कड़ वृष्टि	•••	•••	196
<b>भ</b> त्रवर्गन	4.1		299

#### 100

वि <b>रव</b> ं			शृंहें। ।
১२६६ मारम भंतरमञ्ज व्यानवान			
গোকের অবস্থা বর্ণন	• • • •		666
শারদীর প্রভাত		••	२० <b>\$</b>
শীত			۶۶۰
ৰসম্ভ কৰ্তৃক শীতের পরাভ পুৰং			
বৰ্ষার সাহায্যে শীতের পুনরীয় গাঁ	का नाज		<b>२</b> >8
नगर्छ नित्रह		•••	३२∙

# চতুৰ্থ খণ্ড ।

# যুদ্ধবিষয়ক।

শীক সংগ্রাম	. •••	•.•	₹₹\$.
<b>ब्राइस स</b> त्र	••	6.4	२२७
ধিতীৰ যুদ্ধ	••	•61	• २२५
মুদকির মুদ্ধ.	••	• •	२२৯
<b>ब्र</b> क	•,.	•••	ર છ,•
बूरक्त का	411	••	২৩২

वि <b>रं</b> ग		, ,	र्श्वी ।
কারুলের বৃদ্ধ	**	•••	२७৮
ত্রক্ষদেশের সংগ্রাস	••		२ <b>४</b> २

### পঞ্চ খণ্ড।

#### বিবিধ বিষয়ক।

ক্ষের প্রতি রাধিকা	•••	• • •	284
ভাৰ ও চিস্তা		•••	₹€\$
হাস্ত			२६७
কালকন্তার সহিত বর্ষবরের বিবাহ	***	•••	₹€%
গিরিরাজের প্রতি মেনকা		••	२६%
वर्षात्र नमी		• •	२७७
इदिकानाथ * * * मृज्	••	• •	२७७
প্রেমনৈরাস্ত	••	'	২৬৮
শ্ৰেষ ,	••	••	२७३
<sup>°</sup> প্রণরের প্রথম চুম্বন	• • •	• • •	२१•
· প্রণম্	•••	••	२९●
প্ৰণম্বের আশা	••	••	२१७

विषय			शृंकी ।
টোরি ও ছইপ	ă.	υij	२१४
প্রভাতের পদ্ম	7.		२৮५
कवि		• •	२৮२
<b>মা</b> কৃভাষা	***	••	₹₽8
<b>य</b> त्न			२४६

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত

# ক্বিত্বণ*"*

#### উপক্রমণিকা।

ৰাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কব্লিতারও অভাব নাই—বিজ্ঞাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত **অন্টে**নক স্থক্বি বা**লালায় জ**ন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম করিতা লিখিয়াছেন. বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বান্ধালা নাহিত্য, কাব্য-রাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্ৰহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? দেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গাঁরিব বান্ধালীর ছেলে সাহেৰ হইরা, মোচার **ঘটে অভিশ**র বিশিত হইরা**ছিলেন।** সামগ্রীটা কি এ? বছকচে পিশীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা (本)

বুরাইরা দিলে, তিনি স্থির করিদেন বে এ "কেলা কা কুল।" রাগে সর্বাদ স্থালিরা বার, বে এখন জামরা সকলেই মোচা ভূলিরা কেলা কা কুল বলিতে শিথিয়াছি। তাই জাজ দিখর গুণ্ডের কবিতা সংগ্রহ করিতে বিসরাছি। আর বেই কেলা কা কুল বলুক, দিখর গুণ্ড মোচা বলেন।

একদিন বর্বাকালে গলাতীরন্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদােষকাল—প্রকৃতিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তার্গ ভাগিরখী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃত্ব পবনছিলোলে তরল্পভলচঞ্চল চন্দ্রকরমানা লক্ষ তারকার মত কুটি-তেছিল ও নিবিডেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্বার তীত্রগামী বারিরাশি মৃত্রব করিয়া ছুটিভেছিল। আকাশে নক্তর, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরক্ষে চন্দ্ররশি! কাব্যের রাজ্য উপন্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিভা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাখন করি! ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে ও ভাগিরখীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দুরে।

মধুস্দন, হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্দ্ৰ, কাছাতেও তৃতি ছইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গলাবক ছইতে মধুর সলীত ধনি শুনা গোল। জেলে জাল বাহিতে রাহিতে গায়িতেচে— ''নাধো আছে মা মনে। ছুৰ্না ব'লে প্ৰাণ ত্যজিব, জাহুবী-জীবনে।"

তথন প্রাণ জুড়াইল—মনের পর মিলিল—বাদালা
তাষার—বাদালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহুবীজীবন হুর্বা বলিয়া প্রাণ তাজিবারই বটে, তাহা বুরিলাম।
তখন সেই শোভাময়ী জাহুবী, সেই দৌদর্যাময় জগং,
সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া
বোধ হইতেছিল।

সেই রপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে
সমারত সৌন্দর্বাবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিরা অনেক
সমরে বোর হয়—হৌক স্মনর, কিন্তু এ বুঝি পরের—
আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথার, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের
ভাব ত খুঁজিরা পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে
প্ররন্ত হইরাছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুত্বন,
হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—
ইশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর ঘাঁটি বাঙ্গালী
কবি জ্বেল না—জ্মিবার যো নাই—জ্মিরা কাজ নাই।
রাঙ্গালার অবস্থা আবুার কিরিয়া অবন্তির পথে না
গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জ্মিতে পারে না।
আমরাণ "রুত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ"
চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে

যে একটা কথ আছে—রুত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা প্রিতে যে একটা কথ আছে, শচীর বিষাধর-প্রতিবিহিত কথার তাহা নাই। সে জিনিবটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশ শুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীর সংশ্বরণে পরিণত হইলে চলিবে না। বান্ধানী নাম রাখিতে হইবে। জননী জমভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিব গুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বান্ধানাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদেপট না ভরে, বিলাতা বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্ত বাবু বোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যারই পাচিকের মন্তবাদের পাত্র। তাঁহার উল্পোগ, ও পরিজ্ঞান ও বড়েই ইহা সম্পর হইরাছে। ইহাতে যে পরিজ্ঞান আবস্থাক তাহা আনাকে করিতে হইলে, আনি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্দেণ পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার নিডেছি, তাহার জন্তও ধন্তবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপার তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতক গুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সহলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজে স্লেখক, এবং বাদ্ধালা সাহিত্যনংসারে স্থারিচিত। তাঁহার নোট গুলি এরপ পরিপাটী, যে আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বজ্ত-শ্বের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিছেদেটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। বিতীয় পরিছেদে, গোপাল বাবুর নোট গুলি প্রার বজার রাখিয়াইি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীর পরিছেদের জন্ম আমি একাই সম্পূর্ণ-রপে দায়ী।

এই কথা গুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গোপাল বাবুই এই সংগ্রুত প্রজীবনী জম্ম আদার ও সাধারণের নিকট বিশেষ ক্রতজ্ঞতার পাত্র।

## প্রথম পরিচেছদ।

#### বাদ্য ও শিকা।

প্ররাণে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধায় ক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী— কলিকাতার ১৫ কোশ উত্তরে গঞ্জা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথ-গামিনী হইয়াছেন। যে খানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্ব পারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারছট, কুমার ছট্টের দক্ষিণে গাীরীভা বা গরিকা। এই তিন প্রামে অনেক বৈদ্যের বাদ। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিরাছেন। গরিকার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, রুঞ্ধবিহারী সেন, প্রভাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহটের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার স্বিরচন্দ্র প্রপ্রধাঃ

কাঁচরাপাড়া আমে রামচক্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুক্র। তাঁহার একমাত্র পুত্তের নাম রামগোবিদ্দ।

 <sup>\*</sup> এই প্রদেশের বৈছ্যাণ রাজকার্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি
লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা
যাইতে পারে।

রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংক্ষৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্ম তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটা টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংক্ষৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংক্ষৃত ভাষায় ক্ষেক খানি প্রাম্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আরুর্ব্বেদ চিকিৎসা শান্তে বিলক্ষণ বুংপত্তি লাভ করিরাছিলেন। তিনি কবি-ভূবণ উপাবি পাইগাছিলেন। নিধিরামের তিনটী পুত্র জ্বো, (১) বৈজ্ঞনাধ, (২) ভোলানাধ, এবং (৩)

গোপীনাথের অথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাদের ঔরবেজীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) দিব্যুক্তি, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটী কন্তা জন্ম গ্রহণ করেন।

• ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭০০ শকের ﴿ বাঙ্গালা ১২১৮ নালে ) ২৫ এ কান্তনে শুক্রবারে কাঁচরা-পাড়া আমে জন্ম গ্রহণ করেন।

গুলোরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত গৃহস্থ। পৈত্রিক ধালকেত্র, পুক্রিণী, উল্লান, এবং রাইরতি জমির আারে এই একারতুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ মধ্যে এই গৃহত্বেরা মাল্ল গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় তাথ করিয়া, অ্প্রামের নিকট সেয়ালদহের কুটিতে মাসিক ৮ আট টাক। বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাত। জোড়াদাঁটেকার ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাত্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীর জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাত্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশারন্তের বাল্যকালের যে হুই একটা কথা জানা যার, তাহাতে বােণ হয়, ঈশার বছ হুরস্ত ছেলে ছিলেন। সাহনটা শুব ছিল। পাঁচ বংসর বয়সে কালীপুজার দিন, অমবশ্যার রাত্তে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাছে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘাের অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজাানা করিল,—

"কেরে?—কে যায়?"

· "আমি-সন্তব্য"

"একেলা এই অন্ধ্বনারে অমাবস্থার রাজিতে কোণার যাইতেভিস ?"

''ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগলকুঁ ড়িয়ার বিসয়া কবিতা লেখা!

ঈশ্বরচন্দ্রের বর:জ্রন্ম বৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার সাতার মৃত্যু হয়।

জীবিয়োগের কিছু দিন পরেই জাঁহার পিতা হরিনারা-য়ণ দিতীয়বার বিবাছ করেন। তিনি বিবাছ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্যাস্থলে গমন করেন। নৰ বধু একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আদিলে, হরিনারা-রণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ क्रिया नरेटिकिटनन। नेश्वेत्रहस्त मिरे मगर्य यात्रा क्रिया-ছিলেন, তাহা তঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বর চন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শক্ত। এই সংগ্রেছক্ষিত কবিতা গুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড শত্রু-সকল রক্ষ মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতে ছেন—গবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্যান্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগগদনে কবির সঙ্গে মেকির 🗠 अप সমুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোখায় চলিরা গিয়াছে--তাহার স্থানে একটা মেকি মা আদিয়া দাঁডাইল। মেকির শক্র স্থ্রচন্দ্রের রাগ আর সহু হইল না, এক গাছা কল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগ্রে তিনি निक्म कितिन। कविश्वयुक्त कन मोजागाकत्म,

বিমাতার অপেকা আরও অসার সামগ্রী শুঁজিল-বিমাতা जारी कदिश ककी कला शीट विविधा शिल ।

অস্ত্র বার্থ দেখিয়া কীরাতপরাজিত ধনঞ্জরের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিরা সমস্ত দিন দার কদ্ধ করিরা রহিলেন। কিন্তু ব্যুদানার্থ পিনাক হত্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রছারার্থ জুতাহত্তে জ্যোচামহাশ্র আদিয়া উপস্থিত। জ্যোচা মহাশয় দার ভালিয়া দ্র্রতরক্রকে পাছকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু দিব্রচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রাছ ছইল সন্দেছ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাই-মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জ্বতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অঞ্চন্স তীত্র জ্বালা-विभिन्ने विकालि मकल निर्वा इरेल, उथन शृथिवीय जातक রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ সমাজ বাররণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল-বায়রণ, তন জ্বানে তাছার শোষ लहेटलन् ।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আদিয়া সাস্ত্রনা করিরা वत्नन, "खारमद मा नारे, मा बरेन, खारमदरे छाता कांटमिति सिथित छनित्व।"

আবার মেকি! জোচা মছাশয় যা হৌক—খাটি রকষ জুতা মারিরা গিরাছিলেন, কিন্তু পিতামছের নিকট এ বেছের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সম্মাইল না। ঈশ্বর চন্দ্র পিতামছের মুখের উপর বলিলেন,—

"হাঁ! তুমি আর একটা বিদ্নে করে যেমন বাবাকে দেখ্ছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্বেন।"

তুরস্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ার বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে ঈশ্বর চন্দ্রের যথন তিন বংসর বরস, তখন তিনি একবার কলিকাতার মাতুলালরে আদিরা পীড়িত হরেন। সেই পীড়ার তাঁহাকে শ্যাগত হইরা থাকিতে হর। কলিকাতা তংকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে ঈশ্বরচন্দ্র শ্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আর্ত্তি করিতে থাকেন—

''রেতে মশা দিনে মাছি, এই তাড়ু য়ে কল্কেডায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে গাতেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে বধর জন ফুরার্ট মিলের তিন বংসর বরসে গ্রীক শেখার কথটা সাহিত্যজ্ঞগতে চলিরা গিরাছে, তখন এ কথাটা চলুক।

नेश्वत्रम्हात शूर्वभूक्वितरात मरश अरनरकरे उरकारन

সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচানী, কবি গুড়ভিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। দ্বারচন্দ্রের শিতা ও পিতৃত্যদিশের সংগীত রচনা শক্তি ছিল। বীজ গুণোনাকি অনেক আশ্চর্যা ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঁচশানার নিরা লেখা পড়া নিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র
মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঁচশানার যাইতেন,
কখনও বা টো টো করিরা খেলিরা বেড়াইতেন। এ
ক্সময়ে মুখে মুখে কবিতা রচনার তৎপর ছিলেন। পাঁচশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্থ ভাষার যে সকল পুস্তক
অর্থ করিরা পাঁচ করিত, শুনিরা, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল
অবলম্বন পুর্বক বান্ধালা ভাষার কবিতা রচনা করিতেন।

ক্ষ্যরচন্দ্রকে লেখা পড়।শিক্ষায় অননোযোগী দেখিলা, গুরুজনেরা সকলেই বলিতুম, ঈশ্বর মূর্য এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিবজীবন অল⊲ক্রের জন্ত কন্ধ্য পাইবে।

সেই অনাবিফ বালক সমাজে লক্স প্রবিফ ইইরাছিলেন।
আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথামুসারে লেখা
পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল ছির করা যার। কিন্তু
ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিরা
বেজাইতেন, বড় ক্ষেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে
ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরপ ছিলেন। কিন্তুন নত্তী আছে, অরং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর
স্থ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাডার আলিয়া . মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাভায় আসিয়া সামাক্ত প্রকার শিকা লাভ করিয়াছিলেন। অভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিকার প্রতি मृष्टि मिर्डन ना ।

কথ্যচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত ইইয়াছিলেন, আজ কাল অনেক ছেলেকে দেই ভ্রমে পতিত ছইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুলা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাভারাতি যশস্বী इरेबांत बामना। धरे मकल ছেলেদের पूरे मिक मर्छ হয়—রচনাশক্তি যে টুকু থাকে, শিকার অভাবে তাহা मार्थान कमधार इत। नेश्वतृत्व बाह्मा रेखा स्मात्र व्यातार्याभी इंडेन, लिख जिनि किंडू निश्चित्राहित्नन। তাঁছার গভা রচমার তাছার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে ( কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইছা বড় ত্লুংখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত ছইলে, ভাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হটুলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপতা অনেক বেশী ছইত। আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক ক্লয়মোহন बटमग्राश्वाका वा श्वरकी मेथेबहत्त विद्यामाश्वरत छोत्र সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বান্ধানা সাহিত্য অনেক দূর অথাসর হইত। বান্ধানার উন্নতি আরও ত্রিশ বংসর অথাসর হইত। তাঁহার রচনার হুইটি অভাব দেখিয়া বড় হুংখ হয়—মার্ক্তিত কচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইরারকি। আধুনিক সামাজিক বান্যদিগোর ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিতাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জ্বাদীখারের সন্তেও একট ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম ? তুমি ছে আমার বাবা ছাবা আআরাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজ্য নই। বালালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বালালা সাহিত্যে একটা তুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাজ্যা বা পারের প্রতি বিদ্বেষশ্যা। রন্থটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু হুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকি-তেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতিশীলের গণ্প শুনিরা, ত্থ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে শালি বোতুল বেচিয়া বড় মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?" সুলিকার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিকা লাভ না করিয়া কালির ফাঁচড়

পাছিত না । মহাত্মাদিশের জীবনচরিতের স্মালোচনায় অনেক গুৰুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশং-চল্ডের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি •শিখি—সুশিকা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রথব ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভূলিতেন না। কঠিন সংক্ষৃত ভাষার ছুর্বোধ লোক সমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বন্তন্ত্রের মৃত্যুর পর ভাঁছার একজন বাল্যস্থা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

''ঈশ্বর বাবু ত্র্গ্রপোয়াবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা বাক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশানার थ्रथम भिकास चार्क (भगवकातन थ्रवर्ड इरेशांकितन), তখন তাঁহা অপেকা অধিকবয়ক্ষ বালকেরা পারস্থ শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে ছই একটী পারস্থ শুদ্দ ঞ্চিত হুইত, তাহার অর্থ গ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত ইংয়া, বন্ধ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষার ীমিলিত অথচ অর্থ।বিশিষ্ট কবিতা অনায়াদেই গ্রন্থুত করিতেন। ১১। ১২ বংসর বয়ঃক্রম ছইতেই অভ্রমে অত্যপ্প পরিশ্রমে প্ৰদুশ মনোৱম ৰাজালা গান প্ৰস্তুত ক্রিতে পারণ হইয়া- ছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চন-পানীতে বারোইরারী প্রভৃতি পুর্কোপদক্ষে যে সকল ওন্তাদীদল আগমন করিত, তাছাদের সম্ভিব্যাহারী ওন্তাদলোক উত্তর গান ত্রার প্রভৃত করিতে অক্ষম হওরাতে ঈশ্বর বার অনারানে অতি শীব্রই অতি স্প্রাব্য চমৎকার গান পরিপানী এগানীতে প্রভৃত করিয়া দিতেন।"

লেখক পরে লিখিয়া গিরাছেন, ''ঈখর বারু অপ্রাপ্তব্যবহারাবন্ধাতেই ইংরাজি বিক্রাভ্যাস এবং জীবিকারেষণ
জক্ত কলিকাতার আগানন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন
হইরা প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়,
তখন আমারও পঠদ্রুশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা
কিঞ্চিৎ অধিক বয়ক্ষ ছিলেন, তথাপি উভরেই অপ্রাপ্তবয়ক্ষ, কেবল বিজ্ঞাভ্যাদেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে
সমর সর্কানা তাঁহার সংসর্গে প্রাকিভাম, ভাহাতে প্রায়
প্রতিদিনই এক একটী অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত।
অর্পাৎ প্রভাহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপুর্ক্ষ
কবিতা রচনা করিয়া সহচর ক্ষত্ৎ সমূহের সম্পূর্ণ সম্ভোব
বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্তা পূরণ
করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ ভাহা যাদুশ সাধু শব্দে সম্পূরণ
করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ ভাহা যাদুশ সাধু শব্দে সম্পূরণ
করিতেন, ভক্ষপ পূর্বে কদাপি প্রভাক্ষ হয় নাই।"

উক্ত বাল্যস্থা শেষ লিখিয়া যিরাছেন, "ঈশ্বর বারু যুংকালীন ১৭১৮ বর্ষবয়ন্ধ, তংকালীন দিবা রাত্তি একত্র महवान श्राकाट्ड कामात निक्ठे मुश्चट्वांव द्यांकद्रश क्या-য়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, একমাস কি (म्हमान मर्ट्या मिल शर्या । अककानीन मृश्य **७ जर्**यं द महिक कर्ष्ट्र कतिशाहित्सन। व्यक्तिश्वमित्रात व्यम्शमा অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা স্কানাই আমার প্রত্যক হইরাছে। বালালা কবিত। ভাঁছার স্বল্লীতই ছউক বা অক্সক্তই হউক, একবার রচনা अवश ममत्क शांठ मांबरे क्रमग्रक्रम करेग्रा, अटकवादत চিত্রপটে চিত্রিতের ফার চিত্রস্থ ইইর। চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ চাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচর ছিল। সেই স্থতে দিধরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই চাকুর বাটিতে পরিচিত হয়েন। পাপুরিয়াঘাটার গোপীমোহন চাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার চাকুরের ভোষ্ঠ পুত্র যোগেল্রমোহন চাকুরের সহিত স্থারচন্দ্রের বিশেষ দখ্য জন্মে। স্থারচন্দ্র ভাঁছার নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য রন্ধি করিতের। যোগেলুমোহন, ঈপরচল্রের সমবয়ক্ষ ছিলেন। লেখা পড়া শিকা এবং ভাষাসুশীলনে ভাঁহার অনুরাগ ও বঁতু ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জিখিরাছিল। যোগেলমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবি সৌভা-গ্যের এবং যশকীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুর বাটীতে মহেশ চক্রা নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মী-রের গভিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিভারচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকার लाटक डीबाटक " मर्हमा शार्शना " वनिष्ठ। अहे मर्ह्हामंत्र সহিত চাকুর বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মূখে মূখে কবিডা युक्त इरेड।

नेश्वेत्रहरस्य यश्कात्म ११ वर्ष व्याम, उश्कात्म शुरी-পাড়ার গৌরহরি মলিকের কক্তা তুর্গামণি দেবীর সহিত ভাঁছার বিবাছ হয় !

ত্র্যামণির কপালে সুধ ছইল ন। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার দেকি! হুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার मउ! এ उ जी नरह, প্রতিভাশালী কবির অস্ত্রান্ধ নহে-কবির সহধর্মিণী নহে। ঈশ্রচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর ভাহার সঙ্গে কথা কহিলেন ন<sup>9</sup>।

ইহার ভিতর একটু Romance ও আছে। শুনা যায়, क्षेत्रहत्स, काँहताशाङ्गंत अकलन शनवात्मत अकरी शतमा স্বন্ধী কন্তাকে বিবাহ করিতে অভিদাষী হয়েন। কিন্ত তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুঞীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মলিকের উক্ত কক্সার সহিত বিবাহ দেন। शोतहति, रेक्छिन्टिशंत मर्सा अक छन श्रधान कूनीन हिल्लमं, ति कृत-शोश्रावत कारण अवर अर्थ मान कतिए इहेन ना বলিয়া, সেই থাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্ত্রের পিতা পুতের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র শিতার আজ্ঞার নিতান্ত আনিছার বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বিনয়াছিলেন যে, আমি আর সংনার ধর্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটা বিবাহ করিতে অমুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, ঘুই সতীনের বাগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা আবিত্রা অপেকা বিবাহ না করাই ভাল।

স্থারচন্দ্র গুপ্তের জীবনী ছইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিকা করি। ভরদা করি আধুনিক বর কন্তা দিগের ধনলোলুপ পিতৃ মাতৃগণ এ কণটা ছদরজম করিবেন।

দিশ্বর গুপ্ত, দ্রীর সঙ্গে আলাপ না ককন, চির-কাল তাঁহাকে গৃছে রাধিয়া ভরণ পোষণ করিয়া, মৃত্যু-কালে তাঁহার ভরণ পোষ্ণু জন্ত কিছু কাগজ রাধিয়া গিয়াছিলেন। হুর্গামণিও সঞ্চীরিতা ছিলেন। কয়েক বং-সর ছইল, হুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা ত্র্গামণির জন্ম বেলী তৃঃখ করিব, না দ্বারচন্দ্রের জন্ম বেলী তৃঃখ করিব ? ত্র্গামণের তৃঃখ ছিল কি না জাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুণ তাঁহার হদয়ে ছিল কি না জানি না। দ্বারচন্দ্রের ছিল—কবিতার দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিকাটুকু জ্রীলোকের নিক্ট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি জ্রীলোকের দংসর্বে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি ক্ষেত্র ভব্তি থাকিলে ছর, তাঁহার তাহা হর নাই। জ্রীলোক তাঁহার কাছে क्तरन वारमत शाख। मेर्र शथ जाशामत मिर्ग जाजून (मंथरिय़) शासन, मूथ (छन्नान, शानि शार्ष्ड, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অল্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাছাদের সুখমরী, রসময়ী, প্রণামরা করিতে পারেন না। এক একবার স্ক্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি য'তার সাধ মিটাইতে যান-কিন্দ্ৰ সাধ মিটে না। ভাঁছার উচ্চাসনন্থিতা নারিকা বানরীতে পরিণত হয়। ভাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নারিকা ঐরপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অপ্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। প্লানেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের স্থায় মুক্তকণ্ঠ—অভি কদর্য্য ভাবার ব্যবহার না করিলে, গালি পুরা ছইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন হুৰ্গামূণির জন্ম হুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুণ্ডের জন্ম ? ভরদা করি, পাচক বলিবেন, ঈশ্বর গুণ্ডের জন্ম। °

১২০৭ সালের কার্ত্তিক মানে ঈশ্বরচন্ত্রের পিতা ছরি-নারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈর্গ্রচক্র কলিকাতার আদিয়া, মাতুলাদরে গাঁকিয়া, চাকুর বাটাতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জন আবশ্যক হইয়া উচে।
জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং দর্মকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পুর্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশরচন্দ্রের
উপুরই অপিত হয়।

#### -----, 1

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### কর্ম।

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সঞ্জবতীতে চিরকাল বিবাদ।
সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীভূড়ি।; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা
সরস্বতীর বিবনরনে পতিত। কথাটা কডক সত্য হইলেও
হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ
নাই। বিক্রমাদিতা হইতে ক্লফচন্ত্র পর্যন্ত দেখিতে পাই
লক্ষ্মীরু বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহার।
লক্ষ্মীরু বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রিরা খাড়া করিরা
রাখিতেন; নহিলে বোল হর, সরস্বতী অনেক দিন, বিফুপার্শে
সনস্ত-শ্বাায়ু শারন করিরা, ঘোর নিজ্ঞার নিম্মা হইতেন—
তাহার পালিত গর্মভঞ্জিন সহস্র চীৎকার করিলেও উঠি-

্রেন্ন। এখন ছয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন भवन्य ही कडक है। जाननाव बहुन बनवही ; जातक मगरशहे আপনার বলেই পদাবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝন্ধার দিতে-ছেন দেখিতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, ছুই জনে একাসনে বদিয়াই সুখু সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন— সতীনের মত কোন্দল বকিড়া নাক কাটাকাটী কিছু নাই; অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত ইন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আর্ধাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র ভাঁছার সহায় ছটলেন। লক্ষ্মী সরস্বভীকে ছাত ধরিয়া তুলিলেন।

यार्गम्याहन होकृतः, नेश्वतहत्मत कवित्रभक्ति धवर वहनांगे कि पर्गत् वह मगर्ब वर्षा ५३०१ माल राक्नाना ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহার প্রের ৬ খানি মাত্র বান্ধালা সংবাদ-शब शकां इरेश हिल ।

(১) "वाङ्गाना (गेटकरे"-) १२२ मार्टन शङ्गाश्य छहे।-চার্যা কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাজাল। সংবাদপত্ত। (২) "সমাচার দর্পণ"-১২১৪ সালে জীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ বালে রাজা রামনোহন রাবের উল্লোবে " দংবাদ-(कीमृती " श्रकां क्या (8) ১२१४ मारन " मगानाद চন্দ্রিকা", (৫) "সংবাদ তিমিরনাশক" এবং (৬) বারু নীলরত্ব হালদার কর্ত্তক "বঙ্গদৃত" প্রকাশ হর।

নিখরচন্দ্র, খোণোন্দ্র গোহনের সাহায্যে উৎসাহে এ২২ উল্লোগে সাহনী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাথে "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারাইস্ত করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত ।

ঈশ্বচন্দ্র ২২৫০ সালের ২লা বেশাধের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সমন্ধ্র লিখিব গারাছেন, "৺ বারু বোণোন্দ্র নোহন চাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকৃতি হয়। তখন আমাদিণের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের প্রাবণ মাসে পুর্বোক্ত চাকুর বাবুদিণের বাসতে স্বাধীন্দ্রপে যন্ত্রালর স্থাপিত করা বার। তাহাতে ৩৯ সাল পর্যন্তি মেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

কিঞ্চিদ্ধিক ১৯ বর্ষবয়ন্ত নবকবি নক্পাদিত নব প্রভাকর অংশদিনের মধ্যে সন্তান্ত ক্রতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সন্ত্রান্ত ধনবান এবং ক্রতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহীয়তা করেন, ঈশ্বরচন্ত্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

<sup>\*</sup> সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্বের্ সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্থংসকলাপ্রভাকরঃ
সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ॥
নক্তং চক্রকরেণ ভিন্নসূক্সেছিন্দীবরের
কাচন্তু মং ভাম মতক্রমীরদস্তং পীছা ক্ষ্পাকাতরাঃ।
অদ্যোজ্বিমল প্রভাকরকরপ্রোন্তিরপদ্মোদরে
ক্ষ্পেশং দিবলৈ পিবন্ত চতুরাকান্তবিরেকারসং॥

পান্য নিধিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা রন্ধি করিয়াছিলেন।"

**এই প্রভাকর ঈশ্বচন্দ্র করের অভিতীয় কার্ত্তি। মধ্যে** अकरात अलाकत पार्य हाका शिक्षताहित्वन वरहे, किन्तु ষাবার পুনস্কদিত হইয়া অপ্তাপি কর বিতরণ করিতেছেন। वाकाला माहिका धरे अकांकदत्रत्र-निकृष्ठे विद्राप्त अभी। महा-জন মরিয়া গোলে খাদক আর বড তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু এক নিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের ছর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বান্ধালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে-লনেকছলে তিনি ভারত চল্লের অনুগামী মাত্র, কিন্তু জার একটা ধরণ ছিল, যা কখন বালালা ভাষায় ছিল ৰী, যাহা পাইয়া আজ বালা-লার ভাষা তেজ্সিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিভিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল ষে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইছা প্রভাকরই প্রথম দেখার বিজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বন, আজ मिननित, कौन উत्मिनीति, ध मकन य माहित्छात अभीन, দাঁহিত্যের দামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইরাচিলেন। আরু দ্বর্ণ্ডের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশ मिर्गत बकरें। कीई चारह। (मर्भत चरनक छनि मस्थि छ

১২০১ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণভাগি করার, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। দিখরচন্দ্র ১২৫০ সালের ১লা বৈশাদের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে (১২০১ সালে ) জগদীখর আমাদিগের কর্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজু নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণগারী আত্রয়দাভা বারু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশ্র সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইরা ক্রভান্তের দত্তে পতিত হইলেন। স্মভরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্যাপ্ত শোকনাগারে নিমা হইয়া এককালীন সাহস এবং অমুরাগান্ত্র হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদ্ররূপ মেষাভ্রম হওন জন্ত এই প্রভাকর করের অনাদ্ররূপ মেষাভ্রম হওন জন্ত এই প্রভাকর করে প্রভাবে প্রপ্তিভাবে প্রপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দারা স্থারচক্র সাধারণ্যে খ্যাতি

দাভ করেন। ভাঁছার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে जान्द्रतत स्मीमात बांतू स्नातांथ श्रमाम मितक, ३२०० भारतत ३०१ ज्यांवर्ग "मरवाम त्रजावनी" ध्यकान करतन। क्रेयत्रहस सारे शटबंद मण्यानक स्टबन।

১২৫৯ मात्नव अना दिमारिशव প্রভাকরে नेश्वव हत्त वाकामा मश्याम शब मगुरहत य चेजिहा ध्वकाम करवन, उचार्या এर बङ्गावनी नगरम निथित्रा शित्राष्ट्रन, " वाबू জগরাণ প্রদাদ মলিক মহাশয়ের আতুকুল্যে মেছুয়াবাজা-রের অন্ত:পাতী বাঁপতদার গাদিতে "সংবাদ রতাবদী" আবিভুত হইল। মহেশ চক্র পাল এই পত্রের নাম-ধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি চিল না। এখনে ইহার লিপিকার্যা আমরাই নিষ্পার করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ স্মীপে সাভিশর স্মাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকরে বিরত হইলে, রঙ্গুর ভূম্য-ধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক ৺ রাজনারায়ণ ভটা-চার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

नेयंत्रहत्त्वत्र अयुक्त तामहत्त्व, ১২৬७ मात्नत् अना दिगान-থ্রে প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রড়াবলীর সম্পাদীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, ভাষা পরিত্যাগা করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে किल्क्जानि डोर्च नर्गटन शयन कतिका, कठेटक शतम शृक्ष-নীর জীযুক্ত শ্রামানোহন রার পিতৃত্য মহাশরের সদনে

কিছু দিন অবছান করিয়া, একজন অভি অপণিতত দতীর নিকট তত্ত্বাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাছার কিয়দংশ বন্ধভাষার অমিষ্ট কবিতার অনুবাদণ করিয়াছিলেন।"

১২৪০ माटलब रेबलांच माटम मेबबब्स कहेक इरेटड কলিকাভায় প্রভাগাদন করেন। তিনি কলিকাভায় वामितारे अलाकदवव श्रेरः अन्व क्षत्र (क्षेत्र स्टान। ভাঁহার সে বাসনাও সকল হয়। ১২৫০ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে দশ্বরুদ্র, প্রভাকরের পুর্বারভান্ত অকাশ হত্তে লিখিয়া গিরাছেন, "১২৪০ সালের ২৭ এ আবেণ বুগবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্স্বার বারত্তবিক রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীখারকে চিন্তা করিয়া এতং মনংশাহনিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে. পাতুরেঘাটানিশাসী সাধারণ কলাভিলাষী বারু কানাই লাল চাকুর, অবং ভদতুক্ত বাবু গোপাল লাল চাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর অভাবে ব্যয়োপয়ুক্ত বতল बिख अमान कतितन, धवर अमाविध आमामित्रात आव-শ্রক ক্রমে প্রার্থনা করিলে ভাঁছারা সাধ্যমত ভিপ্কার করিতে ক্রেন করেন না। এ কারণ আমরা উলিখিত ভাতা षरत्रत शहराशकातिका छट्ट यट्ट मिमिल कोर्टमेत ছারীত্ব কাল পর্যান্ত দেছকে বন্ধক রাখিলাম।"

অপ্রকারের মধ্যেই প্রভাকরের গ্রভা আবার সমু-

ज्यन इरेश छेटि । नगत अर धीमा थटेल लोग मनु छ समीमात बदर कुछविमार्गन बहे नमात ने संत्रास यर्थके महायुक्त कडिएक थारकन। कर्यक वर्षत्र मर्शाहे প্রস্তাকর এতদুর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আঘাত হইতে প্রভাকরপ্রোতাহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীর সংবাদপত্তের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাভাহিক।

প্রভাকর প্রাতাহিক ছইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি माहाया अवर छेरमाह मान कट्रन, क्रेबंबहल ३२६8 সালের ২য়া বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিয়ের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন.-

''প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক রুদ্ধি ছইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদর জীবিত আছেন, তাঁহানের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম:-

জীযুক্ত প্রেমটান ভর্কবাগীণ, রাধানাথ শিরোমনি, গৌরী-महत्र उर्कराशीन, रातू नीनद्रञ्ज शनमात्र, शकावत उर्कराशीन, ব্রজমোহন সিংহ, গোপাল ক্লফ মিত্র, বিশ্বস্তব পাইন, গোবিন্দ চন্দ্ৰ সেন, ধৰ্মদাস পালিভ, বাবু কানাই লাল চাকুর, जैक्स कूमात पछ, नरीन ठल मूर्याभाशास, छरमाठल पछ, अगसूरक वरनाशीशाह, अमहरक शाव, बाह बागरनाहन याय वाहाइत, हतियाहन त्नन, अश्रमाथ ध्यमान महिक।" । "সীতানাধ বোষ, গণেশ চল্ল বন্দোপাধ্যায়, যাদৰ
চল্ল গলোপাধ্যায়, হরমাথ দিত্ত, পূর্বচল্ল বোষ, গোপাল
চল্ল দত্ত, স্থামাচরণ বস্থা, উমানাথ চটোপাধ্যায়, জ্ঞীনাথ শীল,
এবং শন্তুনাথ পণ্ডিত ইহাঁরি কেহ তিন চারি বৎসর পর্যায়
প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।"

" প্রীযুক্ত হরচন্দ্র স্থাসরফ্র ভটাচার্য মহাশর, আমানিশোর সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু স্থামাচরণ বন্দো-পান্যার সহকারী সম্পাদকের স্থার তাবৎ কর্ম সম্পন্ন করেন, অতথব ইহাঁদিগের বিষয় প্রকাশ করা অভিরেক মাতা। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির প্রমের হক্তে যথন আমরা সমুদ্র কর্ম স্বর্পন করি, তথন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যার অন্দিন্যের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহাঁর সালাণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিশের পরম স্নেহান্নিত মৃত বন্ধু বাবু প্রান্ন চল্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শোল স্বরূপ হইরা হাদর বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার আর ক্ষমতা দুশাইতেছেন, বরং ক্রিড ঘ্যাপারে ইহাঁর অধিক শক্তি দৃষ্ট ইইডেছে। ক্রিডা নর্ভকীর আর অভিপ্রান্নের বাদ্য তালে ইহাঁর মানসরপ নাট্যশালার নিরত স্ত্য করিতেছে। ইনি কি গাদ্য কি পদ্য উভন্ন রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন। প্রান্ন পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন। প্র

" চাকুরবংশীর মহাশরদিনোর নামোরেশ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উরতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু ভাছা কেবল ঐ চাকুরবংশের অনুপ্রাহ হুইরাছে। মৃত বাবু মোগেশ্রমোহন চাকুর প্রথমত: ইহাকে ছাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল চাকুর ও গোপাল লাল চাকুর, শতকক্রমার চাকুর শনশালাল চাকুর, বাবু হুরক্যার চাকুর, বাবু প্রদানাথ চাকুর, বাবু মানাথ চাকুর, বাবু মানাথ চাকুর, বাবু মানাথ চাকুর, বাবু মানাখেলাহন চট্টোপায়ার, বাবু মানাথ চাকুর, বাবু মানাখেলার প্রভৃত্তি মহাশরেরা আমাদিনের আশার অভীত কণা বিতরণ করিরাছেন, এবং ইহালিনের যত্তে অন্যাপি অনেক মহাশর আমাদিনের প্রতি যথোতিত স্নেহ করিরা থাকেন। "

"এই প্রভাকরের প্রতি শবু বিরিশ চক্র দেব মহাশরের অত্যন্ত অনুগ্রাহ জন্ত আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি।
বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুত্ব বাবু ক্রন্ধ মোহন বন্দ্যাপাধার মহাশার প্রভাকরের প্রতি অতিশার ক্রেছ করত:
ইহার সৌভাগারের্জন বিষয়ে বিপুল চেক্টা করিয়া খাকেন।
বারু রমাপ্রমাদ রায়, বাবু কানী প্রমাদ ঘোষ, বাবু মাধ্রচক্র দেন, বাবু রাজেক্র দত, বাবু হরচক্র লাছিড়ী,
বাবু অন্নদাপ্রমাদ বন্দোপাধ্যায়, রায় বৈকুঠ নাথ চৌধুরী,
রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশরেরা আমাদিশের

পত্তে সমাদর করিরা, উরতিকশো বিলক্ষণ কর্মীন আহ্বেন।

প্রভাকরের বর্ষ রন্ধির সন্তে সন্তে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা রন্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমৃত্ত
সন্ত্রান্ত জ্বদীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমৃত্ত ধনবান এবং
কতবিদ্য ব্যক্তি প্রতিক্রেরে প্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে
অসমর্থ জনেক ব্যক্তিকে দ্বিরুচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর
দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাদী বাঙ্গালীগণও প্রাহক
প্রেণীভূক হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্যোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা
সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন।
প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালায় সংবাদ পত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়ালয়।

১২৫৩ সালে ঈশারচন্দ্র "পাষগুণীড়ন" নামে এক খানি পত্তের কঠি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাশের প্রভাকরে সংবাদ পত্তের ইতিরক্ত মধ্যে ঈশারচন্দ্র নিথিয়। বিয়াছেন, "১২৫৩ সালের আবাচ মানের স্পুণ দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষগুণীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পুর্বেক্তিকর স্বন্ধে নামারক্তন প্রকৃতি প্রকৃতি ক্ষতি, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষ্থ্পীড়ন, পাষ্থ্পীড়ন করিয়া, আপনিই পাষ্থ্ হক্তে পীড়ত

ছইলেন। অর্থাৎ সীজানাধ ঘোষ নামক জানেক কৃত্য ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র শাচারিত হর, সেই অধার্মিক ঘোষ বিপাক্ষর সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাত্র মাসে পালগুলীড়নের হেড চুরি করিয়া পালায়ন করিল, ভুতরাং আমাদিশের ব্যক্তুগণ তংপ্রকাশে ব্যক্তিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাগুরের করে শিল্পী পাতরে আছ্ডাইয়া ন্য করিল।

ন্দাদ ভাষ্ণর-সম্পাদক গৌরী শহর তর্কবাসীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রভা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাশের প্রভাকরে নিধিয়া গিয়াছেন, " স্ববিধ্যাত পণ্ডিত ভাষ্ণর সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সমন্বাভাবে আর সেরপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশার্থের প্রভাকরে ঈশ্বরচক্র পুনরার লেখেন, 'ভাদ্ধ:-সপাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই
কণে বে গুরুতর কার্য্য সপাদন করিতেছেন, ভাহাতে
কি প্রকারে লিপি দ্বারা অন্যং পত্রের আনুকুল্য করিতে
পারের ? তিমি ভাদ্ধর পত্রকে অভি প্রশংসিত রূপে
নিশাল করিরা বল্পুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই
তাঁহাকে বংগ্রু গুরুবাদ প্রদান করি। বিশেষ্ড্য স্থের
বিষয় এই যে, সপাদকের যে যথার্থ ধর্ম, আহা ভাঁহাতে

এই ১২৫৪ সালেই ভর্কবাগীশের সহিত দ্বরচন্ত্রের
বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবদ হয়। দ্বরচন্ত্র "পাবও
পীড়ন" এবং ভর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে
কবিভা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিভান্ত অলীনতা,
গ্লানি, এবং কুংসাপুর্ন কবিভান্ন পরস্পরে পরস্পরকে
আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্বনাধারণে সেই
লড়াই দেখিবার জন্ত মন হইনা উঠে। সেই লড়াইরে
দিখারচন্তেরই জন্তর ম

কিন্তু দেশের কৃচিকে বলিহারি! সেই কবিতা যুদ্ধ যে কি ভরানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাচকের বুরিরা উঠিবার সন্থাননা নাই। দেবাধীন আমি একসংখ্যা মাত্র বর্মারাজ এক দিন দেখিরা ছিলাম। চারি পাঁচ ছত্তের বেশী আর পড়া গোল না। মমুব্য ভাষা যে এত কদর্ব্য হইতে পাবে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা বুদ্ধে মুদ্ধ হইরাছিলেন। বলিহারি কৃচি! আমার অরণ হইতেছে, হুই পত্তের অল্পীলভার জ্বালাতন হইরা, লং সাহেব অল্পীলভা নিবারণ জন্ম আইন প্রচারে যুদ্ধান ও ক্ততার্য্য হরেন। সেই দিন হুইওে অ্ল্পীলভা পাণ আর বড় বালালা সাহিত্যে দেখা বার না।

ঙ্গনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ হুত্তে উঠারের মধ্যে বিষদ শক্ততা ছিল। সেটা ভ্রম। ভর্কবানীশ গুকতর শীড়ার শ্যাগত হইলে, দিখরচন্দ্র ভাঁহাকে দেখিতে शिक्षा विद्रभव जांचीक्रण धाकांन कदतम। नेबंबहस्य य मगरत मृजाभयाति शिक्षिक इन, कर्कवाशीलक मि नगरत ক্মণবাার পতিত ছিলেন, স্বতরাং মে সময়ে তিনি नेश्वद्रम्लाक मिथिए जामिए शादन माहै। मेथ्र-চল্ডের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই ক্রাশ্যাার শ্রন করিয়া ভাষ্ণরে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে ভাষা দেওয়া (料料,一

''প্রম। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোধায়? छेखद्र। ऋर्ता

थ। करव (गरमन ?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাতা করিয়াছিলেন, রাত্তি হুই প্রছর এক ঘণ্টাকালে গ্রমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাতা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনি-বাদরীর ভাষ্করে প্রকাশ হয় নাই কৈন ?

উ। কে লিথিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। একমাস কুড়ি দিন। ডিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীখুক্র ভট্টাচার্যা এই চুইটা নাম দক্ষিণ হত্তে লইয়া वकः इतन द्रांथिश निशंहिन, यनि मृजुामूथ इदेह दका পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক, স্বহস্তে লিখিবেন, স্বার যদি প্রভাকর স্পা-দকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের

জীবন বিবরণ ও মৃত্যুপৌক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রছিল।

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্তের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪ এ মাঘ প্রাণতানগ করেন।

পাহওপাড়ন উঠিয় ৰাইলে, ১২৫৪ সালের ভাক্ত মাসে কিখরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহা ছাত্রমণ্ডলির কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" দিখরচন্দ্রের মৃত্যুর করেক বর্ব পর্যান্ত প্রকাশ হইরাছিল।

অপেবয়দ হইতেই ঈয়য়ঢ়য় কলিকাতা এবং মক্ষলের অনেকগুলি সভার নিযুক্ত হইরাছিলেন। তত্ববাহিনী সভা, টাকীর নীতিতয়লিনী সভা, লব্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগাক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিবাস্ত হইতেন। রামরজিনী, শ্বামতয়লিনী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা গ্লাড়িতেম, সন্দেহ নাই। কলিকাতা গ্লাড়িলেও নিজ্তি পাইতেন, এমন নহে। প্রামে গেলে দেখিতেন, প্রামে প্রামর্কিনী সভা, হাটে ছাট-ভক্তিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিনী, ঘাটে ঘাটলাধনী-জলে ক্ললতর জিনী, স্থলে ছলপারিনী-খানায় নিথাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী,বিলে

বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাব্দমণহারিণী সভা স্কল সভা সংগ্রহের জন্য আকুল হইরা বেড়াইভেছে।

দে কাল আর এ কালের সৃদ্ধিস্থানে ইশ্বর গুপ্তের প্রাহ্র্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা সুল
কমিটির মেণ্টর ইত্যাদি ছিলেন—আরার ও দিগে কবির
দলে, হাফ আবড়াইরের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং
উপনগরের স্থের করি এবং হাফু আবড়াই দল সমূহের
সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত
হেইবা সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থনেই তাঁহার
রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। স্থেরদল
সমূহ স্কাপ্রে তাঁহাকেই হত্তগত করিতে চেটা করিত, তাঁহাকে
পাইলে আর অন্ত কবির আপ্রের লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশারচন্দ্র একটা নৃতন অম্প্রান করেন।
নববর্বে অর্থাৎ প্রতিবর্বের ১লা বৈশাথে তিনি স্বীয়ু বরালয়ে
একটা মহতী সভা সমায়ত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভার
নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রার সমন্ত সম্রান্ত লোক এবং
সে সময়ের সমন্ত বিদ্যান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইরো
উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মলিকবংশ,
দত্তবংশ, • শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমন্ত সম্রান্ত
বর্গের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেক্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ভার মাভগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন
এইণ করিতেন। কৃশারচক্র সেই সভায় দনোরম প্রবন্ধ এবং

কবিতা পাঠ করিরা, সভাস্থ সকলকে তুট করিতেন। পরে ঈশব-চল্লের ছাত্রগুণের মধ্যে বাঁহাদিগের রচনা উৎকৃট হইত, ভাঁহারা ভাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃট হইত, ভাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার অরপ পাইতেন। নগর ও ও মক্ষণের অনেক সম্লান্তগোক ছাত্রদিগুকে সেই পুরস্কার দান্ধ করিতেন। সভাভক্ষের পর ঈশবচল্ল সেই আমৃদ্রিত প্রার চারি পাঁচ শত লোককে মহাভেক্সে দিতেন।

প্রাতাহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদক্রীর উদ্ধি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে
হইত, একতা ঈশ্বরুচন্দ্র তাহাতে মনের রাধে কবিতা
লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্তই তিনি ১২৬০ সালের ১ লা
তারিখ হইতে এক এক খানি স্থলকার প্রভাকর প্রতিমানের
১লা.তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ
খণ্ড কবিতা ব্যতীত গুদাপদাপুর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে
থাকেন।

প্রভাকরের বিতীয়বার অভ্যাদরের করের বর্ষ পর হইতেই
ক্রিম্মরের দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্রান্ত হরেন। কেবল মধ্যে
মধ্যে কবিতা লিথিতেন এবং বিলেব রাজতৈক বা সামাজিক
কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন।
সহকারী সম্পাদক বাব্ শ্রামাচরণ রন্যোপাধ্যারই সমস্ত কর্পেই
সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র স্ক্রির পর হইতে ক্রিম্মরচক্র্
বিশেব পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ্

खेर्वहात्र क्यांतहरत्स्वत तमने भगाउँ न वित्येषे व्यक्तिका करण, त्यहें कक्कहे जिनि महकातीत हरेख मन्त्रीमनजात माने कतिया, भंगीउत्त विहर्गंठ हरेडिन। कंतिकाजीत थोकितन, व्यक्तियां मंग्रीत डेअनमंत्रत त्यांने जैसीतन वाम कतिराजन।

भारतीया श्रृंजांब श्रेत घेलशरेश बीबर जिमान वंहिर्गछ इंहेरजन। र्जिन श्रृंसेवाकाना जमान विश्वि इहेंगा, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শইন কবিতা প্রণয়ন পূর্বাক श्रेजांकरत श्रेकानं करतन। चामिन्रतर्त यस्त्रश्रेणत देखितु छ उ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া ভাহার ধ্বংশাবশেষ मैंबरक कविका बहुना कर्रबन । गंबा, बाबानमी, अवान अप्रक প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অভিবাহিত করেন। ভিনি বেখানে বাইতেন, সেই থানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত धरीं वहरूतन । यादात्रा डीशांक हिनिएन ना, डाँशांत উাঁহার মিইভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণ-প্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত हरेशा, मकश्रालव धनवान क्यीमांद्रश्य महानम खेकां कदि-তেন এবং অ্যাচিত হইয়া পাথেয়ম্বরূপ পর্যাপ্ত অর্থ এবং নানা-বিধ মূল্যবান জবা উপহার দিতেন। যাঁহার দহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশরচল্রের মিত্রতা-শৃথলে আবন্ধ হইতেন। মিইভাবিতা এবং সরলতার বারা তিনি সকলেরই হাদর হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত ছানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে দকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন কল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অবিভাবকগণ শেষ দেখিতে পরিচয় প্রচিত্র পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, মধাসাধ্য সমাদ্য করিতে কটী করিতেন না। ত্রম্বাকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া পান তানিতেন এবং সকলকে প্রসা দিয়া তুই করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত দুপ্রপ্রায় কবিভাবনী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাবী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান পর্যাটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সকলতা লাভ করেন। বাসালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্বাদৌ ১২৬০ সালের সলা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকতে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনীও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্রপ্রার গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামন্দির সেন (নিগুরারু), হর্কঠাকুর, রামবন্ধ্র, নিভাইদাস বৈরাগী, ক্রমান ক্রান্ত বিশ্বাস, রাম্ন ও নৃসিংহ এবং আরম্ভ কয়েকজন প্রাচীন প্রাত্তনামা করির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ

করেন। সেগুলি প্রতন্ত্র প্রকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইক্সা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কৰি ভারতচন্দ্র রাবের জীবনী এবং তৎপ্রণীত আনেকপৃঞ্জপ্রার কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া,
সন ১২৬২ সালের ১লা জোঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন।
গৈই সনের আবাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুত্তকাকারে প্রকাশ
করেন। ইহাই সম্বরচন্দ্রের প্রথম পুত্তুক প্রকাশ।

্ ১২৬৪ সালের ১লা বৈশাবের প্রভাকরে প্রবোধ প্রভাকর "নামে গ্রন্থ প্রকাশারস্ত হইয়া, সেই সনের ১লা, ভাত্রে ভাষা শেষ হয়। পদ্লোচন ন্যায়রত্ব সেই পুত্তক প্রণয়ন কালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে প্রবোধপ্রভাকর "স্বতন্ত পুত্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রতাকরে ক্রমাখরে "হিত্ত প্রতাকর "এবং "বোদেল্বিকাশ" প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশরচক্র নিজে তাহা স্থতন্ত পুতুকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভাঁহার অনুজ বাবুরামচক্র গুপ্ত পরে প্রকাকারে "হিতপ্রতাকর" ও "বোদেল্বিকাশের" প্রথম থও প্রকাশ করেন। তিন থানি প্রকেরই হিতীর থও অপ্রকাশিত আছে।

করেকটী কুল কুল উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি, কুবিড়া; <sup>এ</sup>নীতিহার " নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাদের মাদিক প্রভাকর সম্পাদনের পর দ্বীষ্ট্রন্তক্র শ্রীমন্ত্রাগরতের বাঞ্চালা কবিন্দার অনুবাদ আরম্ভ করি রাছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্তী করেকটী স্লোকের অমুবাদ করিয়াই ডিনি মৃত্যুশব্যায় শ্রন করেন।

অবিশাস্ত মন্তিক চালনাস্থ্যে মধ্যে মধ্যে ইপারচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জনাই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে প্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈপারচন্দ্রের প্রম র্দ্ধি হর। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপযুগপরি কয়থানি গ্রন্থ এই সমল হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়্বীই উোহার জীবনের মধ্যাক্ষকালম্বরণ সমজ্জল।

১২৬৫ সালের মাদের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই কাশ্বরুক্ত জররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাদের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নিথিত কথা প্রকাশ হয়:—

" অন্য করেক দিবস হইতে আমারদিগের সর্কাণ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচক্ত শুপ্ত মহাশর জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইরা শিষ্যাগত আছেন। শারীবিক গানি বংগই হইরাছিল, সহপ্যুক্ত শুণ্যুক্ত এতদেশীর বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু
গোবিশচক্ত শুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যার প্রভৃতি
মহোনরেরা চিকিৎসা করিতেছেন। তন্ধারা শারীবিক গানি
অনেক নিবৃত্তি পাইরাছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিংশেষ হয়
নাই।"

ক্ষরতক্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত দেশের কুক্লেই উদ্বিধ হইরা উঠেন। কুলিকাতার সম্ভান্ত লোকের। এবং মিত্রমণ্ডলী ছুঃধিতান্তকরণে ঈশরচক্রকে দেখিতে বান। অনেকে বছকণ পর্যান্ত ঈশ্বরচক্রের নিকট অবস্থান, তত্বাবধান, এবং চিকিৎসা বিধরে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ইশ্বরচক্রের পীড়ার সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিধ এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিরা, পর পিনের অর্থাৎ ১ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎ-সার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপর দিন অর্থাৎ ১০ই মাধের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তার নিখিত হয়। পীড়ায় সকল মন্থবোরই তুঃখ সমান—সকল চিকিৎ-সকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ইশ্চক্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রধামত ভাঁহাকে গঙ্গাবাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ইশ্বরচক্রের অনুজ রামচক্রে বেখেন,—

" দংবাদ প্রভাকরের জন্মশীতা ও সম্পাদক আমার সংহাদর পরমপূজাবর ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদর গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অমুমান ছইপ্রহর এক ঘটকা কালে ৮ ভাগিরবীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিউদেব ভগবানের নাম উচ্চারপ পূর্ব্বক অবলায়েময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পর-মেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

একণে ঈশরচক্রের চরিত্র সম্বন্ধে ছই একটা কথা বলিয়া এই

পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশরচক্রের ভাগ্য তাঁহার শ্বহত্ত-গঠিত।

তিনি কলিকাতার আগমন করিয়া, অমুক্স রামচন্দ্রের সহিত পরারে প্রতিপালিত ইইয়াছিলেন। একদা সেই সমরে রামচন্দ্রেক বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমাদিগের মাসিক ৪০ টাকা আর হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।" শেব প্রভাকরের উরতির্মী সঙ্গে সঙ্গে ইইছে সর্করের দৈন্তদশা বিদ্রিত হইয়া, সম্লান্ত ধনবানের ক্রায় আর হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তল্পতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সমরেই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অমুক্ত রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিকা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ্ণাকা ভিকা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে ?" বাস্থবিক ইশ্বরচন্দ্রের সেইরপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ই শ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মনতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ডেদ জ্ঞান না করিয়া সাহাবাপ্রীর্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিরতই উাহার নিকট বাতারাত করিতেন, ই শ্বরচন্দ্রও উাহাদিগকে নিয়মিত বার্থিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহাবা করিতেন। পরিচিত বার্থামান্য পরিচিত ক্তিন, গণ প্রার্থনা করিলে, তলাংগুই তথেল প্রদান করিতেন। কেহ সে গণ পরিশোধ না করিলে, তাহার ক্ষাহার জন্য ই শ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই স্বে উাহার

আনেক অর্থ পরহস্তপত হয়। সম্ধিক আর ছইতে থাকিলেও ভাহার রীতিমত কোন হিসাব পরাছিল না। ব্যর করিয়াবে সময়ে ফত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রিদিপতা লই-তেন না। তাহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (1!) সেই টাকা-খলি আছ্মশাং করেন। বসিদ অভাবে তদীর লাতা তৎসমপ্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বসংক্রের বাটার দার অব্যবিত ছিল। ছুইবেলাই ক্রমাণত উত্তন অনিত, যে আদিত, দেই আহার পাইত। তিনি প্রার মধ্যে মধ্যে ভোকের অস্থান করিয়া, আত্মীর মিত্র এবং ধনী লোকনিগকে আহার করাইতেন।

দীশনচক্র প্রতিবংগর বালালার অনেক সম্রান্ত লোকের দিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমন্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বনিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না, • পোকার কাটিবে, নই হইরা যাইবে কেন; কিক্রম করিলা, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে।' আমাকে দিউন, বিক্রম করিয়া টাকা আনিয়া দিব।'' দুর্যরুক্ত ভাষার কথার বিখাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শশল তাহাকে দিলেন। কিন্তু দে ব্যক্তি আর টাকাও দের নাই, শালও ফিরিয়া দের নাই, দুর্যরুক্ত ভাষার আর কোন তত্ত্বীও লয়েন নাই।

क्षेत्रकट्ट खर्थ बांगाकात यनिष्ठ डेकड, अवांश ध्वर

চরিত্রটী সম্পূর্ণ নির্দোধ ছিল না। পানদোধ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি হ্বরাপান করিতেন, সে সময়ে নেধনী অনর্গল কবিতা প্রস্ব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত্র বা অপরিচিত বাজি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকাশ প্রকাশ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাঁহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপদ কবিতায় স্বীকার করিরাছেন,'
তিনি মুরাপান করিতেন ।—

র্জক(১)ছই(২)তিন(৩)চারি(৪)ছেড়ে দেই ছয়(৬)। পাঁচেরে (৫) করিলে ছাতে রিপুরিপুনর্য ।

<sup>(</sup>১) কান (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ (৬) মাৎসর্য্যু (৫) বাদ। " রিপু রিপুনম্ব" অর্থাৎ "মদ" শব্দ এপানে রিপু অর্থে বুঝিবেনা।

ভঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অভি পরিগাট। রাব্দেজে পাটর উপরে রাথি পাট।। পাত হোরে পাত্র পেরে ঢোলে মারি কাটি। ঝোলমাথা মাছ নিয়া ঢাটি বিয়া চাটি।

তিনি স্থবাপান ক্রিতেন, এ জন্ম লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মুধ্যে মধ্যে কবিতার তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়ি তেন। শুকু কবিতার মধ্যে পাঠক এই মুংগ্রুহে দেখিতে পাইবেন।

যথন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচুর, তথন আমি বালক দ্লের ছাত্র, কিছু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার শ্বতিপথে বড় সমু-জ্জন। তিনি অপুরুষ, অস্তর কাস্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বুড়মধুর ছিল। আমিরা বালক বুলিয়া আয়াড়ের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্তা কহিছেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দী-ভুঙ্গী থাকিত—রসাভারের ভার তাহারের উপর পড়িত। ফুলে তিনি রস বাতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত ক্রবিতাগুলি পড়িয়া ভনাইতে ভাল রাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও তুনাইতে ঘুণা করিতেন না। কিন্তু হেমচক্র প্রভৃতির ভার উঁাহার আর্তিশক্তি পরিমার্জিড ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সক্ল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্ধে ব্লিয়াছি। কবিতা রচুনার জন্ত দীনবন্ধুকে, দারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একুরার প্রাইজ দেওুয়াইয়া ছিলেন। ছারকাথ অধিকারী कुकनशत करनास्त्र हाब-िनिहे अथम आहेम शान।

উাহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল প্রছে—দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি বাক্ত করিতেন। প্ররবহসেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। শারকানাণ, দীনবদ্ধ, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছে—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জয় আমি আছি।

স্থাপান করুন, আর পাঁটার ভোত লিথুন, ইম্বচন্দ্র বিলাদী ছিলেন না। সামান্ত বেশে সামান্য ভাবে অব-স্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজ সজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠথখানায় একথানি সামান্য গালিছা বা মাহ্র পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আদিয়া তাহাতে বুদিয়াই ইম্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

# তৃতীয় পরিচেছদ।

## কবিত্ব।

श्रेषत ७४ कवि। किन्न कि तकम कवि?

ভারতবর্ষে পূর্বের জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্র-বেত্তারা সকলেই "কবি।" ধর্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোভিষ-শাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্জ ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাদঃ কবিঃ কালিদাসঃ" এথানে অর্থ টা
ইংরেজি Poet শব্দের মত। তারু পর এই শতাকীর প্রথমাংশে
'কবির লড়াই'' হইত। হইদল গায়ক ছুটিয়া ছন্দোবব্দ্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম ''কবি।"

আবারুর আজ কাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পারা যার, কিন্তে "কবিছ" সমনে আজ কাল বড় গোল। ইংরেজিতে বাছুাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিছ। এখন এই অর্থ প্রচলিত, স্বতরাং এই অর্থে ঈশ্বর শুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধা।

#### ৫০ স্থারচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত।

পঠিক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না. रा এই कृतिष कि नामश्री, जाहा आमि बुबाहेरा विमित्। अत्नक हेश्तक वाकानी त्वथक त्म (हाई) कतिबाह्म । তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তবা যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাদনে বসাইতে সমালোচক সন্মত হইবেন না। মনুষ্য জনম্বের কোমল, গন্তীর, উন্নত, অক্ট ভাবগুণি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্য-ক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিজেন না। সৌন্দর্য্য স্থাইতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেননা। ভাঁহার সৃষ্টিই বড়নাই। यधुरुप्तन, (इभहल, नदीनहल, द्रदीलनाथ, हेराद्रा प्रकलहे এ কবিত্বে তাঁহার অপেকা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও ওাঁহার অপেকা শ্রেষ্ঠ। ভারতচক্রের ফার হীরামালিনী গড়িবার তাহার ক্ষতা ছিল না; কাশীরামের মত স্ভন্তাহরণ কি এীবংসচিস্তা, কীর্ত্তিবাদের মত তরণীদেন বধ, মুকুলরামের মত ফুলবা গড়িতে পারিতেন না। বৈঞ্চৰ কবিদের মত বীগায় ঝন্ধার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে স্থম্ব, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রীবড বেশীনাই। কিন্তু জাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতৰ তিনি বাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। বাহা ভাল, ভাও কিছু এত ভাল নহে, বে তার অপেকা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রাক্ত অবস্থার অপেকা उरक्ष भामता कामना कति। त्रहे उरक्ष प्राप्त आपन नेक्न, आमार्गत हान्द अप्तृ तक्म थारक। त्रहे आपने छ त्रहे कामना, कवित नामधी। विनि छाहा हान्द्रम्म छ त्रहे कामना, कवित नामधी। विनि छाहा हान्द्रम्म कित्रहाएक, छाहारक गर्मेन नित्रा भनीती कित्रहा, आमार्गत हान्द्रधाही कित्रहाएक, नाहत छाहारक छाहारक छाहा भारतन नाहे वा करतन नाहे, यह अस्त्र छहा भारतन नाहे वा करतन नाहे, यह अस्त्र छहा भारत हान्द्रधाही कित्रहा, भित्रहा हान्द्रधाही कित्रहा नाहे, यह अस्त्र प्रमानिक ट्रांक कित्रहा, भित्रहा हान्द्रधाही कित्रहा हान्द्रधाही कित्रहा हान्द्रधाही कित्रहा हान्द्रधाही कित्रहा हान्द्रधाही कित्रहा हान्द्रधाही हान्द्रधाही कित्रहा हान्द्रधाही कित्रह

क्रिल देवि । याश आमर्न, याश कमनीय, याश कालाक्रिक्ठ, ठांश कवित नामश्री । किन्न याश श्रेक्ठ, याश श्रेठाक्ष,
याश श्री छ, छाशहे वा नम्न दिन । छाशा छ कि किन्न तम
सारे १ किन्न दम्मिया नारे १ , आदि देविक १ क्रेम्न छश्छ,
दमेरे तरम त्रिक्क, दमेरे दमिन्द्रांत किन । याश आदि,
क्रेम्न छश्छ छाश्य किन । छिनि धरे वाक्रामा नमारस्य किन ।
किनि किनिकाण मस्द्रत किन । छिनि वाक्रामा श्रमाद्म किन । धरे ममास्म, धरे मश्त, धरे दम्म व्य काव्यम् । स्वर्थ
छाशी छ वेष तम भान ना । छामता दमीयभावित भिष्ठामूनि बाह्म सनीत हर्ष भाष, छिनि छाशा काव्यतम् हुक्
मर्थिक क्रितने । स्वर्ग नववर्ष मार्थ हिवाहेया, मन
भिनित्रा, गीनाकृत मानाहेश कहे नाम, स्नेष्ठ छश्च क्रिकावर

তাহার সারাধান করিলা নিজে উপভোগ করেন, অন্যক্তেও উপহার দেন। ছর্তিক্ষের দিন, ভোমরা মাতা বা শিশুর চকে অঞ্বিস্থ্রেণী সাজাইরা মুক্তাহারের সলে তাহার উপমাদাও— তিনি চালের দরটি কবিরা দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

> মনের চেলে মন ভেকেচে ভাকা মন আর গড়েনা কো।

তোমরা স্ক্রীগণকৈ প্লোদ্যানে বা বাভারনে বসাইরা প্রতিমা সাজাইরা পূজা কর, তিনি ভাহাদের রারাঘরে, উন্ন গোড়ার বসাইরা, খাগুড়ী ননদের গঞ্জনার ফেলিরা, সভ্যের সংসারের এক রকম খাঁটী কাব্য রস বাহির করেন;—

বধ্র মধুর খনি, মুখশতদল । সলিলে ভাসিয়া বায়, চকু ছল ছল।

জীবর গুরের কাব্য চালের কাঁটায়, রায়াঘরের ধ্রায়,
নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের নাদনে, হোটেলের
থানায়, পাঁটায় শৃছিছিত মজ্জায়। তিনি আনায়সে মধুর
রস ছাড়া কাব্য রস পান, তপ্সেমাছে মৎসাভাব ছাড়া
তপখীভাব দেখেন, পাঁটায় বোকাগদ্ধ ছাড়া একটু দ্ধীচির
গায়ের গদ্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এদেশ, এসমাজ
বড় রক্তরা। তোমরা মাধা ক্টাকুটি করিয়া ছর্গোৎসব কর,
আমি কেবল ভোমাদের রক্ষ দেখি – ভোমরা এ ওকে কাঁকি
দিতেছ, এ ওয় কাছে মেকি চালাইভেছ, এথানে কাঠ হাসি
হাস, ওখানে মিছা কারা কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া

र्पिषेत्राः शति । एछामता वन, वानानीतः व्यस्त वर सम्बद्धाः वक अन्वती, वक मरनारमाहिमी-त्थरमत वाधात, बाराव লুসার, ধর্মের ভাঙার :-তা হইকে হইতে পারে, কিছ সামি (कवि छेडाइ। वक इंट्लंड खिनिन। सायूर रायन जुली वानत পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেরেমাছুর পোষে-উত-यरक मथ (जन्नानरणहे क्रथ ।" जीतनारकद क्रथ बाह्न-जाहा তোমার আমার মত ঈশর গুরার গানিতেন, কিছা তিনি वतनन, উहा मिथिया मुख इहेवात कथा नत्ह- छेहा मिथिया शमिनात कथा। जिनि खीलात्कत ज्ञालत कथा शिकृत হাসিরা লুটাইরা পড়েন। মাঘ মাদের প্রাভঃল্পানের সময় र्यशीत अन्न कवि क्रि पिरिवाद अन्न, यूविकारणद शिष्ड পিছে गारेखन, जैवतहक मिथान छाशामत नाकान मिथियात জক্ত বান। ভোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল অচ্চ্সলিল-शीं कविक्रकां निरंश आपूर्व शिह्द, जिमि विलियन, "দেখ-দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি লানের সময় পরি-ধেয় বসন লইয়া বিব্রত,তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্মে আস্থা ও বত্র দেপিয়া, विनित्त "धम चामीशृद्धारावाव ! धम बोलाद्कर त्यर देश्याः विवत्रकः उथनः जाशामित शिक्षाः क्रिथिर्वन, ब्रह्मानव हाल हर्न्सर्वह राजन, निवृतिद ज्ला कामन वारिया (गन, सामी जाकन कताहेवात ममध्य पाछणी मनतात मूख लाजन इरेन, अतः क्रूबलाबानत नमम শক্ষার মুক্ত ভোজন হইল। সুল কৰা, জীবর তথা Realist এবং জীবর ভার Satirist। ইহা তাহার নারাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বালানা নাহিত্যে অধিতীয়।

वात्र वात्र नगरम विरवदश्यक । इजेरवार्थ वात्र वाक्र-कृषण रण्यक क्त्रिशास्त्र । छाङ्गास्त्र तहना व्यानक नगरत हिংगा, चरुवा, चरको नन, मित्रांनन, बदा भव्यीकाछत्रछ। भदि-পূর্ণ। পড়িয়া বোধ হরুইউরোপীর বৃদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিরাছে-ছরের কাজ মামুষকে ছ: ধ দেওরা। ইউরোপীর মনেক কুসামঞ্জী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নর্ঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হতোম পেঁচার নক্ষা বিখেবপরিপূর্ব। श्रेचेत अश्वेत वाल किছুমাত बिर्वय नाहे। नक्का कतिया किनि कांशाक्ष शांति एन ना। काहात्र अनिहे कामना कतिहा काहात्वर शानि एन ना। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রক্ষ, সবটা मानन। (करन दात्र हेबात्रकि। शोतीमहत्रक शानि मिराइ ममदा दार्श कार्श किता शामि (सम मा। (मही (करन নিগীবা-প্রাহ্মণকে কুভাষার পরাত্তর করিছে হইবে এই बिन। कवित्र नेष्ठाहे, खेदकम भक्कानुना श्रानाशानि। श्रेयद श्रथ "कवित ग्राहेद्व" निकिठ-त्म ध्वन्ते। छाहात हिन ।•

অনাত্র তাও না – কেবল আনন্দ। যে বেগানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশরচক্র ভাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণনলা বিরা ছাড়িরা বেন—কারণ আর কিছুই নর, ছই জনে একটু হারিবার অন্ত । কেহই চক চাপড় হইচে নিতার পাইতেন না। প্রবর্গর জেনেরল, লেপ্টেনান্ট প্রবর্গর, কৌন্সি-লের মেম্বর হইতে, মুটে, মারি, উড়িরা বেহারা কেই হাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বক্স—বে মারে, তাহার রাগনাই, কিন্তু বে ধার,ভার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। বে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

विकालाको विश्वशी, मूर्य शक्त कूरि।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেরের উপর নীচের লিখিত হুই চরণে আমাদের চেরা দুই রহিল—

সিন্ধুরের বিশ্বসহ কপালেতে উবি ।
নদী জনী কেমী বামী, রামী শ্রামী ওল কী ॥
মহারাণীকে স্থাতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের
কাণ ধরিয়া টানাটানি---

ভূমি যা করতরু, জ্বামরা সব পোষা গোরু,
শিবিনি সিং বাঁকানো,
কেবল থাব থোল বিচালি ঘান।
বেন রাকা জামলা, ভূলে যামলা,

গামলা ভালেনা।

আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব,

ঘুসি থেলে বাচব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণ্মলা ধাইরাছেন
একটা নমুনা-

### । विवाहता श्रेटवा जीवकविता

वधन कात्र्य भवन, क्याद धवन, क्या

এক কথান, সাহেবদের নৃত্যামীত—
ভড়ু খড়ু খম বাফে লাকে তাল।

ভেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেছে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥
কোনজপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা থেয়ে।
ভক্ত হন ধেনো গাকে, বেনো ফলে নেমে॥

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল, আনন্দ। তপ্সেমাছ লইবা আনন্দ—

ক্ষিত কনক কাস্তি, কমনীর কার।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপসীর প্রার॥
মাসুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে।
জগরা আনারগে—

পুন মেৰে শেষ্বস, রসে যুক্ত করি। চিনারী চৈতক্তরপা, চিনি তার ভরি॥

#### व्यवन शांकी-

সাধ্য কার এক মুখে, সহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে।
হাড়কাটে কেলে দিই, খোরে ছটি ঠাল।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাল ছ্যাড্যাল।
এমন পাঁটার নাম, বে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নর, কাঁড়ে বংশে বোকা।

তবে ইহা স্বীকার করিতে হর, যে ঈশর গুপু মেকির উপর গালিগালাক করিতেন। মেকির উপর বধার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁছার কাছে গালি থাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি থাইতেন, মেকি আহ্বন পণ্ডিতেরা, "নস্যলোসা দ্বি চোসার" দল, গালি থাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি আইরান হইতে চলিল দেখিরা তাঁছার রাগ সহা হইত না। মিশনরি-দের ধর্মের মেকির উপর বড়ুরাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। বথা স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্ত এখানে উদাহরণ উচ্ত করিলাম না।

অন্তেক সমরে ঈশর গুপ্তের অস্ত্রীপতা এই ক্রোধসন্ত্ত।
এমনীপতা ঈশর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোব। উহা
বাদ দিতে গিরা, ঈশর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিরা,
আমরা তাঁহার কবিতাকে নিজেল করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি
কাব্যরদে বর্ণার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিকা করিবেন।

কিছ এখনকার বালালা লেখক বা পাঠকের বেরপ অবঁদ্রা. তাহাতে কোন রুপেই অল্লীলভার বিশ্বমাত রাখিতে পারিনা। रेरां कामि रेव क्षेत्र क्रेश्वर बहीवंडा, शक्र बहीवंडा নতে। বাছা ইক্সিরাদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের জনমন্তিত क्रवीजीत्वत्र अकिताकि अञ्च निथित हत्, जाहारे अज्ञीनजा। ভাহা পৰিত্র সভাভাষার লিখিত হইলেও অল্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্ত সেরপ' নহে, কেবল পাপকে তিরত্বত বা डेनहिने कर्ता वाहात डेल्क्ड, खाहात छावा कृति धरः সভাতার বিকৃত্ব হইলে ও অল্লীল নহে। ধবিরাও এরপ छोत्रा वायहात कतिराजन। त्यकारलत बोलानी मिरणत हैश এক প্রকার বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি. অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্মান্ত্রা, আজন্ম সংঘতে দ্রিয়, সভা, স্থাল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাল দেখিয়াই ब्रांशित्नहे "वहत्वाबान" बाद्रहे कदित्वन । ज्यनकाद दाग क्षकात्मत जावारे बन्नीन किन। करन रा मध्य धर्माचा धरः অধ্যাত্ম উভরকেই অন্নীলভার স্থপটু দেখিতাম্—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইরা অলীল, ডিনি धर्माश्वा। विनि इक्तियास्तरव बर्म अलीन जिनि भाषाया। সৌভাগাক্তমে সেরপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত इट्रेडिट ।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মান্থা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অস্ত্রীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর श्राक्षक वात्रक कात्रक व्यानक किना नश्मात्र, बानाकात्म वानाकत वामृना तप (र माजा, जाहा जाहात विक्रे स्टेख काफिया बहेत्। थाँडि माना काफिया बहेबा, छाङाव शक्ति वर्स अक शिव्हान मामधी नित्रो शिक-मात्र वन्तन विमाना । जात शत र्यावत्मत रव अमृनातक - यथु र्यावत्मत रून, र्योव-त्मत्र, (श्रीष्ठ वद्गान्तत्र, वार्ष्काकात्र जुनावार्थ**र व**न्नात्रक व ভার্যা, ভাহার বেলাও সংসার বড দাঁপা দিল। বাহা গ্রহণীয় নহে, जेचेत्रहे छाहा वहेत्वन ना, किन्द मानावाजित क्या সংসারের উপর ঈশবের রাগটা রহিয়া গেল। ভার পর অল্লবয়সে পিতৃহীন, সহারহীন হইয়া, ঈশারচক্র অল্লকটে পড़िलन । कछ वानद्य, वानद्यत घोष्ठानिकात्र मिक्तन वांधा থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সাল ভোজন করে, আর তিনিং দেবতৃদ্য প্রতিভা বইয়া ভূমগুলে আসিয়া, শাকায়ের অভাবে কুণার্ত্ত। কত কুরুর বা মর্কটুবরুষে জুড়ী জুতিয়া, **তাঁহার** গায়ে কালা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হলয়ে বাগেলী ধারণ করিয়াও থালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাক্তিয়া উঠিতে পারেন: না। তুর্বল মহুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রুণে ভঙ্গ मिया, পলায়ন করিয়া ছঃথের অন্ধকার গহারে লুকাইয়া थारक। किंद्ध প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বরবান।

্ ঈশর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, সীর বাহুবলে পরাক্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সন্মান আলোর করিয়া বইবেন ৭ কিন্তু অত্যাচরজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল নাঃ কোঠা মহাশরের ক্তা তিনি সমাজের জন্ত ত্রিরা রাখির কিন। এখন সমাজকে পদতলে পাইরা বিলক্ষণ উত্ত থাস দিতে লাগিলেন। সেকেলে বালালির জ্ঞোধ কর্মীর্যার উপর কর্মব্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদিলাদি প্রভৃতি ধে বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাহারই প্রতি বাবহার্য—বে হুরাআ, ভাহার জন্য এই কর্মব্য ভাষা। এই রূপে ঈশ্রচজ্রের কবিতায় অস্থীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

গেই বাতাদে জীবন প্ৰাপ্ত ও বৰ্ষিত। অতএৰ শীৰৰ ওপ্তকে আমৰা অনাধাদে একটু থানি মাৰ্জনা করিতে গাড়ি

আর একটা কথা আছে। অশীনতা সকল সভা-সমাজেই দ্বণিত। তবে, বেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তে नि দেশভেদেও রুচি তির তির প্রকার। এমন অনেক কথা चाह्म, याहा हैश्द्रदक्ता चनीन विद्युचना कद्दन, जामना করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা चालील विरवहना कति. हैश्टबब्बता करवन मा। हैश्टब्रब्बत कारक, भागनेवन वा छेक्टनत्यत नाम अभीन-देश्टतरस्त्र মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধৃতি, शायकामा वा छेक नक्छिनित्क अनीन मत्न कति ना मा, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সমূথে ঐ সকল কথা বাবহার করিতে আমাদের লজা নাই। পকান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুধচুখনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্রীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পৰিত্ৰ কাৰ্য্য—মীতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নিৰ্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা হুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিব সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী স্কৃতি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী স্কৃতি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে ভাঁহাদের পরস্তীর मूर्यह्यत आशिख नारे, किस शतुः अनातृ क हत् ! লাণভাপুরা মণপুরা পা। দর্শনে বিশেষ আগতি। ইহাতে

बामता त क्वनह विकिशाहि अगठ नत्ह। अवहा जेगा-হরণের বারা ব্রাই। মেঘদুতের একটি কবিভার কালিদাস कान भक्त अनुकरक धत्रीत खन बनिद्या वर्गना कतिवार इन। हेश विनाजि क्रिविक्ष । अन विनाठि क्रिक अस्मादि अनीत क्षा । काटकर बरे जिल्लाणि नत्त्वा काटक अभीत । नवावावू হয় ও ইহা ভনিয়া কানে আফুল দিয়া পংস্ত্রী মুখচুখন ও कत्रन्मार्त्त महिमा कीईतर मत्नात्वांश मित्वन। किन्द आमि ভিন্ন রক্ষ বৃঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বৃঝি যে, পৃথিবী श्रोमानित्शद क्रमनी। जाहे फाँरिक छक्किछारि, स्मर कतिश '' মাতা বহুমতী " বলি ; আম্রা উাহার সম্বান ; সন্তানের চক্ষে, মাতৃ স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই-পাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় ভাহার চিত্তে পাপচিস্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কৰি এখানে খশীল নহে,—এখানে পাঠকের জনর নরক। এখানে ইংরেজি কৃচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী কৃচিই বিশ্বদ্ধ।

आमारमत रमानत जातक প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাজি कित आहेत ধরা পজিয়া বিনাপরাধে অলীলতা নপরাধে অপরাধী হইরাছেন। অরং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মহার জোলার নবেলের আদর, দ্বৈ ইউরোপের কৃচি বিশুক্ষ, আরু যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিথিয়াছেন, সীতা শক্ষলার কৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃষ্টি অলীল। এই শিকা আমরা ইউরোপীরের কাছে পাই। কি শিকা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেষ। আরু সব দেশীয়ের কাছে শেষ।

অন্যের নাম ঈশ্বর গুপ্ত'ও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে দকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকস্থর ধালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা ক্ষর্থা স্থীকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই ডত সহজে তাঁহাকে নিছুতি দেওয়া বায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাত্তবিক কদব্য, যথার্থ জনীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের বে অপ্লীলভার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে দেড়া মৃড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অপ্লীলভাদোর জনাই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাহার কবিতার এই দোবের এত বিভারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এই দোব তাহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা ব্রিতে গেলে, তাহার দোব গুণ ছই বুঝাইতে করেয়। শুধু তাই নাই। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা কড় জিনিম পাঠককে ব্রাইতে চেটা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিম্পে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেটা করিতেছি কবির কবিত্ব আপেক্ষা

কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুফতর লাত। কবিতা দর্পণ নাত্র—কাহার ভিতর কবির অবিকল ছারা আছে। দর্পণ বুঝিরা কি হইবে? ভিতরে বাহার ছারা, ছারা দেখিয়া ভাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাধিয়া গিয়াছেন, ভিনি কি ওপে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাধিয়া গেলেন, ভাহাই বুঝিভে, ফ্রেবে। ভাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদেশ্য।

শ্বিরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইরাছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতার আসিরা, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিছু ইহাও দেখিতে পাই বে, প্রতিভাত্যায়ী কল কলে নাই। প্রভাকর মেঘাছের। মে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ কচির অভাবে। এথন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিরম, যে প্রতিভা ও স্থক্ষচি পরস্পর স্বী—প্রতিভার অমুগামিনী স্থক্ষচি। ইম্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিরা দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের ক্ষচি বুঝাইলাম, কালের ক্ষচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের ক্ষচি বুঝাইলাম। যুঝাইলাম বে পাত্রের ক্ষচির অভাবের কারণ, (১) প্রকদন্ত স্থশিক্ষার অরতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহ-শ্বিরী, অর্থাৎ বাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, তাঁহার

পৰিত্ৰ সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অভ্যানার, এবং 
তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতজোধ। যে মেবে ।
প্রভাকরের তেজোক্সাস করিরাছিল এই সকল উপানানে ভাষার 
জন্ম। স্থল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচক্র বর্ধন অল্লীল তথন 
কুক্সচির বশীভূত হইরাই অল্লীল, ভারতচক্রাদির ন্যায় কোধাও 
কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইরা অল্লীল নহেন। তাই দপ্ণতলম্থ প্রতিবিশ্বর সাহায্যে প্রতিবিশ্বধারী সভাকে বৃঝাইবার জন্ম 
আমরা ঈশ্বরচক্র গুপ্তের অল্লীলতা দোষ এত স্বিভাবের 
সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা ক্রচিকর নহে। মনে করিলে, 
নম: নম: বলিয়া ছই কথার সারিয়া যাইতে পারিভাম। অভিপ্রার বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জনা করিবেন।

নাহ্বটা কে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা বাউক—কবিতা না হর এখন থাক। ছিতীর পরিচ্ছেদে আমরা বলিরাছি, ঈখর গুপু বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অশীলতার বোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা,—পাঁটার স্থোত্ত লেখেন, তপদে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারদের পরমভক্ত, স্থরাপান \* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে ? কথাটা বুঝিয়া দেখা বাউক।

কুরাপানের মার্জনা নাই। মার্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারত-বর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিব এই উক্তিটা শ্ররণ করিতে বলি— একোহি দোবো গুণস্রিপাতে নিমজ্জতীলোঃ কিরণেশ্ববাদ্ধঃ।

69

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতক-গুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে ব্রিতে চাহেন, তবে সে গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সে গুলি ফরমারেদি কৰিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেক श्वनित्र मर्था ले कन्नजी वाष्ट्रित्रा पित्राहि—आत दन्नी पिरन त्रिक বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইরা উঠিবে। ইহা বলিলেই यथिष्ठ इटेरन, रय পরমার্থ বিষয়ে जैसेत्रहस्त शामा शामा यक লিধিরাছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদাসংগ্রহ বলিয়া, আমরা তাঁহার গদা কিছুই উদ্ভ করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পজিয়া বোধ হয়, যে পদ্য অপেকাও বুঝি গদো তাহার মনের ভাব আরও ফুম্পট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে. আমরা বুঝিতে পারিব, যে ঈশর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান্ ছিল না। ইশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদাপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষাাসী নামাবলীধারিতে মেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ইমাববাদী বা ইমারভক্তের মন্ত তিনি ইমারবাদী ও ই ইরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রতাক দেখিতেন, ষেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে বথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মৃতিমান পিডা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুধামুখী হইরা বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কথন বাপের আদের থাইবার জন্ত কোলে বসিতে বাইতেন, আপনি ৰাপকে কত আদের করিতেন— উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার জ্বার গাঁচ পুত্রৰ অক্তর্জিম প্রেম দেখিরা চক্ষের জল রাথা যার না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মূর্জিমান জ্বার সন্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, তাঁহার অসহা বস্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নিশুপি চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্জিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কট হইত। \*

কাতর কিন্ধর আমি, তোমার সন্তান ।
আমার জনক তৃমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ডাকিতেকি, কোণা ভগবান ।
একবার তাহে তৃমি, নাহি দাও কান্ ॥
সর্কাদিকে সর্কালোকে, কত কথা কয় ।
প্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥
হুায় হায় কব কায়, ঘটিল কি আলা ।
জগতের পিতা হোরে, তুমি হলে কালা ॥

<sup>🛊</sup> এই সংগ্রহের ১৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর।

মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া ! অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥

এ ভক্তের স্তৃতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধয় ঈশ্বরচন্দ্র ! ভূমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ্ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ইশ্বরচন্দ্রের ইশ্বরভজ্জির যথার্থ ত্বরূপ বিনি অন্তৃত্ত করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ইশ্বর সম্বন্ধীর কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, বিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ইশ্বরচন্দ্রের অকৃতিম ইশ্বরভক্তি ব্রিতে পারিবেন। সেগুলি বাহাতে পুন্মু দ্রিত হয়, সেবত্ব পাইব।

বৈক্ষবগণ বলেন, হত্মদাদি দাশুভাবে, শ্রীদামাদি স্থাভাবে, নন্দবশোদা প্রভাবে, এবং গোপীগণ কাস্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশর পাইরাছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এতদ্র সংস্থিত, যে তদালোচনায় আমাদের বাহা লভনীর, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হত্মান্, উদ্ধর, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা ব্রিবার চেষ্টা কতক সকল হইতা বাঙ্গালার ত্ইজন সাধক, আমাদের বড় নিকট। তুইজনই বৈদ্য, ত্ইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক

ঈশরচন্দ্র গুপ্ত। ইইারা কেহই বৈষ্ণ্য ছিলেন না, কেহই 
ঈশরকে প্রভু, নধা, পুত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই।
রামপ্রদাদ ঈশরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিরা ভক্তি সাধিত
করিয়াছিলেন—ঈশরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রদাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অর।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার।
পিতৃ নামে নাম পেরে, উপাধি পেরেছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি।
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নর।
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত বয়?

পুনশ্চ-আর ও নিকটে--

তোমার বদনে যদি, না স্থবে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥
আমামি যদি কিছু বার্নী, বুঝে অভিপ্রায়।
ইদেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তার॥

যার এই ঈশরভজ্জি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্মানা নিকটে,
জ্বতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গত্ঞার বাহার হৃদর এইরূপে
দুগ্ধ—সে কি 'বিলাসী হইতে পারে?' হয় হউক। আমরা
এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ইশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাসী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্রে মাছ, বা আনারসের গুণ গান্বিতে ও রসাম্বাদনে,

#### ৭ - স্বরচন্দ্র গুরুর জীবনচরিত।

উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ;—

লক্ষীছাড়া যদি হও, থেরে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র স্থুপ নাই, হেন লক্ষী নিরে।
বতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে থাও, থৈতে দাও, সাধ্য অনুসারে।
ইথে যদি কর্মনার, মন নাহি সরে।
প্রীয়াচা লয়ে যান মাতা, ক্লপণের ঘরে।

শাকার্মাত্র বে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্থীকার করি না ] গীতার ভগবছক্তি এই—

আয়ঃসত্বলারোগ্য সুথপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ

মিথারস্যাহিরাছন্যা; আহারা: সাত্ত্বিপ্রা:।
স্থলকথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ইশর গুপু মেকির
বঙ্গ শক্ত । মেকি মান্থ্যের শক্ত, এবং মেকি ধর্ম্মের শক্ত ।
লোভী পরহেষী অথচ হবিষ্যাদী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ
করেন নাই। ভণ্ডের ধর্মেকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না।
তিনি জানিতেন ধর্ম ইশ্বরাল্রাগে, আহার ত্যাগে নহে। যে
ধর্মে ইশ্বরাল্রাগ ছাঙ্রা পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের প্রতি বিধেষ-

বশতঃ পাঁটার স্তোত্ত, আনারদের গুণগানে, এবং তপ-

নের মহিমা বর্ণনায় কবির এছ হুধ হইছে। সামুষ্টা ব্রিলাম, নিম্নে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে গাঁট, মেকির উপর ধ্জাহন্ত। ধার্মিকের কবিতার অল্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা ব্রিক্রাছি। বিলাসিতা কেন দেখি বোধ হয় তাহা এখন ব্রিলাম।

ঈশার শুণ্ডের কবিতার কথা বলিতে বলিতে ভাঁহার ব্যক্তের কণার, ব্যকের কথা হইতে ভাঁহার অল্পীনতার কথার, অল্পীনতার কথা হইতে ভাঁহার বিলাসিতার কথার আসিরা পড়িরাছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অঙ্গীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোহ,
শব্দাভ্যরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোহ। শব্দভ্টার,
অনুপ্রাস বমকের ঘটার, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সমরে একেবাবে ঘৃতিরা মুছিয়া যার। অনুপ্রাস যমকের অব্বরোধে অর্থের
ভিতর কি ছাই ভক্ম থাকিয়া যার, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র
অনুধাবন করিতেছেন না—দেখিয়া অনেক সমরে রাগ হয়, ছঃধ
হয়, হাসি পার, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। বে কারপে
তাঁহার অন্নীলতা, সেই কারণে এই বমকামুপ্রাসে অনুহাস
দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে
সমকামুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ী। ঈশ্বর গুপ্রের প্রেই—
কবিওয়ালার কবিতার, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী
বাড়াবাড়ী। দালরথি রায় অনুপ্রাস বমকে বড় পটু—তাই তাঁর
পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল্। দালরথি রায়ের কার্ড না

ছিল, এমন নহে, কিছ অমুপ্রাদ বমকের দৌরাজ্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলহার প্রয়োগে পটুতার ঈশ্বর গুণ্ডের স্থান তার পরেই—এত অমুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে বাবহার করে না। এথানেও মার্জিত ক্রচির অভাব জনা বড় ছঃধ হয়।

অমুপ্রাস যমক বে সুর্বেএই হ্ব্য এমত কথা আমি বলি
না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদ্য্য শুনাম বটে, কিন্তু সংস্তৃতে
ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই
বাহলা ভাল নহে—অমুপ্রাস যমকের বাছলা বড় কটকর। রাথিয়া
চাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে।
বালালাতেও তাই। মধুসদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অমুপ্রাসের
ব্যবহার করেন, অভ্ বুঝিয়া স্থিয়া, রাথিয়া চাকিয়া, ব্যবহার
করেন—মধুর হয়। আমান্ অক্ষরতক্র সরকার গদ্যে কথন
কথন, হই এক বুঁদ অমুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া
উঠে। ঈশ্র শুপ্রের এক একট অমুপ্রাস বড় মিঠে—

विविद्यान চলে यान लर्द्यान करत।

• ইহার তুগনা নাই। কিন্তু দিশ্বর ওপ্তের সমন্ন অসমন্ন নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ নাই—একবার অন্তথাদ ধমকের কোরারা থুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনদিটো দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহাকৈ তিনি অবিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশ্ন্য অধিপতি। এই দোষ খণের উনাইরণস্ক্রণ ছুইটি গীভ বোগেল্বিকার্শ হইতে উদ্ভ করিলাম ;---

রাসিণী বেহাগ—তাল একতালা। टकरत, वांगा, वांत्रिमवत्रने. जक्नी, ভালে, श्रत्राष्ट्र जत्रनि. कांशास्त्रा पत्री, आंगिरत धत्री, कतिरह मुख्य कत्र। হের হে ভূপ, কি অপরপ, অত্নপ-রপ, নাহি স্বরূপ, यहननिधनकत्रकात्रम, ठत्रम भत्रम लग्न ॥ ৰামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে, ত্তভাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। > বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে. मध्य विल्डि शर्भाष हिल्डि কোপেতে জ্বলিছে, দমুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ! ২ (क्रा, निकड्मना, विक्रिम्भना, कतिए (चांवना, क्षकार्म वामना, হয়ে শ্বাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩ রাগিণী বৈহাগ—তাল একতালা। ুকেরে বামা, বোড়নী রূপনী चरतमी, थ, रा, नरह मासूरी, ভাবে শিওশনী, করে শোভে অলি, রূপমনী, চারু ভাদ। मिथ, वानिष्ट् बेल्ल, निरस्ट्र बेल्ल, ... মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প, ्रांगदा शृथी, करत कि कीर्डि, 🕝 ठत्रत्म इंडियांगः॥ ১ (करत, कदान-कामिनी, मदानशामिनी, कारांत्र श्रामिनी, जुवन श्रामिनी, রপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীকড়িত-হাস। ২ (करत, (बाचिनी माक, क्षित-तरम, রণভরকে, নাচে ত্রিভঙ্কে,

কুটিলাপাঙ্গে, ডিমির-অঙ্গে, করিছে ভিমির নাগ। ৩ আহা, যে দেখি পর্বা, যে ছিল গর্বা,

इडेन थर्स, श्रामात्र मर्स.

চরণস্বোজে, পৃতিয়ে শ**র্কা,** করিছে স্**র্কানাশ। ৪** দেখি, নিকট মরণ, কররে স্থরণ,

মরণহরণ, অভয় চরণ

निविष् नवीन नीत्रमवद्रण, " मानत्म कद्र अकाम। द ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশনী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জনিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকোশনী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যথন অত্প্রাস যমকে মন না থাকে, তথন ভাঁহার বাহালা ভাষা, বাহালা দাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিথিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালার, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেই পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতদনিত কোন

বিকার নাই—ইংরেজনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিযান নাই—বিগুলির বজাই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাকে না—সরল, সোজা গথে চলিয়া গিরা পার্চকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। অমন বালানীর বালানা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সন্তামনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাষও ভাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিভার কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী— ভাহার বিশেষ কারণ ভাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড মিঠে লাগে—ভরদা করি পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে ৰাঙ্গালা ভাৰার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হই-তেছে ও হইবে। কিছু বাদালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অব্যুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। ভাঙ্গলা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্থতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা কুদ্র লেখকেরা অনেক ঘূরপাক খাই-তেছি। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উন্ধান বহিতেছে— কত "শৃষ্টভান প্রাজ্বিবাক্ মণিল,চ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিগে ইংরেজির ভরাগাকে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছার-পার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, ঘবক্ষার জান, ইবোলিউখন, ভিবলিউপন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বছরা, কুবে লঞ্চের জাবার লেশ উৎপীড়িত; মাবে অফ্সালিলা পুণাভোরা রুপালী এই বালালা ভাষার লোভঃ বড় কীণ বহিতেছে। জিবেণীর আবর্তে পড়িয়া লেখক গাঠিক তুলারূপেই ব্যতিবাস্তা এ সমরে ঈশ্বন-শুস্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইছে পারে।

ঈশার ওপ্তের আর একওণ, তাঁহার ক্বত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি বে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপ্ত হইরাছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিক্ট বিশেব আদর্শীর হইবে, ভরষা করি।

ক্ষার গুপ্তের স্থভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইরাছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে উাহার বেবর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই! ভাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী", "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচর পাইবেন।

স্থূপ কথা তাঁর কৰিতার অপেকা তিনি অনেক কড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচর তাঁহার কবিতার নাই। বাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রার আপন সমরের পাপ্রবর্তী। ক্লীবরগুপ্ত আপন সমরের অগ্রবর্তী ছিলেন। আমরা ঘুই একটা উপাহরণ দিই।

ध्येथम, तम्परादम्या । बादम्या भवमधर्म, किंद्र ध भर्म

আনেক দিন হইতে বালালা দেশে ছিল লা। অপনও ছিল কিনা
বলিতে পারি না। অপন ইবা নাধারণ হইতেছে, দেখিরা
আনল হয়, কিছু ঈশ্বর অপ্তের সময়ে, ইহা বছুই বিরল ছিল।
তথনকার লোকে আপন আপন সমাজ আপন নাপন আতি, বা
আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের নাায় উদার
নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাআ রামমোহন রাবের কথা ছাড়িয়া
দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচ্জ মুখোপাধ্যামকে বালালা
দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলী বাইতে পারে। ঈশ্বর
শুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ইশ্বর
শুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রান না হইয়াও তাঁহাদের অপেকাও তীত্রও বিশুদ্ধ। নিয় কয় ছয় পদ্য ভরসা করি
সকল পাঠকই মুধ্ত করিবেন,—

ল্রাত্ভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাদীগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

তথ্যকার লোকের কথা দ্রে থাক, এখনকার করজন লোক ইহাব্যে? এখনকার করজন লোক এখানে জিখার প্রথের সমকক? ঈখর শুপ্তের, কথার যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর গইরাও আগর করিওেন।
২৮৪ পৃষ্ঠার মত্তাবা সবদ্ধে বে কবিতাটি আছে, পাঠককে
তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃ সম মাতৃ ভাষা," সৌভাগ্যক্ষমে
এবন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু, ঈশ্বর ওপ্তের সময়ে কে
সাহস করিয়া এ কথা বলে ? "বালালা ব্রিতে পারি,"
এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্ঞা হইত। আজিও
মা কি কলিকাতার এমন অনেক রুভবিদ্যা নরাধম আছে,
বাহারা মাতৃ ভাষাকে ঘুণা করে, বে তাহার অমুশীলন করে,
ভাহাকেও ঘুণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অমুশীলনে
পরামুব ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার পৌরব
বুজির চেষ্টা পার। বধন এই মহান্মারা সমাজে আদৃত, তথন
এ সমাজ ঈশ্বর গাঁওের সমকক ইইবার অনেক বিলম্ব আছে।

ষিতীয়, ধর্ম। ঈশ্বর শুপ্ত ধর্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তথনকার লোকদিগের স্তায় উপধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এথন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভূক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর শুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, ভাহা অবগত হইবার জ্ঞা, তিনি সংস্কৃতে অনভিক্ত হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেলান্ডাদি দর্শনশাক্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,এবং বৃদ্ধির অন্যাধারণ প্রাথব্য হেতু সে সকলে যে ভাঁছার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, ভাঁহার প্রশীত গল্যে প্রদ্য তাহা

বিশেষ জানা বার। এক সমরে কর্ম গুণ্ড ব্রাক্ষ হিবেদন আদিব্রাক্ষণমাঞ্চল ছিলেন, এবং ভদবোধিনী সভার বভা ছিলেন। ক্রাক্ষদিপের সঙ্গে স্মবেভ হইরা বস্ত্তা, উপা-সমারি করিভেন। এ জন্ধ প্রভাশিন জীযুক্ত বাবু দেবেজনাথ ঠাকুরের নিক্ট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আনুত হইডেন।

ভূতীর। ঈশর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদাহ ছিল। ভাষাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, দে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, স্থত্যাং নিরস্ত হুইলাম।

একণে এই সংগ্রহ সহছে ছই একটা কথা বলিয়া আমি কান্ত হইব। ঈশব শুপ্ত যত পদ্য বিধিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেথে নাই। গোপাল বাবুর অহমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্ত পদ্য লিথিয়াছেন। এথন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার কুলাংশ। বদি তাঁহার প্রতি বালালী পাঠক সমাজের অহ্বাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা বাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম থপ্ত মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্বোহক্ত কবিতাপ্তলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাপ্তলিই প্রথম থপ্তে দিব, তবে অস্তান্ত থপ্তে কি থাকিবে ।

 নির্নাচন কালে আমার এই লক্ষা ছিল, বে ঈশ্বর শুল্পের রচনার প্রকৃতি কি, বাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এজয়, কেবল আমার পছল মত কবিতাগুলি না

#### नेपत्राम्स अस्तत्र जीवनप्रतिष्ठ ।

ভূনিরা, সকল রকষের কবিতা কিছু কিছু ভূলিরাছি। অর্থাৎ কবির বত রক্ষ রচনা প্রথা ছিল, সকল রক্ষের কিছু কিছু উদাহরণ বিরাছি। কেবল বাহা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ বিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর," "বোধেন্দ্বিকাল," "প্রবোধপ্রভাকর" প্রভৃতি গ্রহ হইডে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেননা সেই গ্রহণাল অবিকল প্নমুশ্রিত হইবার সন্তাবনা আছে। ভত্তির ভাঁহার পদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ভূত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্থতর একথণ্ড প্রবাশিত হইতে গারিবে।

পরিশেবে বস্তব্য, যে অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি ব্লশাসন কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাত্ত্বতে যদি দোব হইরা থাকে, তবে পাঠক মার্জনা করিবেন।

সমাধ।

# কবিতাসংগুহ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রনীত** কবিতাবলী।

প্রথম খণ্ড।

নৈতিক এবং পরমার্থিক।

### সব হ্যায় ফাক।

হনিয়ার মাঝে বাবা সব হাায় ফাক্, বাবা সব হাায় ফাক্। ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাক, বাবা মিছা কর জাঁক পেয়েছ যে কলেবর, দুশ্য বটে মনোহর,

সর্গ হইলে পর, পুড়ে হবে থাক্।

আমি আমি অহকার, আমার এ পরিবার,
কোথার রহিবে আর, আমি আমি বাক্।

হনিরার মাঝে বাবা স্ব হার ফাক্॥

#### ক্বিতাসংগ্ৰহ চ

নিশাস হইলে কর, মৃত্তিকায় দেহ গুরু,
চারি দিকে হবে গুরু, রোদনের হাঁক্।
মুদিলে যুগল আঁথি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথার রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক্।
হনিয়ার মাঝে বাবা সব হাার ফাক্॥

মিথা সংখ সদা রত, শত শত শত অমুগত,
গোরব করিয়া কত, গোঁপে দেও পাক্।
পোদাকের দাম মোটা, জুতা পারে এড়িওটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, শোভা করে নাক্।
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নারীর কোমল গাত্র, মদনের স্থরাপাত্র, তাহার উপর মাত্র, নরনের তাক্।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, চেকে রাথ টাক্।
হুনিয়ার মাঝে বাবা সব হাায় ফাক্॥

সেহ করে পরিজন সদাই সম্ভষ্ট মন, স্বাদ স্থাদে বাজে ধন, কত লাক্ লাক্ । রাথিয়াছে বাপদাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা, সারি সারি ভৌড়া বাঁধা, শোভে থাকে থাক।

#### ছিনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্।

ছইরা আশার বশ, লমে চাহ মিছা যশ, বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্। ভূমি কেবা, কেবা পূজ্র, আপনার নাহি কুজ, শেষ কুজীপাক্। ভূনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যার ফাক্॥

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল উচ্চৈ: স্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক্। জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল, হরেরুফ হরিবোল, এই মাত্র ডাক্। ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হাায় কাক্॥

## সব ভরপুর।

ত্নিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর, বাবা সব ভরপুর।
পরিমারে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর ॥
পেরেছ উত্তম দেহ, বোগ-পথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ, চল স্থরপুর।
যোগযুক্ত ভাহজার, করি তার ভালজার,

#### ্ করহ ও কার সার গর্ম হবে চুর। ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

নিখাদ হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ, काॅं मिरव बनय भांध, व्याहा छेह सूद्र। यूनित्न नग्नन शन्न, মন মধুকর স্বাদ্যু কৈবল্য কমল সন্ত্ৰী, পাইৰে মধুর। হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

হুধ কভূমিধাানয়, যত অনুগতচয়. শীলতায় বশ হয়, তুন হে চভুর। বিধাতার স্থনির্দাণ, স্থদ সম্ভোগ ভাণ, ভোগ বোগে রাথ মান, ছঃথ হবে দূর। ছনিয়ার মাকে বাবা সব ভরপূর॥

স্থরা কভু নহে হেম্ব, স্থারজন-উপাদেয়, রমণীতে সেই পের, পান কর শ্র। তাহে প্রজা বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রণা রয়, পিতৃনাম নহে কয়, বুদ্ধি হয় ভূর। ' ছনিয়ার মাঝে বাবা, সৰ ভরপুর ।

পরিজন-ক্ষেহনিধি, যতনে মিলার বিধি,

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

এত নহে মন্দ বিধি, স্থেপের অস্কুর।

প্রধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের স্থপ্রভাব,

মনোগত এই ভাব, আদেশ মন্ত্র।

স্থনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

আশাই অতুলা ভোগ, কর্ম হয় যশোযোগ,

এত নহে পাপরোগ, আরাব্য সাধুর।

স্থাথের এ কর্মাভূমি, পুস্তা মিত্র নহে উমি,

এ সব তেজিয়া তুমি, হইবে ফভূর।

হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

কুন্তধারী নট মত, হর কাল অবিরত, গৃহ কার্য্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর।

চরম সময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব, পার হয়ে ভবার্ণব, বাবে শাস্তিপুর।

হলিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

# কিছু কিছু নয়।

ছনিলার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়, বাবা কিছু কিছু নয় ।
য়য়ন ম্দিলে সব অন্ধকারময়, বাবা অন্ধকারময় য়
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,

প্রদেশগন্ত জল, চিছু নাছি রয় ।
কারে আমি বলি আমি, আমি বে মরণগানী,
মিছামিছি দিই আমি, আমি পরিচর ।
ত্নিরার মাবে বাবা কিছু কিছু নর ॥

আগে হও পরিটিত, পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয়।
কার বস্তু কোর হরে, কার বস্তু কার করে,
কেবা কারে দান করে, কেবা দান লয়।
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

বোগে সদা অহুযোগ. ভোগে মাত্র কর্মভোগ, তবু পাপ আশা রোগ, সাম্য নাহি হয়। জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে, বিষম বিষয় বিদে, কিসে স্থথোদয়। গুনিরার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কি হেতৃ সংসার-স্ত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র, কোথা ছিলে, যাবে কুত্র, বল মহাশ্র। না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল, রুণা স্থথে হর কাল, নাহি কাল-ভয়। হনিয়ার যাবে বাবা কিছু কিছু নর ।

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

কারিগুরি বছতর, দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর, দেই বারে কর।
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয়।
তুমিয়ার সাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

রষণী-বচন মদ, পান মাত্রে গদগদ,
তুদ্ধ করি ব্রহ্মপদ, ত্থাকুলহাদয়।
অবশেষ বোধশূন্য, স্থভাবে স্থভাব ক্রি,
কোণা ভার থাকে পুণা, পাপে হয় লয়।
ত্নিয়ার মাত্রে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কারে বল স্থাত্র, তৃষি বটে বাহাছ্র,
যত দেখ ভর পূর, ভর পূর নয়।
স্থা লাভ করিবার; বস্তু নয় পরিবার,
হথে কাল হরিবার, হেতু সমুদ্য।
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,
শহজেই যায় বোকা, ভার বোঝা নয়।
তব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতাস্তক্ত্রীর হন্দি, হরি দ্যাদ্য #

#### ় কবিতাসংগ্ৰহ।

ত্নিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।

ময়ন মুদিলে সব অক্কারময়॥

# ঈশবের করুণা।

অধিল সংসার<sub>\*</sub> রচনা যাহার, সেজন কি গুণ ধরে। निश्र पं एकन, निश्र भागन, नियम नियम करत ॥ এ ভব বিষয়, সব শিবময়, শিবের সাগর ভব। গুন ওহে জীব, ভোগ কর শিৰ, অশিব কি আছে তব ॥ অনাদি কারণ, তুথের কারণ, বিধান করেন কত। নীতিমত যোগে, রহ ইথ ভোগে, মনের বাসনা যত কুরীতি কলাপ, কুসহ আলাপ, বিষম বিলাপ হর। कत्रि ष्यवधान, ट्राटेश সাवधान विधान भागन कर ॥

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

ट्डांटनब कांबन, वांहा होत्र मन, 'সকলি রোমেডে কাছে **!** ধরিয়া স্থভাব, বিরাজে স্থভাব, কিসের অভাব আছে ? যে নিধি চাহিবে. তাহাই পাইবে, ভবের ভাগুার ভরা। माना क्ल क्ल, "सूनी उन सनः ধারণ করেছে ধরা । আহার বিহার. অংশ্য প্রকার, সকলি বিধির বিধি। व्यविधि इतिया, ञ्रविधि धत्रिया। পাইৰে পর্ম নিধি । রাথ সেই ক্রম: বেরূপ নিরম. অনিরম হোলে পরে। শরীর রতন, শকালে পতন, যভন কেই না করে। হইলে অভীত, তথনি পভিত, কথিত নিগৃঢ় কথা। নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি ভাকে, ऋशी (यह यथा जंबा n অভিমত মত, কাথে হোগে রভ. অবিরত চাল দেহ।

অভাব রবে না, অশিব হবে না, কুকথা কৰে না কেহ। সাপের গরল, নাম হলাহল, ব্যাভারে অমৃত হয়। वावशंत त्मारम, नकत्नहे त्तारम, স্থাহয় বিষময়॥ কর পরিহার, ত অহিত আচার, বিহিত বিচার ধর। করিতে স্ব হিড, পুজন সহিড, সতত স্থপথে চর 🛊 (य कान नमझ, (य कान विषয়,) হয় তব ছুধ হেভু। সার কথা এই, ছুখ নয় সেই, সমূহ হুখের সেতু। **ष्टरत जगवान,** कक्रगानिधान, বিধান করেন যাহা। সেই দম্দর, অতি স্থমর, কুশলপুরিত তাহা॥ শরীর ধারণে, প্রথের কারণে, \* यमि चटि किছ कथ। ভাছে রছে হুখে, এক গুণ চুখে,

কোট গুণে পাবে সুধ 🛭

ৰদি কোন ক্ৰমে, আপনার ভ্ৰৰে, অহথ-সাগরে পশি। প্ররে মৃচ্মতি, জগতের পতি, তাহে क् नन मायी। धरे धतालल, निक कर्म करन, সকলে করিছে ভোগ। স্বকর্ম ভূলিয়া, ইশ্বরে ছ্ষিয়া, মিছা করে অভিযোগ। वाँथिशीन नत्र, প্রভাকর-কর, দেখিতে কভু না পায়। নিজ ভাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে, অথচ অয়শ গায় । রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে. ভূবন প্রকাশে যেই। সেই প্রভাকরে, দৌষারোপ করে, मत्न वफ (थम ७३ । এरে এই छर्द, ब्हानहीन मृद्द, ভ্ৰমপথে সদা ভ্ৰমে। ছৰ পায় যত, দ্বেষ করে তত, নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥ হার হার হার, একি ঘোর দার, একণা বুঝাৰ কারে।

विनि निरक्षन, अविगत्रधन, গঞ্জন করিছৈ তাঁৰে হুবের সমর, সৌহিত হৃদর, माहि करत जात्र नाम। भारत कंछ जूत, करह क्लार्त खूत, বড়া বাহাত্র হাম # (मंथ में हो हो का मानी कड़, সভত করিছে সেবা ! क्रांत्र श्रुप्त मीतन, धन श्रेत्रिमीतन, আমার সমান কেবা ॥ দারা স্থত ভাই, স্থহিতা দামাই, পরিবার দেখ যত। ক্রাতিগণ বারা, অমুগত তারা, কুলীন কুটুৰ কত॥ টাকা দিয়া পালি. কত দিই গালি. कथामां करत ना तार्श । मृत्यंत्र धमत्क, नकरन हमत्क, কেঁচো হোয়ে থাকে দাগ । बटि वीर्ण मोमा, हिन मामस्रामा, ভূষিত ভূষন ধাম। কেমন হক্তি, আমি হোয়ে কৃতী.

**(एटक्टि डॉटनेंड जाम 1**)

কত বলে বলী, কত ছলে ছলি, কত ছলে আনি চাকি। যথায় তথায়, কথায় কথায়, कछ जात मिरे का कि দেখ এ নগরে. প্রতি ঘরে ঘরে. আমারে কেবা না জানে ? আমা সম নাই, জুৱী পব ঠাই. আমারে কেবা না মানে ? সকলেই বস, ভবভরা যশ, দশ দিকে আছে গাঁথা। হুকুমে হাজির, উজির নাজির, বাদসার কাটি মাথা ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত, আর যত বিদ্র আছে। ডাাম্ডাাম্সব, মুখে নাই রব, ভয়েতে আগে না কাছে॥ "হুট" বোলে উঠি, "বুট" পায়ে ছুটি, কেমন আমার ভাব। কত আমি গুক, ওই দেখ গুক, দিতেছে গোরুর জাব 🛚 निक दल दल, निक प्रल प्रल. আপনা আপনি জানি।

কোথায় ঈশ্বর, নহে স্থথকর, তাঁরে আমি নাহি মানি॥ হুথের সময়, সুথের উদয়, আমা হোতে হয় সব। নিজে আমি বড়, সব দিগে দড়, কিসে হব পরাভব ? টলে यनि बाँछ, यनत्न ब्रह्मि. আনি এইথানে বোসে। আমার প্রতাপে, ত্রিভূবন কাঁপে, রবি শশী পড়ে থোসে॥ কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ গোঁপে যদি দিই চাডা। সহিত অমর, করি যোড়কর. এখনি হইবে খাছা॥ অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর, সকলি করিতে পারি। থেকে এই পুরে, থাই সাধপুরে, ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥ দেবতার স্থল, দিই রসাতল; ধরা জ্ঞান করি সরা। (मश्र निश कत, आमात छेनत, চারি পোয়া গুণে ভরা॥

গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই, राष्ट्रि श्रभान धनी। मकरलाई कत्र, मव मिरक क्य, সদা জয় জয় ধ্বনি॥ धरे (मथ नाम, धरे (मथ शाम, এই দেখ বালাখানা। এই দেথ পাথা, মখ্মলে ঢাকা, কারিগুরি তায় নানা॥ এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি, এই দেখ গাড়ী ঘোড়া। এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ, এই দেখ জামাজোডা॥ এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী, এই দেখ সপমোদ্রা। **बहे (मथ (ठक,** बहे (मथ (मक, মেজ দেখ ঘরজোড়া। কেমন পুক্র, কেমন কুকুর, কেমন হাতের কোডা। কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি, কেমন ফুলের তোড়া ॥ (मथना (कमन, हिकन वमन, জাহাজে এসেছে সবে।

রাজা আমি যাই, তাই সিন পাই, আর কি এমন হকে ? কেমন বিছানা, এ কথা মিছা না, এসেছে বিলাত থেকে। দোষেনি জনেকে. মোহিত অনেকে, আমার এ ঝাড় দেখে। वाँबि यहि भाष्ड, वानात व बाएड, দোষ দিতে পারে কেটা ? কবি কহে ভালো, ঝাডে নাই আলো, ঝাডের কলঙ্ক সেটা। নাহি জেনে সার, এরাপ প্রকার, কত অহস্কার করে। নাহি পায় হিত, হিতে বিপরীত. পাপানলে পুড়ে মরে॥ শুনরে পামর, বোধহীন নর, সকলি ভোজের বাজী। মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন, মন যদি হয় পাজী। মিছে ৰাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী, মিছে তোর গাড়ি ঘোড়া। (कारताना अमन, इटेर नमन, শমন মারিকে কোডা ॥

ভোর টাকা কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি, তোর গদি আল্বোলা। মাতি আছ মদে, উঠিয়াছ পদে, বাজিয়াছে বোল্বোলা ॥ कि वाजा वाजात्व, कि वाजी माजात्व, দেখিয়া ভবের সজ্জা। कि कर अधिक, शिक् धिक् धिक्, মনে কি হয়না লজ্জা ? বাজাইয়া ভুর, ' সাজাইয়া পুর, কাহারে দেখাবে শোভা ? विमान जूवन, मिथ्ह य जन, সে জন ছোয়েছে বোবা 🏾 এই তোর রূপ, হইবে বিশ্বপ, ধূলায় পজিবে দেহ। भू निशा नशन, कतिता भशन, অধাবেনা আর কেছ। তোমার যে বর, এই কলেবর, যেতে হবে তাহা ছাড়ি। আপুৰ ভূলিয়া, বাজি ঘর নিয়া, এত কেন বাড়াবাডি? এই মন প্রাণ, যে কোরেছে দান, कत (एवि जात धान।

যুদি চাহ মান, রাথ পরিমাণ, এত অভিযান কেন ? মিছে বার বার, স্পামার আমার, আমার আমার কছে। সার হোলে ভূমি, তুমি নও, ভূমি, কিছুই তোমার নহে। ভবে যত দিন, ববে তত দিন. দীন হোয়ে দিন কাটো। কুদিকে চেওনা, কুপথে যেওনা, স্থপথ দেখিয়া সাঁটো॥ কভূ হয় সূপ, কভূ হয় চূপ, জগতের এই রীতি। ৰথন বেমন, তথন তেমন, প্রভূ প্রতি রেখে। প্রীতি॥ **छाँदि यन व्यान,** यिन कद नाम, কভু না অণ্ডভ ঘটে। যাবে সব ভয়, সদা শিবময়. विवास कतिरद घटि ॥ প্রকাশিতে থেদ, দেহ হয় ভেদ, সার কথা কই কারে। ত্বথ বৃত্কণ, কেহ ততক্ষণ, মনেতে করে না জাঁরে 🖟

একি পাপ রোগ, হোলে হুথ ভোগ, অনুযোগ করে কত। বলে " হায় হায় .. ঈশর আমায়. সারিলে জনম মত না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে, উঠানের দেয় দোষ। অঙ্কে কাটি হাত, ক্রিরক্তপাত, কামারের প্রতি রোষ ॥ অবোধ যে জন, বিষম ভীষণ. তাহার চরণে গছ। অধিক খাইয়া, উদর ফাঁপিয়া, জননীরে মারে চড় । না জানে সাঁতার, না পায় পাথার. হাঁফ লেগে প্রাণে মরে 1 না করি বিচার, • সরোবর যার, তারে তিরস্কার করে 🗈 শুন ছে চেতন, হও হে চেতন, অচেতন কত রবে ? , জয় দাতারাম, পরমেশ নাম, 🕐 আর কবে ভাই কবে ? পিডা মাতা তব, দেখালেন ভব, করহ ভাঁদের সেবা।

বাপ মার পর, আছে এক পর, হিতকর আর কেবা ? আর আর কভ, পরিবার যত, বিচরে ভারতভূমি। বে জন যেমন, তাহারে তেমন, ব্যবহার কর তুমি ॥ শাধ্য যে প্রকার, পর উপকার, য্ত পার তত কর। অপুরাধী জনে, ক্ষমা করি মনে, তার অপরাধ হর 🛚 পেয়েছ শ্ৰণ, কর রে শ্রবণ, পীযুষ-পূরিত কথা। পেরেছ চরণ, কর রে চরণ, সাধুজন আছে বথা। পেরেছ নয়ন, ু কর দরশন, ভবের ব্যাপার সব। পেয়েছ রসনা, পুরাও বাসনা, কর হরি হরি রব ॥ পেয়েছ যে নাশা, স্থবাদের বাসা, করহ তাহার হিত। (शरत्रह्र (र कत, वित्रहम कत्, প্ৰম প্ৰভুৱ গীড় 🛊

পেরেছ জীবন, নহে চির-ধন,
কর্মলের দলনীর।

এখন তথন, কি হর কথন,
কিছু নাই তার স্থির॥
তাই বলি শেষ, লহ উপদেশ,
হুবীকেশ বলে বাঁরে।
হুলর আসনে, বুলাকের তুমি তাঁরে ॥

এ দিকে তোমার, দিন নাই আর,
বুথা কেন দিন হর ৪
অভয় চরণ করিয়া শ্রুবণ,
জনম সফল কর ॥

## সাম্য।

সকলেরে জ্ঞান কর, পআপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম।
পরিমাণ করি মান, মান রাথ মানে।
স্মানে সমানে সব, তবে লোক মানে ।
নিজ মান চাই স্থ্যু, কারে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব মানী?
সরলতা কর যদি, সবার সহিত।
তবেই সন্তোধ লাভ, সহজে স্থহিত।

লইতেছ পর ধন, বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি, অরণ না কর ॥
আনগে জান অহং কার, অহকার পরে।
পরে পরে পর জান, না চলিলে পরে॥

### · 'মায়া I

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত স্থচার আলো, স্থ্য শশধর র
শীভাব স্থভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল স্ত্রে, হোয়ে স্ত্রধার য়
কলধর কালাকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সন্ধীত করিছে অবিরত ॥
ছয় কালে ছয় ঝাল, হয় ছয় রপ।
য়য়ড়ভ্মে য়য় করে, ভাঁড়ের স্বরূপ য়
আধকারী এক মাত্র, অধিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লোয়ে।
বছরূপ সঙ্গ সাজি, বছরূপী হোয়ে॥
শিশুকালে একরপ, সহজে সরল
অথল অপুর্বি ভাব, অবল অচল॥

হুকোমল কলেবর, অতি হুললিত। নব নবনীত সম, লাবণা গলিত॥ ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়। নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥ আইলে যৌবন কাল, আর একরপ। যুবক হর্ষে।র সম, দীপ্ত হয় রূপ। मिन मिन त्रिक रश, भाडीतिक वन । নানারূপ চিস্তা হেতু, মান্দ চঞ্চল 🛭 ইন্দ্রির স্থ ছেতু, কত প্রকরণ। বহুবিধ অমুষ্ঠান, অর্থের কারণ। পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন। कुछाशक मंगी खाय, मिन मिन कीय॥ আছে চকু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়। আছে কৰ্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায়॥ আছে কর, কিন্তু তাপ্প না হয় বিস্তার। আছে পদ, কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার॥ প্লিত কুস্তল্জাল, গ্লিত দুখন। ললিত গাত্রের মাংস, স্থালিত বচন ॥ ছिল আগে এই দেহ, সবল সচল। এখন ধরিল গিরি, স্থভাবে অচল ॥ ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ। তিন কালে তিন রূপ, মঙ সাজিয়াছ #

কেবল কুহকে ভূলে, কোতুক দেখাও।
আপনি কোতুক কিছু, দেখিতে না পাও॥
ভাল কোরে যাত্রা কর, ব্রে অভিপ্রার।
কর তাই অধিকারী, ভূই হন যায়॥
যাত্রা কোরে ভূমি যাবে, আমি যাব চোলে।
এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গা যাত্রা হোলে॥

স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল। ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্ৰ জাল॥ ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর। ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥ হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের থেলা। এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা। ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে বব। দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব॥ ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ। দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ। কবে ভৃত ছিল ভৃত, আৰিভূতি কবে। পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হৰে॥ , ভূতের বাসায় থাকো, দেখোনাকো চেয়ে। দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে॥ ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার।

#### কৰিতাসংগ্ৰহ।

অথচ জাননা কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥
কথনো নিএই করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার স্জন ॥
এই ভূতে রহিয়াছে, রিশ্ব জড়ীভূত।
হলিঘোই ছাড়া নন, এই গাঁচু ভূত ॥
ভূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার।
সর্বাভূতে সমভাবে, আবিভাব বার ॥
ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন ॥

चानित्राह कर्गाउत त्यान हतनता ।

तन्य तन्य तन्य कीत, यठ नाथ यत्य 
किंक थक উপদেশ करी, चवधान ।

ठीटिंत्र हाटिंत्र यात्य, हुछ नावधान ॥

तन्या त्या यत्य कच्, नाहि हत्र चून ।

काद्रांना काटिंत्र मह, कनत्कत्र चून ॥

उत्याद्रांना काटिंत्र मह, विद्याना ।

तमात्र चार्यात्म (यत्य), त्मर्थानांक (यना ॥

यमात्र चार्यात्म (यत्य), तम्युंनांक (यना ॥

यमात्र चार्यात्म (यत्य), तम्युंनांक (यना ॥

### काल।

व्यश्कर पुक भकी. जीवा ना इम्र भकी, ুহুই পক্ষ হুই পক্ষ বার। জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে, লোকে বলে পদ নাই তার। বছরপী বিহলম, লগে কণে নানা ক্রম, বিনা অধ্যে ধরে অবয়ব। थाला थरे, रान थरे, तारे धुरे, धुरे तारे, धरें भरें तहें तर वर मृत्ना मृत्ना छए यात्र, मृत्ना मृत्ना काद्र थात्र, শুন্যে শুন্যে আয়ু করে শেষ। **(मथा यात्र, ७**हे यात्र. आत नाहि किरत ठात्र, हिल भीन, धरे द्राला (भर । এই ভেড়া হোমে বাড়, বুকে চড়ে নেড়ে বাড়, यान (थरत्र कतिरव हत्र। মিথুন ধ্বন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়, অনায়াসে করিবে ভক্ষণ ॥ **ट्राट्स कांत्र मन्त्र मर्क, मर्काचाटक मगत्र्य,** धरकवादा कतिरव निधन। कती व्यति नाम धति, मनदाय करत कति, উদরেতে করিছে গ্রহণ 🛭

গরে এক গুণ্যুতা, স্থভাবে প্রস্তা-স্থতা, तिःश-आंग कतिन इत्ता একজন দহ্য আসি, মারিয়া তুলার রাশি, বধিবেক কন্যার জীবন ॥ তার দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা, বিছা যাবে ধহুক্লের হাতে। ধমুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে, মকর মরিবে কুস্তাঘাতে # कुछ बन बल नीन, পরিশেষে এই মীন, **धरे** मिन इर्द शूनर्सात । শভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা, এই ভাবে হইবে সঞ্চার। প্রকৃতির কার্য্য হত, কভু নর অন্য মত, এই ভাব এইরূপ সব ॥ এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই ভূমি, রব কিম্বারবে এক রব॥ তাই বলি অদ্য নিশা, তোমারে দেখিয়া কুশা, অস্থির হয়েছে মম মন। এ সুথ কি হবে আর, এ প্রকার স্বাকার, আর কি পাইব দরশন ? ৰন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে, রবি সহ এলে পরে অহ।

ষ্ণত এব বলি তাই, এই এক ভিক্লা চাই, স্থির ভাবে রহ রহ রহ।

-Sacriticas

## শরীর অনিত্য।

জীবন জীবনবিম্ব সারী কভু নর। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কথন কি হয় ॥ পাতিয়া বিষম জাল, বুথা সুখে হর কাল, শরীর পেরেছ ভাল, ব্যাধির আলয়। অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা, যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়। जीवन जीवनवि**ष** शांत्री कजू नय । দেহ গেহ নবদার তিন স্থান শৃত্য তার, যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয়। বুৰিয়া নিগৃঢ় মৰ্ম. নীতিমত কর কৰ্মা, পরে আছে ধর্মাধর্ম পরীক্ষার ভয়। कीवन कीवनविश्व शाशी कड़ नश । আমি আমি অহকার, ফলিতার্থ আমি কার. কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়। मुमितन युगन आँथि, जकन बहेरव काँकि. ভূমি আমি এই বাকা, কেবা আর কর।

कीवन कीवनविश्व शांत्री करू नत्र I তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর, দুখা বটে মনোহর, পঞ্ভুতময়। वथन हे्हित्व कल, इ्हित्व मकल वल, স্থদল হতবল, তঃখের উদয়। कीवन कीवनविष शाशी ककू नग्र॥ নিয়ত ভোমার ঘরে. গোপনৈতে বাস করে, বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়। ত্রম-নিতাপরিহর, জ্ঞান অস্তুকরে ধর, রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয়। कीवन कीवनविश्व शांशी कड़ नग्न ॥ অনিতা ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর ফেই, এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়। ৰদবধি থাকে কায়া, • জ্ঞান-নেত্রে দেখু সায়া, তালিয়া তাহার ছায়া, ছাড ভ্রমচয়। कीवन कीवनविश्व शाशी ककु नम्र॥ আমি মুখে আমি কই ফলিতার্থ আমি কই, • आिय यनि आियं नहे, सिथा। नमुनस । দারা পুদ্র পরিবার, বল তবে কেবা কার, মোহযুক্ত এ সংসার, ফ্রিকার্মর। জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয়॥ বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,

সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।

রসনারে কর বশ, বিভ্গুণামৃত রস,

পান করি লভো যশ, হবে কাল জয়॥

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।

দরা ধর্ম উপকার, কর নিজ অলহার,

গলে পর চারুহার, বিশেষ বিনয়।

মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন,

স্পরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

এক লিয় নাহি আয়, ভিনি সংসারের সার,

আয়ারূপে সবাকার, হৃদয়ে উদয়।

জনিত্য বিষয় বিজ, নিতারূপে ভাব নিত্য,

ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় য়

# রোজসই।

জহরহ, অহরহ, কত গত হর। এই অঃ, এই রহু, লোকে এই কর॥ রাত্তি দিন যুক্ত, ভুক্ত, কাশ সম্দর। দিন রাত্তি আছি জামি, মুথে পরিচর॥

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট। স্থ হথ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট ॥ প্রপঞ্চ শরীর পেরে, যত দিন রই। এই কাল এই আমি এই মাত্র কই । নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই। কভু ভাবি, আমি আমি, কভু আমি নই ॥ বই করি স্থিতিকাল, পুলে দেঁহ বই। ভবের থাতার শুধু, করি চেরা সই 🛚 বাজিল ছুটীর ঘড়ি, হলো রোজসই। অবি কেন ওহে ভাই কর হই হই ? বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই। কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই 🛭 আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই। দেখা যাবে এই ওই,•ক্ষণকাল বই ॥ कुरल (थरक खल लह, दलि भरे भरे। **फ्**वित्न भाषात इत्न, পार्वनात्का थरे ॥

' তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। স্যংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগ। মনে মনে এই বোধ, শিকা হবে যোগ।

 ইচ্ছাধীন আহার না, চাহ কারো ঠাই।
এরপ সাধনা করি, কোন ফল নাই ॥
কলদের মুখ চেয়ে, গগণেতে থাকে।
তনা যায় সঠিক, ফটিক ফল ডাকে ॥
প্রোণাস্ত মহীর নীর, কভু নাহি লয়।
চাতক চাতকী তবে, যোগী কেন নয়?

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়, বাসনাবিহীন।
লোকের সমাজে তুমি, সাজিয়াছ দীন ॥
ত্যজিয়াছ বসন, ভূষণ চারু বেশ।
উলঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে, প্রম দেশ দেশ ॥
গরিচ্ছদ পরিহারে, প্রাক্ত হলে পর।
উদ্ধার হইত কত, থেচর ভূচর ॥
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন, যথা তথা প্রমে।
স্থব ভোগ আতিশ্যা, নাহি কোন ক্রমে ॥
বাদ্ধাহীন দিগছর, নিজ ভাবে রয়।
বনের গর্দ্ধাত তবে, যোগী কেন নয় ?

স্থেচ্ছাচারী হঙ্গে তুমি, খেচ্ছাচার ধর ।
খাদ্যাথাদ্য কিছু নাহি, বিবেচনা কর ।
স্থা হত. স্থে রভ, সমত প্রচার।
কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার ॥

বাহা ইচ্ছা হথে তাহা, করিছ ভক্ষণ।
তক্ষণ কথন নয়, যোগের লক্ষণ।
আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘ্রিয়া।
বাহা পায়, তাহা থায়, উদর প্রিয়া।
তক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারেতে, ঘুণা নাহি হয়।
শুকর শুকরী ভবে, যোগী কেন নয়?

শরীরের সম্দান, লোমকুপ টেকে।

দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভন্ম মেথে।
বড় ছটা খোর ঘটা,।গুজনার জাঁক।

মাঝে মাঝে উচ্চ রবে, ছাড়িতেছ ডাক।
ভ্রম হেতু ধোগতত্বে. হারায়েছ দিশে।
ডেকে ডেকে ছাই মেথে, যোগী হবে কিসে
ভন্মাথা কলেবর, দৃশ্যু ভরক্ষর।
ভয়ে কাঁপে থর থর দেখে যত নর।
থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভন্ম মাঝে রয়।
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয়?

শীত গ্রীয় সহ্য কর, নিজ দেহ বলে।
ছথ বোধ নাহি মাত্র, রৌদ্র আর জলে।
জল আর তৃণফল, করিয়া,আহার।
তপস্যায় চিরকাল, করিছ বিহার॥

সমভারে সহ্য কর সকল সময়।
তপস্থীর এই বদি, সত্যধর্ম হয়।
তৃণ কল থার ভধ্, কাননে বসতি।
হিংসামাত্র নাহি করে, সদা গুদ্ধমতি ॥
শীত, গ্রীষ্ণ রোজ কল, সহ্য সমৃদ্র।
বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয়।

শিৰত্পা তারা রাম. বলিতেছ হাবে।
সদা ক্ষঃ. রাধাক্ষ, রাধাক্ষ মুখে দ
দেবদেবী নাম সব, মনে পড়ে যত।
উঠিচে: সরে উচ্চারণ, কর তুমি তত ।
লোক মাঝে জানী হও, স্তর্পাঠ করি।
দেবদেবী নাম নহে, ভবসিক্-তরী ।
কৃষ্ণ রাম মুখে বুলি, মুক্ত হলে পর।
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হতো, বিহঙ্গ খেচর।
রাধাক্ষ্ণ শিবছুগা সদা মুখে কয়।
ক্ষুক্ত আর শারী তবে, যোগী কেন নয় প

মঠধারী হও তুমি, লইয়াই ভেক।

গুটী ভাই প্রভ্রেম স্থাপে অভিষেক॥

সঙ্গতের সঙ্গগুণে, পঙ্গতে বসিয়া।

অধ্য-অমৃত পাও, বসিয়া বসিয়া।

পত্তে পত্তে এক করি, প্রভুপ্রেম বাচ।
উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাচ।
স্মাহার দেখিলে পরে, সস্তোমিত গাকে।
লাঙ্গুল বিস্থার করি, মেও মেও ডাকে।
পাতের উচ্ছিষ্ট থেয়ে, মনে তুই রয়।
গৃহীর বিড়াল তরে যোগী কেন নর?

রঙ্গ দিরা অঙ্গরাগ, অঙ্গ হুশোভিত।
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত ॥
লিউবেশ হতকেশ, অপরূপ ভাব।
সম্দর শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব ॥
নাসিকার চিত্র করা, তাহে রসকলি।
গলার ত্রিকটি বাদ্ধা, গারে নামাবলী।
ছাব মেরে ভার জারি, তাহে কিবা ফল।
তিলক কুতুলি নহে, মৃত্তির সম্প্রল।
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী বদি হয়।
ময়ুর ময়ুরী তবে, যোগী কেন নর ?

পূজা, হৌম, যজ্ঞ, যাগ নানারপ ক্রিরা। গঙ্গাতীরে ধুমধাম, কোরাকুষি নিরা। কুল তুলি স্থান করি, পূজার নিবেশ। মালীর মাল্ঞ সর, করিরাছ শের। পিতলের প্রোপালের, পরম আদর।
নির্দ্ধাণ করছ শিব, কাটিয়া পাথর ॥
লইয়া পিতল থও. মাথাও চন্দন।
মনে মনে ড়োব তার, নন্দের নন্দন ॥
ঘাঁটিয়া প্রস্তর কাঁসা, যোগী যদি হয়।
কাঁসারি ভাত্তর তবে, যোগী কেন নয় ৪

স্থপ ছথ কিছু মাত্র, বোধ নাই মনে।
সমভাবে একা তুমি. বাস কর বনে ॥
দিরানিশি ধরাসনে, মুদিয়া নয়ন।
কণ্টক তুণের পুঠে, অথেতে শয়ন ॥
বোপনে নিবিত্ব ভানে, আছ মাত্র একা।
মাসুমের সঙ্গে আরু নাহি হয় দেখা॥
এরপ বিরল ভাবে, বাস করি বনে।
দির হয়ে বিভূ পায়, ত্রম মাত্র মনে ॥
নিয়ত নির্জ্জন হয়ে, বনবাসে রয়।
ভরুক শার্দ্লাতবে, য়োগী কেন নয়?

শরীরে বিশেষ চিহ্ন, করিয়া প্রকাশ। বাহিরে জানাও স্থীয়, ধর্ম্মের আভাস॥ বাধ্য করি নিজ মতে, বদ্ধ করি দল। বিস্তার করিছ ক্রমে, যত যুক্তি বল। ধর্মের স্টনা করি, নাম হলো জারি।
নানারপ গীত বাদ্য, আজ্মর তারি॥
সাধনার সাধুতাব, স্বভাবে সরল।
ভিন্ন এক চিক্ ধরি, কিছু নাই ফল ॥
টোল মেরে গোল কোরে, জানী যদি হর।
নাটী নাট, যাজাকর, যোগী কেন নার ?

## পরমার্থ।

প্রীতি যদি রাথ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের প্রতি॥
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে।
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে॥
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে ঘেরূপ।
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ॥
প্রেম-বলে জগতের. প্রিয় হয় যেই।
জগুদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই॥

প্রণয় শিথিতে হার, মনে সাধ আছে। এথনি শিথুক গিয়া, পতক্ষের কাছে॥ দেশ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
আনারারে অনলে, প্র্ডিয়া হর সারা ।
লাফ মেরে রাঁপ দিয়া, প্রাণ দের স্থে।
একরার আহা, উত্ত, করেনাকো মূথে ॥
সহজে কি প্রেয় কোনে তারে পারি বোকা।
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোমে থোকা।
জ্ঞানাগুণে রাঁপ দেরে, দুরে যাক্ ধোঁকা।
এগনি পুড়িরা মর, হোরে প্রেয়-পোকা॥

মরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হোমে।
মর ছেড়ে কিরা কাজ, থাক মর লোরে॥
পেট নিয়া, ঘারে য়ারে, মদি গুণ ছাপু।
ক্রমন সম্মানে তোর, ফল কিরে বাপু?
মর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে রাপু, ঘর ছাড়া, অফ্চিত নয়॥
বোদে থাকো এক ঠাই, নীরব হইয়।

ট্রেচাওনা কারো কাছে, পেটে হাড় দিয়া॥

কদিন বাঁচিৰে আর, কদিন বাঁচিবে !

এ ভাবে কদিন আর, জীবন যাপিবে 
কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল ?
কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল !

कॅमिन है सिन्द्रशंग, तत्वं आत वर्ण ? কদিন করিকে ভোগ, বিষয়ের রস ? জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কথন কি হয় ॥ শত वर्ष পরমায়, লিপি বিধাতার। রজনী হরণ করে. অর্ক্তাগ তার॥ বাল্য, রোগ, জরা, ছঃখ, বিষম জঞ্জাল। বিফলৈ বিনাশ হয়. তার অদ্ধিকাল ॥ তথাপিও অবশিষ্ট, অল্লকাল যাহা। কলহ, দম্পতি-স্থাধে, নষ্ট হয় তাহা ॥ ত্থাপি কিঞ্ছিকাল, বাকি যাহা রয়। দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা কয়॥ অহরহ পাপপথে, চালে দেহ রথ। ভ্ৰমেও ভাবে না জীব, প্ৰমাৰ্থ-পথ। গতকাল পুন কিছু আসিবে না আর। আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার ? বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়। করিতে উচিত যাহা, কর এ সময়॥

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায় ? জীবন করিছ শেষ, থেলায় থেলায় & আর ক্ত ঘ্রিবে হে, মেলায় মেলায় ?

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায়॥ ভূতে করে হাড় শুঁড়া, দেলায় দেলায়। জাননা কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়?

মৃক্তি মৃক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথার বসারে হাট, কেনা বেচা করে॥
কেহ বেচে, ক্রেই কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাহি কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে, চকু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মৃক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী আয়া এক, সভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে, মৃক্তি কার হয়?

#### -\*-

## সংগীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কি হবে, কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে।

কত দিনে পাব আমি প্রবোধ কুমার হে?
ভূতময় যত হয়,

কিছু তার সার নয়,

স্দাসন্দ শিব্ময়, তুমি মাত্র সার হে। क्ह नारे छर नम, প्रांगिधिक श्रिष्ठम, মানসমন্দিরে মম, করহ বিহার হে। সবে ভাবে অপর্লপ, বিরূপ কিরূপ ব্রূপ, স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে॥ মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে, নিরস্তর ঢেকে রেখে, ময়নের বার হে नकरण তোমায় कथ, निताकात नितामय, আমি দেখি মনোময়, ভোমার আকার হে 🛭 কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি যতরূপ, তাবতেই তবরূপ, রোয়েছে প্রচার হে॥ দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ, হায় একি অপরূপ, রুখা জন্ম তার হে। অচল সচলচয়, রূপ শোভা যত হয়, সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে 🛚 তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়, धरक धरक ममूनव, इब्रे अन्नकांत्र हि 🛙 (क्यन मरनंत्र जून, जीव मद वृद्ध जून, ভব-মূল, তব মূল, বোধ আছে কার হে ? না চিনিয়া আপনায়, ভোমায় চিনিতে চার, সাঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে 🤋 मिल्ह कांन रतिनाम, मिरह छात्र रतिनामे,

किছूरे ना कतिनाम, निक छे नात दि ॥ ভম্ব করি পর-ক্রোধ, অফুরোধ উপরোধ, জনমের পরিশোধ<sub>ণ</sub> হইল এবার হে ॥ আমি দিজ, আমি মৃচি, আমি পাপী, আমি শুচি, এ অকুচি, এই কুচি, দেশ-ব্যবহার হে !! মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত, এখনো রাখির্ব কত, পাপ দেশাচার হে । কেবা বিপ্ৰা, কেবা মৃচি, কে অশুচি, কেবা শুচি, দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে।। ৰুখা করি পরিশ্রম, তোমার কুপার ক্রম, বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে 1 অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর, কেবল করিছে সোর, চোর অহস্কার হে।। যতদিন শত্ৰু সঙ্কে প্রবল হইয়া রবে. ততদিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে॥ वश्रांत्म तिश्राल, श्रेकांन कति हा बन, ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তার হে। थाकिटा मतल रमाना, ना इरेन मात्र रावा, ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে।। आमात्र (मित्रा हीन, धर्मन स्मिन, मिन, তবে জানি ভক্তাধীন, করণা অপার হে 🛭 গত যত হয় ভাৰী, ততই ভাবেতে ভাকি

সেরাপ ভাবের ভাবী, কবে হব আর হো।

ওপ্ত কণা নাহি কোমে, হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,
আমি কেন গুপ্ত হোমে ভুগি কারাপার হে।

দিয়েছ ঈশ্বর নারা, নাম করিয়াছি সার হে।

কি করিব নাম নিরা, ত্বিলেনা প্রাম দিয়ালামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে।

বিবেচনা স্থালয়, ক্রিয়া সব গুভমর,
সকলেই বেন করা, ইশ্বর ভোমার হে।

## প্রণাম তোমায়।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে স্থক্দর অতি, জগতের শোভা।
আকাশের অককাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব স্বষ্ট, স্থবদ স্থভাব।
তরণ তপন হরে, তরল তামদ।
শোহিত লাবণা হেরি, মোহিত মানদ।
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
থরতর কর কর হন, দিবাকর।
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস্, পশ্চিমেতে গতি।

দিন যত গত, তত, দীন দিনপতি ।
পরিশেষ পুনর্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি স্টান করি. এখনি সংহার।
তোমার অনস্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমার, প্রভু, প্রণাম আমার॥

প্রাক্তিক কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে।
কুম্নের বাস ছেড়ে, কুম্নের বাস।
বায় ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস।
বায় ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস।
বায়ভরে টলটল, চলচল রূপ।
আসাভরা হাস্য তার্, দৃশ্য অপরপ।
মাজে মাজে বত বিল্প, নিজ নিজ দলে।
রস বায় যশ গায়, বোসে পুস্দলে।
শরীর পতন করে, ধয়্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরক দিয়া।
কণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার।
এখনি স্কুলন করি, এখনি সংহার।
তোমার অন্ত্র লীলা, বুবে সাধ্য কার?

এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। প্রণাম তোমার, প্রভু, প্রণাম আমার॥

নয়নৈতে হেরি এই, বিরূপ আভাস। খেতময় সমুদ্য, অমল আকাশ ॥ পুন দেখি নৱ নব, অসম্ভব সব। শ্বেত, পীত, নীল, বক্তে, ক্ষুষ্ণবর্ণ নভ ॥ আর বার দেখি তার, নাহি সেইরূপ। সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ ॥ নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি। তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাসি ॥ সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব। স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব॥ ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার। প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার 🎚 এখনি স্জন করি, এখনি সংহার। তোমার অনস্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার হ এই দেখি এই আছে. এই নাই আর। প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার 🏾

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব। এই রূপ, এই রুস, এই আছে রব ॥ এই হন্ত, এই পদ, এই আছে দক'।
এই এই, আর নেই, পরে এই শবা।
এই লাতা, এই পূল, এই পরিবার।
এই হাদ্য, এই স্থা, এই হাহাকার॥
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকনা।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বৃদ্ধি মন॥
এই মেধা, এই বৃদ্ধি মন॥
এই মেধা, এই বৃদ্ধি মন॥
এই স্মা, এই আনি, এই অভুমান।
কলপরে আমি কোথা, কেবা আর কার?
প্রধাম তোমার প্রভু, প্রধাম আমার॥
এখনি ক্লন করি, এখনি সংহার।
ভোমার অনম্ভ লীলা বুঝে সাধ্যকার ।
প্রধাম তোমার প্রভু, প্রধাম আমার॥
প্রধাম তোমার প্রভু, প্রধাম আমার॥

~>>>>>>

## তত্ত্ব।

কলেবর কুটারেতে ইন্দ্রিয় তক্টর। • ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরস্তর॥ পরমার্থ পুরুষার্থ, করিছে হরণ। একবার কেহ নাহি, করে দরশন॥

কেমন অজ্ঞান হোরে, আছে সর জীব।
কথনো করে না মনে, আপনার শির ।
নিজ ঘরে চুরি তার, শাসন না হয়।
হুরিতে পরের ধন, ব্যাকুল স্থায় ।

নিজ জ্ঞান আছে যার, মাহ্ম সে হয়।
জ্ঞানহীন যত জীব, পণ্ডু সমুদর ॥
প্রাতে করে মল মূল, সর্বে পরিহার।
দিবা বিপ্রহরে করে, স্বাই আহার ॥
নিশিতে \* \* শ পরে নিজাযোগ।
পশুতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ॥
নর যদি রিপুজরী, জ্ঞানেতে না হবে।
পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি ত্বে?

আপনার দেহ আরু, আপনার দারা।
আনায়াসে রক্ষা করে, পশু পক্ষী রারা॥
সে রড় বিষম নহে, কঠিন তো নয়।
অভাবের ধর্ম্মে তাহা, সহজেই হয় ॥
ক্রিমাপাশে বদ্ধ সব, যে দিকেতে চাই।
পরতর্পরায়ণ, দেখিতে না পাই ॥
জ্ঞানীতে মাহুম বোধে নমস্কার করি।
মাথায় মুকুতা-হার, সেই করী করী॥

ভাকছে, মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত।
নানারপ বেল ধরে, দান্তিকের মত ॥
কভু হুর্গা, কভু ধিব, কভু রলে হরি।
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি॥
রাক্সিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, ছলেতে জানার।
কাগী, বগী, ভত্ম করে, কথার কথার॥
আপনারে বভু বোলে, মরে অভিমানে।
অথচ সে আপনারে, কভু নাহি জানে॥

সদাই আদক্ত মন, সংসারের ক্থে।
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় ছয়ে॥
সংসারের যত ধর্মা, সকলি সে ধরে।
কিছু নাহি বাকি রাখে, সকলি সে করে।
অথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয়।
আমি হই ব্রহ্মন্তানী, এইরূপ কয়॥
জন মাঝে কেহ'নাই, অক্সান তেমন।
কর্মা আর ব্রহ্ম তার, উভয় পতন।

শ্রুতিহোনে খুতিহীন, বাক্য নাহি ধরে।
দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে?
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কুপে।
উঠিবার শক্তি স্থার, নাহি কোনরূপে॥,

প্রেতা অধীর অন্ধ, তাহাতে ব্যির।
কি করিলে কি হইবে, নাছি পায় ছিন্ন।
করিয়া পরস্পতে, কন্টক প্রেনান।
শক্ নিয়া করে গুরু, অর্থের সন্ধান।

নদ্ধ করি ৰাক্যবৃহ কার্য অসক্ষারে।
প্রাণাদি শাল্প শান্ধ, রাথে-গারে থারে।
প্রশার মন্ত সবে, বিচার-সমরে।
কিলে জয়লাভ হয়, এই আশা করে॥
বচনের প্র ভুলে, ব্যাকুল চিন্তায়।
কিছুমাল নাহি লয়, ভিতরের দার।
শাল্পের সন্তাব ভেঙে, একে করে আরে।

বোঝা বোঝা পুঁথি পিছে, মর্ম্ম নাহি লয় ।
নিছে পোড়ে কি ইইবে, নাহি ফলোলয়।।
নুথা পরিপ্রম করে, হরে আর্থন।
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ ॥
বৃদ্ধিনানে শাস্ত্র পাড়ে, তত্ব লয় তার।
অবোধে কি পাবে তত্ব, তত্ব কোথা তার ?
শক্ষবোধে তবু হয় বিদ্যার প্রকাশ।
সংসারের মোহ তার, নাহি হয় মাশ।

কোন নর কোটি বর্ব, বেঁচে যদি রর ।
তথাপিও শার পোড়ে, শেব নাছি হয় ॥
কত গুল সম্ভাবনা, হয় একাধারে।
লাক্রমণ সিদ্ধারে, কে বাইতে গারে ।
কর কর যত পার, শারের আলাপ।
কিন্তু তায় মন যেন, না দেখে প্রলাপ ॥
দেখিবে প্রহাক্ষ বাহা, মেনে লবে তাই।
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই ॥

আর্হর বিছকর, ঝান্ত সম্দর।
সম্দর শান্ত পোড়ে, জ্ঞান কার হয়?
শান্ত পাঠে নাহি হয়, মালিনা মোচন।
কথনই শান্ত নয়, মোক্সের কারণ॥
বিদ্যা কিছু অন্তরের আঁগার না হরে।
মুক্তি আর জ্ঞানপ্থে, বিভ্রমনা করে॥
শান্ত পোড়ে বিদ্যা শিথে, ঘোচে না বন্ধন।
মুক্তির কারণ শুধু, একমাত্র মন॥

বেছে বেছে সার লও, শাস্ত্রালাপ করি। হংস যথা ক্ষীর থার, নীর পরিহরি॥ অমৃত ভোজন করি, ভৃস্তি লাভ যার। আহারের প্রোজন, কিছু নাহি ভার্ঃ मैंहरक्र के मूनज, नृष्टि दब्दे कर्रज हैं इंक रहारन रन कथन "हममा" ना शरत हैं रहेरि ना रहारहाई बाज, हरने रबंदे रहरके हैं रमें कि कर्ड़ बंदि शर्ज, बक्कीवृज्जी रमस्य हैं

প্রেম আর ভব্তি হয়, সর্বমূলীধার।
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মেনে সার ট্র
ভক্তিভরে প্রভূ পদে, যে সঁপেছে মন।
সে কি আর করে কর্ভু, শাস্ত্র আলাপন।
বিচার, বিতর্ক ভার, মনে নাহি লয়।
কোনমতে বাহ্ন ভার, গ্রাহ্ম আর নয়॥
শাস্ত্র ছেড়ে জানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
পল ফেলে ধান্য লয়, রুষক ধেমন।

# थन 😵 निष्ठ्रका

মহং যে হয় তার, সাধুব্যবহার। উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার"॥ (नथर क्ठांत करत, ठनान (इमन। চন্দন সুবাস ভারে, করে বিভরণ 🛭 কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ। কোকিল করেনি কারে, ধন বিভরণ 🛭 कारकत कर्छात्र त्रव, विष नार्श कारण। কোকিল অখিলপ্রিয়, স্থমধুর গানে 🛭 গুণমর হইলেই**, মান সব ঠাই।** গুণহানে সমাদর, কোন খানে নাই ॥ শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাথে। বত্ব কোরে কে কোণায়, কাক পুষে থাকে? अक्ष्म त्रजन (भारत, कि इरेरव कन ? উপদেশে कथन कि, माधु रश थन ? ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে ! ভুজঙ্গ অমৃত থেয়ে, গরল উগরে॥ লবণ-জলধি-জল, করিয়া ভক্ষণ। জনধর করিতেছে, সুধা বরিষণ 🖡 স্ক্রনে সুষ্শ গায়, কুষ্শ ঢাকিয়া। কুলনে কুরব করে স্থরব নাশিয়া।।

#### মিশনরি।

বথার্থ বে মৃলধর্ম, স্বতম্ভ তাহার মর্ম, কৰ্ম হেডু নাহি ধার জানা। নানা জাতি মানা মত, উজ্লারের নানা পথ, জাতিভেদ ধর্মতেদ নানা। পরমেশ কুপাষয়, এক ভিন্ন চুই নয়, স্বার উপাস্ত হন বিনি। শেত, পীত, ক্লফবর্ণ, নরনারী ষত বর্ণ, সকলের ভাণকর্ছা তিনি । **धरे (य अथिन विश्वं, शूनक्राश रहा मृ**णा, স্থাকাশ্ত শো্ডা অপরপ। প্রকাশিয়া অমুরাগ, বছ খণ্ডে করি ভাগ, স্জিল মহুষ্য বছরপ॥ যত দেখ ছিল ভিল, ভিল ভিল ধর্ম-চিক্ত, তাঁর সেই ইচ্ছা সমুদর। ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা, কিন্তু তাহে নিজে ভিন্ন নয়॥ ৰিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি সুল, খন ভাই মিশনরি মন।

শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা হর্ষে, বেষাছেকে নাছি প্রকোজন # আপনার মত যাহা, স্বলাতি স্মীপে তাহা, বাক্ত কর ঈশুগুণ গেয়ে। বার বার এ প্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর, হিছদের পরকাল খেয়ে ? জুসজাতি স্থনিপূর্ণ, তারা জানে ঈশু-গুণ, কোরাণে যবন নাশে থেদ। তোমাদের বাইবেলে, তোমাদেরি স্থুণ মেলে, আমাদের শিরোধার্য্য বেদ । শান্তবল বাছবল, উপদেশ যত বল, युक्तिवन मर्स्सा अर्थ वरहे। সকল জীবের ভাবন এক ভাবে আবির্জাব, সেই নিত্য নিুমন্তা নিকটে 🛚

## বিষয়ে সুখ নাই।

জ্মিলে মামুষ একা, সঙ্গী নাই কেই। কেবল আপন প্রতি, আপনার স্নেহ। একের ভাবনা মাত্র, একরপ বলে। মানুষের স্বভাবেতে, চুই পদে চলে॥ বেষ-রাগশৃত্ত মন, কুল কভু নয়। আপনার সম দেখে, জীব সমুদয় 🛭 স্থাপৈতে ভাঁমণ করে, সম্বোষের বনে। সহজে সহজ ভাব, লাভ হয় মনে॥ বিবাহ হইলে শেষ, ভাগে ক্লেশনীরে। দিতীয় দেহের ভার, পড়ে এসে শিরে 🛭 মনে হয় সার বোধ, অসার সংসার। হিতাহিত বিবেচনা, নাহি থাকে আর॥ রমণী-রঞ্জন হেতু, কামনার ফাঁদ। সংসার-সাগরে বাঁধে, বিষয়ের বাঁধ ॥ পূর্ণশনী সম শোভা, যুবতীর মুখে । ঘোর কুধা হুধা ভ্রমে. বিষ খায় হুথে ॥ " স্ত্ৰীবৃদ্ধিঃ প্ৰলয়করী " শাস্ত্ৰে এই বলে। চতুষ্পদ পশু প্রায়, চারি পায় চলে ॥ অর্থের কার্ণ হয়, উপার্জনে মন। নানা ছল প্রভারণা, করে অবেৰণ 1

(वांधरीन मना कीन, ना बूद्य विर्मंध । मंक्रि इः रथेत्र मना, श्री छ रत्र रनेय ॥ জিমিলে সস্তান হয়, অনা প্রকরণ। তৃতীয় দেহের চিস্তা, উদয় তথন ॥ লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল। অকুল চিস্তা-অর্ণবে, নাহি পায় কুল ॥ **ठ**्रुष्णिन नीहि थार्क, इत्र भन दत्र। পশু ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেব রয় ॥ ভ্ৰম্মৰ মারাকতে, যু**ক্ত** একেকালে। উর্বনভিত্ত বন্ধ যথা, আপনার জালে ॥ এইরূপে ক্রমে যত, বাড়ে পরিবার। মন্তকে ততই পড়ে, সংসারের ভার ॥ তথন অনেক ধনে, প্রয়োজন হয়। কোনরূপে নাহি•রহে, কোনরূপ ভয় ॥ সমৃদ্র লঙ্ঘন করি<sub>র</sub> অভয় অস্তরে। थमारम चॅमण करत, रमन रमनाखर्त ॥ वहकाह यमि किছू, छेशार्खन इय । নানারূপ বিড়খনা, ভো**খের স্থা**য় রোগের প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস। नजुरा भमन करत, जीवन विनाम ॥

<sup>•</sup> উর্ণনাভি-মাক্ডুসা।

र्यमाश्रि बीक्डि जारे, शांक संहे बन । ইথের আস্থাদ নাহি, পার তার বন ॥ পরিবার মধ্যে নতে, সকল সমান। প্রস্পর মনে মনে, মহা অভিমান 🗈 যথন যাসার মনে, তুষ্টি নাহি হয়। তথনি অমনি তার, মলিনজনয় 🕆 **এই कर्ल क**त्र कर, विश्वतंत्र विश्व विषयी शुक्रम जत्त, स्रंभी दृत्व किरम ? मन्त्रिक वक्षरण वह, विश्वम मध्येत । অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অগ্নিভর আর 🗈 চোর-ভয়ে: রাজ-ভয়ে, ভীত প্রভিক্ষণ। কিরপে মানব পার, স্থাধের আসন প বিষয় বিবাদ কত, ক্রোধের নিধান ! (वय, हिश्मा मभूमक, इक् वनवान ॥ कां जियान वर्षनान, ताबात महत्व । कमां ना (मर्थ यथ, मग्नात मर्भर । क्रितकान इव जामि, अरे खम धरत । भवन निकृष्ठ कार्जि, अवन ना करत ॥ সংসারী জীবের এক, স্বতন্ত্র বিধান। আনৰ অন্তরে তার, নাহি পার স্থান 🗈 পরিজন কেহ হোলে, কুকার্ফ্যেরের বর ৮ তথমি লজ্জার তার, হয় সুথ নত 🛊

e b

হঁইনে পুত্রের পীড়া, কডই বর্ঞান। প্রতিদিন প্রার্তে উঠে, পাঁচনের জাল 🖁 ঔষধ পথোর উরে, চিস্তায় মোহিত। কণে কণে পরামর্শ, বৈদ্যের সহিত । মরিলে সন্তান হয়, পাগলের প্রায়। भारक मच वन वृद्धि, त्नाने त्नरत्र यात्र'। मोत्रामल महर्दशास, मत्न भीक चान । কার পুত্র, কেবা আমি, কিছু নাহি জানে 🛭 তাজিয়া আহার নির্জা, ছঃথে হরে কার্ল। মেহিকুপে মা ছোরে, যার পরকাল ॥ হে বিভো করুণামর। দূর কর থেদ। মহামারাজালপাশ, সব কর ছেদ # ৰিবেক, বৈরাগ্য ছই, এ ঘোর সন্কর্টে। নিয়ত নিযুক্ত থাক, মনের নিকটে ॥ দয়া! ধর্ম্ম, সভ্য আদি, সেনাগণ যত। করুক্ বিপক্ষদেশে, সং**গ্রা**মেতে হত ॥ মিখ্যা, রাগ, প্রতারণা, শক্রকুল যারা। শরতর জ্ঞান-অন্তৈ, সব হবে সারা 🛚 জগতে কেবল হয়, সন্ত্যের প্রচার। মিখ্যার বাতাস যেন, নাহি বহে আর # ভবের ভৌতিক খেলা, মিছে সমুদয়। একমাত্র সভ্য ভূমি, কোধ মেন হয় 🗗

কুৰি সজ্য নিজ্যকাপ, এই জানি সার । আত্মাকপে বিবাজিত, জ্বনহে আমার । বেমন তেমন তুমি, বিকল বিচার। সনোমরকাপে লহ, প্রণাম আমার ॥

# निश्व नेश्त ।

কাতর কিন্ধর আমি, তোমার সন্তান। আমার জনক ভূমি, স্বার প্রধান 🛭 রার বার ডাকিছেছি, কোণা ভগবান। একবার, তাহে ভূমি, নাহি দাও কাণ্ 🛔 वर्षि निर्क नर्स लाहक, कुछ कथा क्य । প্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়। হায় হায় কর কায়, ঘটিল কি জালা। জগতের পিতা হোয়ে, ভূমি হোলে কালা ! মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া। অধীর হোলেম ভেবে, বধির জানিয়া 🛊 সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে বৃদ্ধ ষ্টো। কাণ বুজে কান কর, ভাল নয় সেটা ॥ কার কাছে হঃধ আর, করিব প্রকাশ। (क **आंत्र छनि**रव मद, मरनद **आंक्राम**? রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ।

কৈবল ক্ৰতির লৈবে, হইল প্রমাদ । ক্রতির ইইলে দোব, স্বতি কোথা রয়? দর্শদে কি হবে আর, কিছু ভাল নয়।

সাবার কি কথা গুনি, প্রকৃতির কাছে। তোমার নয়নে নাকি, দোম ধরিয়াছে ? লোচনের ছার আর, না হয় মোচন। অন্ধ হোরে পোড়ে আছ, করিয়া শরন ॥ চারিদিকে আপনার, পরিবার যারা। ষ্মনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা ॥ তুমি যদি অন্ধ হোরে, চক্ষু বুজে রবে। व्यामात्मत मभाग्र कि, इरव तन छर्त ? मृष्टिशैन यनि इस, शिठांत नसन । স্থতের সম্ভাপ তবে, কে করে হরণ।। ত্রিলোকের নেত্র বিনি, নেত্র নাই তার। কে আছে কাহার কাছে দাড়াইর আর ? উঠ উঠ, মিছে কেন, রলি বারে বারে। জেগে যে খুমার তারে, কে জাগাতে পারে ? অমুভৰে বুঝিলাম, কাগা তুমি বটে। নতুবা কি আমাদের, হঃথ এত ঘটে? দৰ্শনেতে এত যদি না হইত দোষ। মিরত থাকিত পূর্ণ, সংখ্যাবের কোব।।

আবার কি সর্বানাশ হোয়েছ অটণ।
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অটণ॥
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ।
এমন পদের পতি, হারালেন পদ!

চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর ?
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আুমার ॥
আপনিই যদি তুমি, পোড়েছ বিপদে।
ভবে আর সম্ভানেরে, কে রাখিবে পদে?
পদে পদে তর পদে, মন যদি রয়।
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয়?

रागिपानरक भन तांची, राजार कि भन।

का रहेरन किरम जामि, भार दन भन है

भिका रहारत यिन माहि. भरान रम्ह भन।

करव जात नाहि रम्भि, केकारतत भन॥

राजार य भन काहा, जासातिका भन।

करव रकन नाहि रम्भ, भरान रम भन है

भन-मान करत यिन, ना खनिरन भन।

करव रकन दारक सति, मिरह छाड़ि भन॥

किन्ह भिका रय ममरम, यहिरव विभन।

रम मसरम भाहे रमन, विभरमत भन।

শুনিলাম আর এক, কথা ভরম্বর। बिख्य प्रिम खर-कर, किन्छ नाई कर् ॥ এই বিশ্ব, यात करत, विश्व, करत (यह I বিশ্বকর বিভূ হোয়ে, করহীন সেই 🛭 य अनिष्क, त्म शिमिष्क, काद्र बाद कर। কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব ? बन छनि नविर्मय, अरह छवाकत । অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর ॥ দিবাকর নিশাকর, ছই করকর। নিয়ত নিয়মে দেয়, কাৰ কৰে কর ? বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে। স্বভাবেই কর্মীন, কর নাই বটে !! যথন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর। তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষর 🏻 বুঝিতে না পাক্লিপিতা, তোমার এ লীলে। निकत हरेश (कन, निकत ना नित्न ? পাটা নিয়া, যে ভূমি, দিয়াছ ভূমি নাথ। পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত 1 তাহাতে অবার মাটি, কাঁটা বনময়। কেমনে সুশস্য হবে, উর্ব্বরাতো নয়॥ কেবল ৰাজিছে বন, চাষ হবে কিসে। অভুরিত হোলে তঙ্গ, কাটে কাম- কীশে।

স্থবিচার নাহি কর, হোয়ে তুমি রাজা। কিরপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকো হাজা ! বিপদ আমার পকে, রকে কিসে হয়। প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয়॥ কোনৰূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাকি। জমা জমি কছা কমি, নাহি রাথে বাকি ॥ করি বা কি, তার বাকি, রাখি কোন ভাবে। आँथित निमित्य (धाटन, त्वंत्य नित्य यात्व म পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ তার। না হলে। স্থাবের যোগ, কর্মভোগ সার। তার হাতে বন্ধ আছি, হাত নাই যার। দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার ॥ পোড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর। মনে ঠিক জানিয়াছি, হৃমি নও পর। দ্যাকর দ্যা কর, পাতিরাছি কর। কর পাত একবার, আমি দিই কর 1 না কর উপুড়হন্ত, গুটাইয়া রাকো। পেতে কর, পেতে কর. কিছু কাল থাকো॥ আমার দিরাছ কর কর তার লও। করে লিখি তব গুণ. অমুকূল হও। প্রেম তৃলি, তুলি তাহে, ভব্তি রঙ্গ দিয়া। হাদিপটে তব রূপ রাখিব লিখিয়া ।

মনোমর ক্লপ ধরি, দরশন দেহ।
তৃলি ধরি চিত্র ক্রি, পূর্ণ করি দেহ ॥
মনে, হাতে, যাতে পারি, ভোমার বিভাস।
অস্তর বাহিরে আমি, করিক প্রকাশ ॥

ভনিলাম অপরণ, নাক নাই তক । স্থবাদ কুর্থীস নাহি, হর অফুভব । গদ্ধবহে, গদ্ধ বহে, কাছে অহরহ। তুমি তার গদ্ধভার, কিছু নাহি লহ।।

তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ ।
নিরস্কর করাঘাত, করিছে অবস ॥
অবশের দও থাও, অবস হইরা।
বায়ুর যাতনা সদা, রোগেছ সহিয়া॥
করী ধরি, বক্স বারি, করিছে প্রহার ।
শিশির নিয়ত মাবে, নিশির নীহার॥
সহজে কোমলকায়, সয় সম্দর।
এ সকল যাতনায়. যাতনা না হয়॥
পরম মক্সলয়য়, তুমি নিজে শিব।
শিবের অশিব শুনে, কাঁদে যত জীব॥
থেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হোলে কাঁদি।
দেখিয়া তোমার নাট্্হাসি আর কাঁদি।

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

অভিধান, অভিধান, রাধিয়াছে মুধ 1. কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ। मुब दहारत्र मुब नाहे, विमूब दहारत्रह । मुक स्टारम अस्कवादन, मौत्रव स्नारम् 🛭 অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা। নাহি বুলি মাথামুগু, কি বোলেছে তারা 1 माञ्ज नव मूथ (बाल, जार्टक (केन्स् छात्। মুওপাত হইতেছে, মুও নাই গুনে॥ কহিতে না পার কণা. कि রাবিব নাম। তুমি হে, আমার বাবা, " হাবা আয়ারাম "॥ তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন। (क्यान इहार जात, काला क्यान है আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়। ইসেরায় বাড় নেড়ে, সাম দিও তায়॥ তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ। এই ভিকে দীন হুতে, হওনা বিমুখ॥ চরমে পরম পদ, यদি বাই ভূলে। সে সময়ে একবার, চেও মুথ তুলে॥ তুমি হৈ ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত তিসংসার। আমি হে ঈশার গুপু, কুমার তোমার॥ শুপ্ত হোয়ে, শুপ্ত হতে, ছব কেন কর ? 🗕 শুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাৰ হর 🛊

পিতৃ নামে নাম পেরে, উপাধি ধোরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বোদেছি।
তৃমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন, গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয় দি
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে।
গুপ্ত স্থতে, গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহছ লবে।
আছি ক্ষুপ্ত, পরিশেষ গুপ্ত হব ভবে।
বল দেখি সে সমরে, গুপ্ত কোথা রবে দি
গুপ্ত হোয়ে যথন, মুদিব, আমি আঁথি।
তথন এ গুপ্ত স্থতে, কিসে। দিবে ফাকি ই

-------

### শ্ৰীমন্তাগৰত।

প্রথম স্বন্ধ।

প্রথমাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ ।

"প্রকাশিত পরিদ্রা, বিশ্ব চরাচর।"
সমতাবে সদা কাল, সর্ব্বহুগোচের॥
এই জগতের, "স্টি", "হিতি", আর "ক্ষ্ম"
নির্দাণত নিয়মিত, বাংগ হোতে হয়॥.

. স্বজিত পদার্থ সবে, ''তিনি'' বর্ত্তমান। সং-রূপে হয় তাই, সন্তার প্রকীণ র বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস। ''অসৎ জগৎ'' কভু, হোতো না প্ৰকাশ 🏽 "অবস্ততে" নাহি হয়, কম্বর বিস্তার। কেমনে করিব তার, সন্তার স্বীকার ? ''বন্ধ্যার সন্তান'' আর, ''আকাশের ফুল''। কেবল অলীক সাত্র, নাই তার মূল।। জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি I ' দিছাজান'' খতঃ "দত্য'' "দৰ্কচাত" তিনি ⊪ তিনিই ''সর্বস্বধন'', সর্বমূলাধার। "নিরাধার" ''নিরগুন" ''নিত্য'' 'নি**র্বি**কার" ॥ বিমোহিত যে "বেদে", বিবিধ বুধগণ। य "(वरमत्र" महिमा ना, इस निक्रशन ₺ "আদি কবি" 'ধবিধাতার" হৃদয় আকাশে। যাঁহার করণাকলে, দে ''বেদ'' প্রকার্মে "তেজ" 'জল' ''কাচ্চ'' এই তিনে পরস্পরে। ''অসতো'' সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে॥ ''বিকার বিশিষ্ট বোধে'' "জলভ্রম" হয়। ৰাস্তবিক "অস্ত্য" সে, "স্ত্য" নয় নয় 🖟 ''ব্রিগুণের'' সৃষ্টি হেউ, সেরূপ প্রকার ॥ "সভারতে" বোধ হয়, অথিব সংসার 🛊

ফলত ''অলীক" এই, মিথাা সম্দর।
একমাত্র "তিনি' বিনা, ''দতা'' কিছু নর ॥
"বিনি" হন, আপনার প্রভাবে প্রচার।
"বাঁতে" নাই, কোনোরপ, উপাধি সঞ্চার॥
সেই "দতা'' "স্বরূপ'' বিকার নাই "বাঁর'।
"পরম পুরুষ?' তিনি, ধাান করি "ভাঁর'॥ •

(C) \*

(প্রথম গণ্ড গমাপ্ত ।)

\* কৰি ভাগবতের প্রথম বোকের টীকার মর্মাত্ত্বাদ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটী এই:—

জনাদাত বতোহ্বয়াদিতর চার্থেবভিজ্ঞ: পর ই তেনে ক্রেকানা ব আদিকবরে মুহাঙ্কি বং স্বয়: । তেলোব রিমুদাং বধা বিনিমরো বতা ক্রিবার্গমুধা ধারা বেন সদা নিরস্তক্হকং সভাং পরং ধীনহি । শতি বাহুলাভয়ে টীকা দেওয়া গেল না।

### দিতীয় খণ্ড।

### সাম।জিক ও বাসীতাক।

# रेश्क्राकी नववर्ष।

চাদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার।
বিনিময়ে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার ॥ \*
এই অবনীর করি, কঁত হিতাহিত।
একায় একাদে ছিল, স্বার সহিত ॥
নিরম বায়য় দেব, ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীয় শকে আদি. করিল আশ্রম ।
খ্রীষ্টনতে নব্বর্য, অভি মনোহর।
প্রেমানশে পরিপূর্ব, যত খেত নর ॥

<sup>\*</sup> চাঁদ ১ বাণ ৫, পক্ষ ২। ১৮৫১ সাক্ষের পর ১৮৫২ দালের নববর্ষ।

ठांक পরিচ্ছদযুক্ত, রমা কলেবর। নানা দ্রব্যে হুশোভিত, মট্টালিকা ঘর॥ মানমদে বিবি সব, হইলেন্ ফ্রেস। ফেদরের ফোলোরিস্. ফুটকাটা ডেুস্॥ শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তার মাথা। বিচিত্র বিন্যুদ বস্ত্রে, গলদেশ ঢাকা 🛭 চিকন চিকণি চাক, চিকুরের জালে। ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে॥ বিদ্বালাকী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে। আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে॥ স্প্রকাশ্র কিবা আস্ত্র, মৃত্র|শুভরা। অধরে অমৃত স্থা, প্রেমক্ষ্ণাহরা। গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক। অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক। মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি। রিবিণ উভিছে কত, ফর ফর করি 🛊 চল চল টল টল, বাঁকা ভাব ধোরে। विविज्ञान हरल यान. लरवज्ञान दकारत । ধন্য ধন্ত কুদ্ৰ জীব, ধন্ত তুই মাচি। তোর মত গুটি ছুই, পাথা পেলে বাঁচি। স্থাপে ভাসি শুক্রকান্তি, দম্পতী হেরিয়া। ভন ভন ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়া॥

ষ্টিড়ে গিয়া ফুঁড়ে ৰসি, বগির উপরে। मत्त्र मत्त्र हूटि गारे, शिविकात घरत ॥ থানার টেবিলে বসি, করি খুব তুল। थाँको कता दमतित, त्रानातम निर्दे छन । কথনো গাউনে বসি. কভু বঙ্গি মুখে। মাক্সে মাজে ভিজে গায়, পাথা নাড়ী স্থথে। नववर्ष भहाहर्ष, हेश्त्राक्टिंगात्र। দেখে আসি ওরে মন, আৰু আয় আয়॥ শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর। কোথায় অমরাৰতী, কোথা স্বর্গপুর 1 সাহেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা। ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ থানা। বেরিবের্ছ, সেরিটেছ, মেরিরেষ্ট যাতে। আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥ करें कहें कराकरें, हेंक छेक छेक । र्रूटना र्रूटना र्रून् र्रून्, एक एक एक । हुश्रू हुल हुल, हुल् हुल् हुल्। ত্পু তুপু তুপ তুপ, সপ্ সপ্ সপ্ । ठेकान ठेकान ठेक, कन् कन् कन्। र्कंन कम छम छम, यम यम यम्॥ হিপ হিপ হোরে হোরে, ডাকে হোল ক্লাস। ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিন প্লাস।

স্থের সথের খানা, ছোলে সমাধান। তারা রারা রারা রারা, সুমধুর গান 🛚 **७**ष्ट्र ७५ ७४, नारक नारक जान । তারা রারা রারা রারা, লালা লালা লাল 🛊 बाब लार्ड हम यारे. दशादितंत्र मार्थ। এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চপে॥ গভাগতি ছড়াছড়ি, কত শত কেক। যত পার কেনে খাও, টেক টেক টেক। সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি, ওই দেখ ভরা। একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরা ॥ করি ডিম আলুফিস, ডিমপোরা কাছে। পেট পূরে থাও লোভ, যত সাদ আছে 🛭 গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ ছেসে। र्छम स्माद वरमा शिया. विवित्तव एवँरम ॥ রাঙামুথ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম। ছোণ্ট ক্যার। হিন্দুরানী, ডাাম ডাাম । পিড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম। মিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম ? সাড়ীপরা এলোচুল, আমাদের মেম। বেলাক নেটিৰ লেভি, শেম শেম শেম। মিন্দুরের বিন্দু সহ, কপালেতে উদ্ধি। नत्री, बगी, त्क्यी, वामी, त्रामी, गामी, शक् ॥

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

মরে থেকে চিরকাল, পায় মহাছথ। কথনো দেখে না পর পুরুষের মুখ। क्षेत्रत्थ हिन्दूतामा, एकाठात द्वर्थ। না পায় সুখের আলো, অন্ধ্রুরে থেকে 🎚 কোথায় নেটিব লেভি, ৰলি তন সবে। পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে ? ধনারে বোতলক্তি, ধনা লাল জল। খন্য ধন্য বিলাতের, সভাতার বল 🛭 मिनि क्रक मानित्तरका, श्रीकृष्य अग्र। মেরিদাতা মেরিস্থত, বেরিগুড বয়॥ ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে। ধর্মাধর্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাছি থাকে ৪ যা থাকে কপালে ভাই, টেৰিলেতে খাব। काँहा इति काञ्च नारे, क्टिंह याद वादा । ত্ৰই হাতে পেট ভোৱে, থাব থাবা থাবা।। পাতরে থাবনা ভাত, গোটুহেল কালো। হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো।। পূরিবে সকল আশা, ভেবোনারে লোভ। এখনি সাহেব সেজে, রাধিব না কোভ।।#

<sup>\*</sup> এই কবিতার এবং পরবর্তী কবিতার অনেকগুলি পদ পারতাক্ত হইরাছে।

# পৌষ-পাৰ্ৰ।।

ऋरथेत मिमित काल, ऋरंथ भूर्ग धता। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা !! ধহুর তহুর শেষ, মকরের যোগ। সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা স্থথ ভোগ।। মকর সংক্রান্তি লানে, জন্মে মহাফল। মকর মিতিন সই, চল্চল্চল্।। मातानिनि कींशियाष्ट्रि, एपथ मव वानि । গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি।। অতি ভোৱে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী। একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী।। এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে। রাঁধাবাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে।। ঘোর জাঁক বাজে শাঁক, ষত সব রামা। কুটিছে তণ্ড,ল স্থশে, করি ধামা ধামা ॥ বাউনি আউনি মাড়া, পোড়া আথ্যা আর। মেয়েদেয় নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার।। তুক তাক্ মন্ত্রন্ত, ক্তরূপ থ্যাল্। পাঁদাড়ে ফুলিচে খাল, খাল, খাল, খাল, !! খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি ওচি। চ্যাক ছ্যাক শব্দ হয়, ঢাকা দেন মৃচি।। উমুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া। চাউনি কুর্ন্তার পানে, কাঁছনি কাঁদিয়া ।

छित्र (मथ मःमात्राक, क्छ श्रेल ছिल ! वन मिथि कि इटेरा, नम् त्रथ काय ? क्रमकुँड़ा खँड़ा केत्रि, कृष्टिनाम ८६ कि। কেমনে চালাই সব, তুমি হোলে চে কি। আড় করি পার দিতে, সিকি গেল গড়ে। লেখা করি নাহি হয়, আদু পোয়া গড়ে II ছাঁই কোরে রাখিলাম, অস্ক্রভাগ কেটে । হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে ॥ ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে। তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে॥ পোয়া কাঁচা কি করিবে, নহে এক মন। বাঙীর লোকের তাহে, নহে এক মণ ॥' একমনে খায় যদি, আদ মণে সারি। একমনে না খাইলে, দশ মণে হারি 🏾 ভাকামণে পূরোমণ, মন যদি খোলে। পুরোমণে কি হইবে, ভাঙ্গামন হোলে ॥ তুমি ভাব ঘরে আছে, কত মণ তোলা। জাননা কি ঘরে আছে, কত মন তোলা? কারে বা কহিব আর, বোঝা হলো দায় খুলে দিলে, মন কিছে, তুলে রাথা যায় ? विवय छ्त्रस छो।, त्माब्बादवात वाछि।। কোনমতে ওনেনাকো, ছোঁছা বড় ঠাটো।

ना निरंग, धमक् रमन्न छहे ठक्कू द्वरत्न । ঘটি বাটি হাঁজি কুঁজি, সব ফ্যালে ভেঙ্গে 🛭 পুनि मद উঠে গেল, किছू नारे हाँहै। नातिरकल एउल ७७, ८इत मव हाई॥ অদৃষ্টের দোহ সব, মিছে দেই গালি। চর্বলে উমিয়া গেল, পার্বলের চালি। व्यामि नहे (मिंडी हान, मक हाल हिला । বুঝিতে না পারি তুমি, চল কোনু চেলে ॥ ও বাজীর মেয়েদের, বলিয়াছি থেতে। নূতন জামাই আজ, আসিবেন রেতে॥ তোমার কি মর পানে, কিছু নাই টান। হাবাতের হাতে যার, অভাগীর প্রাণ II कि विवेव वाश्रमाय, (कन मिर्न विरय। এক দিন স্থুথ নাই, খুরকরা নিয়ে॥ त्काम निम ना क्रिलि मः माद्रित किर्य । দিবেনিশি ফেরো শুধু, গোঁপে তেল দিয়ে ॥ সবে মাত্র হই গাছা, থাড়ু ছিল হাতে। ভাহাও দিয়াছি বাঁধা, মেয়েটির ভাতে II স্থানে স্থানে বেডে গেল, কে করে থালাস ? বাচিবার সাধ নাই, মলেই খালাস ॥ वाकिनिन (शर्षे महि, धक नक्ता (शरम । এত জালা সহা করি, আমি যাই মেয়ে ॥

**এইরপ প্রতি বরে, দৃশ্য মনোহর**। গিন্নির কাড়ুনী হয়, কর্তার উপর 🛊 মাগীদের নাহি আর, তিন রাজি পুষ। · পড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধুম k সাবকাশ নাই মাজ, এলোচুল বাঁধে। ডাল ঝোল মাচ ভাত, রাশি রামি রাঁথে। কত তার কাঁচা থাকে, ৰত বার পুড়ে । मार्थ दार्थ भवमात्र नर्गतन छाड़ । বধুর রন্ধনে বদি, যায় তাহা এঁকে। স্বাশুড়ী ননদ কত, কথা কয় বেঁকে 🛭 हैं।(वा वड़े, कि कतिनि, (मर्थ मन करते । এই রালা শিখেছিস, সায়ের নিকটে ? সাতজন্ম ভাত বিনা, যদি মরি ছথে। ভথাচ এমন রালা, নাহি দিই মুখে ॥ বধুর মধুর ধনি, মুব শৃতদল। সলিলে ভাসিয়া বার. চকু ছল ছল ॥ আহা তার হাহাকার, বুরিবার নর। कृष्टित ना शादा कि हू, मान मान श्रम ॥ ভাগাকলে রামা সব, ভাল হয় যার। ঠ্যাকারেতে মাটিতে পা, নাহি পতে জাঁর ॥ हानि हानि वृथ यादि, खनम् न जाए।। द्वंदक द्वंदक यान तिहीह किन्द्र नथ नाफा ॥

ই্যাপা নিলী এই শাক, ব শিকাৰি বেতে।
মাধা খাও সন্তি বল, ভাল আগে খেতে।
নিজি নিল কেন কোন, কেন কথা কোনে ?
ঘাট্ বাট্ বেঁচে থাক, জন্মএলো ছোলে।
শ্ক্ষেরা ভাল সর, বলিরাছে খেছে।
ভাল রানা রেঁথেছিল খন্ত ভুই মেরে।
এইরপ খ্মধান, প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মত সম্প্রান, আহারের তরে।
ভালা ভালা ভালাপুলি, ভেকে ভেলে ভোলে।
মারি মারি ইাজ্যি ইাজ্যি কাড়ি করে কোলে।
কেই বা পিটুলি মাধে, কেই কাই গোলে।

वान् विन ६५ कीत. नातिदक्य वात ।
गिक्टिक्ट गिरहेश्न, व्यान ध्वनत ६
वाजी वांजी नियक्षां, कृष्ट्रेयत द्येना ।
दात्र हात्र दम्भाहात, यक ट्यांत द्येना ॥
कामिनी योगिनीस्थारंग, व्यान्ततं वर्ततं ।
व्यायितं थावाव खर्चाः, व्याद्यांक्षमं करते ॥
व्यापद थावताय वर्ताः, व्याद्यांक्षमं करते ॥
व्यापद थावताय वर्ताः, व्याद्यांक्षमं करते ॥
व्यापद थावताय वर्ताः, व्याद्यांक्षमं करते ॥
वान्ततः वर्ताः वर्ताः वर्ताः वाथः व्याद्यः ।
दारा-द्यांद्यं वर्ताः वित्तः, व्याद्यं विद्यः ।
वान्ता थावः, थावः वन्तिः, भावः दक्षः निर्दे ।
वान्ता वर्ताः वर्ताः वित्तः, भावः दक्षः निर्दे ।
वान्ता वर्ताः वर्ताः वर्ताः निर्दे ।

আকৃলি বিকৃলি কভ, চুকুলির লাগি। চুকুলি গড়িয়া হন, চুকুলির ভাগী ঃ व्यार्थ चात्र नाश्चित्र, सनामत चाना। वियमांथा बाकावादन, कान करना काला है মেলো বউ মন্দ নর, সেই গোড়ে গোড়। কুমারের পোনে বেন, পোড়ে পোড়ে পোড় ॥ मताइर्द खारा जान, कृष्टि नारे (थाएं। এখনো রয়েছে তাই, কোন্দলের তোঙা श्राकड़ी जानामा त्राप, होरे जिन शेड़ी। চুপি চুপি পাঠাবেন, ক্সাট্র বাড়ী 🛭 ठाकृचित एक्टन छरना, बाद र्कटन र्ठरम । আমার গোপাল বেন, আসিয়াছে ভেসে ॥ मति मति वार्षे वार्षे, (कॅरनिक्न त्रर्छ। বাছা খোর পেটপুরে, নাহি পার থেতে। শক্তি জক্তিপরারশ, তন ধেই নর। **उर्वनि क्षेत्रदे शांको, एउटचे दान येत्र है** डेशारमत्र ज्वा भव, शिक्तारक टिला। नमा देव कर्न (भवे, क्षांके) हुई (बर्र । कामिनी-कृर्देक शकि, शाब त्यहे छात्रो । নিজে সেই হাৰা নৱ, হাৰা ভার বাবা » बूटक शिरहे शकुशिरहे, शकु शिरहे शेरक । चित्र दमका भय, केठि, कात धरेक ।

#### **b**•

ভিতরে প্রিয়া ছাঁই, আলু দেয় ঢাকা।

लाज माहि स्थरम शास्त्र, शाहे जाहे कारि। भिटि श्री (भटि एवन, हिटि श्री (काटि ॥ शास्त्रत शिट्टेनि निया, कतियारक कृति । গৃহিণীর অনুরাগে, গুড় তাই চুবি ॥ वृत्वा नव ऋत्वा आह, शूत्वा नाहि माइ। কাছে বোদে খার কোসে, রোসে নাহি পড়ে 🛭 थना थमा श्रहीशाम, थना मद लाक। কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোঁক ॥ প্রবাদী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে। कूछि निवा कूछे।कूछि, वाकी अत्म मत्व॥ সহরের কেনা জবো, বেড়ে যায় জ্লাক। বান্ধী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেরেদের ভাক। कर्नात्मत्र शानगत्र, एक क हानित्री। कांब्रेहनव अ ड़ि खाय, जूँ ड़ि धनारेश। ছই পার্বে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোদে। िट अप हिट मिटा, निटि बान कारन B **छक्ती दम्ती गड, এकत रहेदा ।** कामाना कतिरह स्टब्स, सामाहे नहेशा ॥ আহারের জন্য লয়ে, কৌশল কৌতুক। मार्ज मार्ज राजनरन, ऋरवन रवीजन ह

# ছম মিশনরি।

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে, তারে কিবা ভয় ? মণি মন্ত্র মহোষধ্যে, প্রতীকার হয়।। মিশনরি রাঙ্গা নাগ্, দংশে ভাই যারে। একেবারে বিষ্টাতে, সেরে ফ্যালে তারে ॥ ব্যাঘ্র-ভয়ে ব্যগ্র হই, যদি পায় বাগে। লাটি অস্ত্র থাকিলে কি, ভয় করি বাঘে ? হেদো বনে \* কেঁদো ৰাখ, রাজামুখ যার। বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে, নাম শুনে তার ॥ বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে। ধরিয়া ধর্মের গলা নথে ফ্যালে চিরে 🛊 ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে॥ কহিতে মনের থেদ, বুক ফেটে যায়। মিশনরি ছেলেধরা, ছেলে ধয়ে খায় ॥ মাতৃমুথে জুজু কথা, আছি অবগত।

হেত্রা পুয়রিণীর পার্শ্বন্ধ, এই অর্থ।

এই বুঝি সেই জুজু, রাঙ্গামুথ যত 8 চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান। कानकां । \* \* क्रिंग त्मर्व कान ॥ ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শাস্ত ভাবে। বাটা ভরে পান দেব, গালভরে থাবে॥ চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিব গুড়পিটে: বাপধন বাছা মোর, ছেডনারে ভিটে 🛚 কি জানি কি ঘটে পাছে, বুদ্ধি তোর কাঁচা। ওথানে জুজুর ভার, যেওনারে বাছা 🛭 মূর্থ হয়ে ঘরে থাক, ধর্মপথ ধরে। কাজ নাই ইস্কুলেতে, লেখা পড়া করে॥ হ্যাদেহে ছেলের বাপ, মন্দ ৰড় কাল। আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল ॥ মিষ্টভাষী শুলাকার, মিশনরি যত। আমাদের পকে তাঁরা দ্যা-ধর্মহত 🛭 পিতার স্থাের নিধি, তন্ম রতন। কিছু নাহি বুঝে তার, মনের মতন 🏽 শূন্য করি জননীর, হৃদয়ভাগ্রার। হরণ করিয়া লয়, সাধের কুমার 🖠 বাক্যের কুহক বোগে, ঈশুমন্ত্র ছেড়ে। যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে 🛭 কামিনীর কোলশুনা কুল মন তায়।

এ থেদ কহিব কারে হার হার হার ।
বিদ্যাদান ছল করি, মিশুনরি ডব ।
পাতিয়াছে ভাল এক, বিধর্মের টব ।
মধুর বচন ঝাড়ে, জানাইয়া লব্।
ঈশুমদ্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব।
শিশু সবে ত্রাণক্র্তা, জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পোড়ে, ভুল দের টবে।

## नैं।

রণভরা রদময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল।
ত্বর্কুকী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার।

<sup>\*</sup> কবি ভ্রমণকালে আহার সম্বন্ধে অনেক কই পাইরা, পরে একটা পাঁটা পাইয়া, ভৃপ্তির সহিত ভোলন পূর্বাক এই প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান। সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সম্ভান । ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া। वैक्तित मत्कत थान, निक मुख निशा॥ कांत्रप्थ कांश्रमाष्ट्रि, शाल नारे शांश। শৃঙ্গ থাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ ॥ সে সময়ে অপরপ্রী মনোলোভা শোভা। দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কর বোবা॥ বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা। দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা॥ চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাথি বুকে। হাতে হাতে স্বৰ্গ পাই, বোকা পদ্ধ স্থাঁকে॥ গুধু যায় পেট ছোরে, পাঁটারাম দাদা। ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকো বাঁধা॥ শাদা কালো কটার্নপ, বলিহারি গুণে। সাত পাত ভাত মারি, তাা ভাগ রব শুনে॥ মহিমায় নাম ধর, এমহাপ্রদাদ। তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিধাদ॥ জ্ঞাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে। কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে 1 हेळा करत काँठा थारे, ममूनम लाएम । হাডভদ্ধ গিলে কেলি, হাডগিলে হোয়ে 🛚

মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ ? বত চুবি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস ॥ গিলে গিলে ঝোল খায় আম্বাদনহত। তাদের জীবন বুথা দাঁতপড়া যত। এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা। মোরে যেন ছাগী-পর্ত্তে জন্ম লয় তারা॥ দেখিয়া ছাগের গুণ কোরে অভিমান। হইলেন বরারপ নিজে ভগবান ॥ তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান। ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান। হোটেলে বিক্রম হয় নাম ধরে হাম্। পচাগন্ধে প্রাণ যায় ভ্যাম ভ্যাম ভ্যাম ॥ অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লোয়ে। লুকারে আছেন জলে কৃর্ম মীন হোয়ে। কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে ? মাচে কিছু আছে মান বাঙ্গালির কাছে॥ কিন্তু মাচ পাঁটার নিকটে কোথা রয় ? দাসদাস তম্ভ দাস তম্ভ দাস নয়॥ এক গ্রই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়। পাঁচেরে করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥ তঞ্চাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি। বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি॥

পাত হয়ে পাত লয়ে চোলে মারি চাটি। ঝোলমাথা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি। টুকি টাকি টুক্ টুক্ মুখে দিই মেটে। যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে॥ ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু। नक नक (नारना (नारना कित इश नानु॥ সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা। ত্রিভূবনে তোর কাছে নিছু নাই মঙ্গা ॥ কোন অংশে বড নয় কেছ তোর চেয়ে। এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস থেয়ে। মহতের কার্যাকর গরিবানা চেলে। না জানি কি হোতো আরো ঘৃত ক্ষীর থেলে বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী। জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁডে মা ভবানী॥ বথায় তিলক ধরে ছীই ভক্ম থেয়ে। কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে। পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের ছহিতা। ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা॥ ছলে এক মন্ত্ৰ বলি বলিদান লোয়ে। থান দেবী পিতৃ-মাতা বিশ্বমাতা হোয়ে॥ দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হোয়ে ! कदित्वन जुष्टिनाम कालीघाटि द्वारम ॥

প্রতি কোপে যত পাঁটো বলিদান করে। দেবী-বরে জন্মে তারা \* \* ঘরে॥ এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে থায়। কলীর দেবল হোমে কালী-গুণ গায়॥ প্রণমামি \* \* তোমার চরণে। পেটভোরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে॥ প্রণমামি স্থাদাতী ছাগপ্রমবিনী। অদ্যাবধি না হইবা কলার জননী 🗈 প্রণমামি কলীঘাট যথা মাতা কালী। প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি॥ ধন্ত ধন্ত কর্মকার ধন্ত তুমি খাঁড়া। প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাডা॥ এমন স্থুথের ছাগে করে যেই দ্বেষ। তাডাইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥ বাছিয়া পাঁটার হাত গেঁথে তার মালা। বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা॥ নামাবলী বহির্কাস নিয়া করতলে। ভালকোরে ছোপাইব ক্ষারের জলে ॥ সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব। পশু-গদ্ধে পশুদের যাবে পশু-ভাব॥ ফের যদি করে দ্বেষ হোমে প্রতিবাদী। ৰুচাব গোঁড়ামি রোগ দিয়া ছাগনাদী॥

অমুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া। অস্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া। মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি। পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥ তাহাতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর। নিতান্ত কতান্ত হয় পদানত তার ॥ হার একি অপরূপ বিধাতার খেলা। শুদ্ধ গাত্ৰ কিছুমাত্ৰ নাহি যায় ফেলা। লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি। শীরাধা শীকৃষ্ণ রূপ স্থথে চিত্র করি।। চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সৃন্ধরেখা। দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা ॥ নানারপ যশ্ব হয় ছাগলের ছালে। শ্ৰীহরি-গৌরাঙ্গওৰ বাজে তালে তালে॥ ঢাক কাড়া নহবৎ মৃদীঙ্গ মাদোল। তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর থোল। এক চৰ্ম্মে বহু যন্ত্ৰ বাদ্য তায় কল। নেডানেডী গোঁডাদের ভিক্ষার সম্বল ॥ কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে। ছারে ছারে ভিক্ষাকরে থঞ্জনী বাজিয়ে॥ সাধ্য কার এক মুথে মহিমা প্রকাশে। আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥

হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধোরে ছটা ঠাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছাডাগং ছাডাগং ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেথেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নম্ন ঝাড়বংশ বোকা॥
লমণে যে ভাবোদর নদনদী-পথে।
রচিলাম ছাগ শুণ যথা সাধ্যমতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে বেজন॥
বিচিত্র পুল্পের রথে পাঁটা পাঁটা বোলে।
সাতার পুরুষ ভার স্বর্গে বার চোলে।

## বাবু চণ্ডীচরণ সিংছের খৃফীধন্ম নুরক্তি।

বেধানেতে বালকের, বিপরীত মতি।
সেধানেই মিশনরি, বলবান অতি॥
পাতিরা কুহকী কাঁদ, কেলিয়াছে পেড়ে।
এমন মুথের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে ?
পাচপাকা মর্ত্তমান, বর্ত্তমান চোকে।
বৃদ্ধি দোবে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোকে?

তুমি ত স্থবোধ চণ্ডী, বৈষ্ণবের ছেলে। কোথা যাও মনোহর, মাল্সাভোগ ফেলে গ हिन्तू हरत्र (कन हन, मारहरवर्त्र (हरत ? উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ থেলে॥ कीत नत ननी (थरत्र, वृद्धि कत्र कारा। বিধর্ম-ডোবার জল, থেয়োনা হে ভায়া॥ যদ্যপি আহার স্থেতৃ, ইচ্ছা তোর হয়। আয় ভাই ঘরে আয়, কিছু নাই ভয়॥ কত কারধানা করে, থেতে দিব থানা। গোটুছেল ডোণ্ট ক্যার, কে করিবে মানা ? সরপোটে বোসে থাব, খুসি মেরা খুসি। যদি কেই কিছু বলে, ধরে দেগা ঘুসি॥ আহার বিহারে ভাই, ভয় কার কাছে ? ধর্ম্মতা নাহি লয়, ব্রহ্মসতা আছে 🖣 আপন বিক্রমে হব, ক্সীয়ার কিং। টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিয়া রিং ॥ গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে। পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে॥ জ্ঞান অন্তে কেটে দেহ, মায়া রূপ গণ্ডী। ভ্ৰমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে, কেন হও দণ্ডী ? পূর্বাবং হিন্দু হও, বিশুমত থণ্ডী। राष्ट्रियी ह्थीत आका, घरत आंत्र हथी॥

## বড়দিন।

## ( দ্বিতীয় )

গ্রীষ্টের জনমদিন, বড় দিন নাম। বহু সুথে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম॥ কেরাণী, দেয়ান আদি, বড় বড় মেট। সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট॥ ভেট্কি কমলা আদি, মিছরি বাদাম। **ভा**न (मर्थ कित्न नग्न, मिर्ग्न **ভा**न माम ॥ এই পর্বে গোরা সর্বে, সুখী অতিশয়। वाञ्चानित्र विनिजार्थ, निथि ममूनम ॥ "(कथनिक" पन मत. ८ श्रमानत्म (पाल) শिए नेए शर्फ (नम्, भित्रमात कारण ॥ विश्वमार्य हाङ्कर्भ, पृष्ट मरनार्वाञा। যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা ॥ স্বপ্রবাগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে। ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে॥ ও গড় ও গড় গড়, লেখে বাইবেলে। ঈশু কি ভোমার শিশু, ঔরবের ছেলে ?

এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে। ज्ञान करत्राष्ट्र वी छ, अभन मिथारत्र ! निष्मत्र वीरमत्र कन, नेख यप्ति हत्र। सारवंत ज नव जरव, स्वारवंत जनव ॥ मिनी कृष, तिनि कृष, अ तम ७ तम। . উভয়ের কার্য্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥ বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার মাছ। এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাতু॥ খুলিয়া পুরাণ গীতা, ভাবে ঢোলে ঢোলে। কব তার সব গুণ, অবতার বোলে। 🦯 কুমারীর গর্ভে শিশু, হোয়ে অবতার। করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার॥ বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে। जुलात्नन (ताम (मन, कूर्क्त वर्ण ॥ धर्त्यत्र विखात्र कति. «एन छे अएन । ভূতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ॥ भिषाशन मत्त्र मना, यूशि द्याना द्याना । সবে বলে এই প্রভু, ঈশবের ছেলে॥ নাম জারি করিলেক, চেলা সব ঠাই। निहेरवरन दिए दिन, दिन्दान द्यानी है। পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান। জুশের কুশের ঘারে, তেজিলেন প্রাণ॥

তদবধি শিষ্যদের, ভব্তির প্রভাব। প্রভূপেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব॥ সেরপ খুষ্টানগণ, ভাবে চল চল। গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেডানেডী দল ॥ প্রভুর শোণিত মাংস কাল্লনিক করি। আহারে অহলাদ পান, যত মিশনরি॥ टिविन माझारम मन, ভार्त्वभन भन । माश्म (बारन कृष्टि थान, बक्त (बारन मन। ভুবন করেছে বন্ধ, কুহকের ডোরে। হায় রে "কুমারীপুত্র" বলিহারি ভোরে। যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব্ব প্রকরণ। কেথলিক চর্চেচ গিয়া, দেখে এসো মন। দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে। धश्चाम मिटल रुम्न, वन्नवामी लाटक ॥ ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট, গোল্ড তায় বাঁধা। কোল্ড করে মালুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা॥ तिकत्रम अर्छिष्ठां के, विभारत पता। বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্ত থল থল ॥ মিনিউরি, সিবিল, বণিক আদি যত। ছুটী পেয়ে ছুটাছুটী, আস্ফালন কত ॥ জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে। চর্চে যান স্করপদী, এমতীর সনে ॥

ি বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি। ्रैक्श माज व्यवसान, (हेडेरम्फे धति ॥ **छ्कना इरेटन अब, छेट्ठ टमन ছुछ।** সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম হট।। আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে॥ পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ থানা। টেবিলের উপরেতে. কারিগুরি নানা॥ বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে। আনন্দের আলাপন, আহারের কালে॥ শক্তি সহ ভক্তিভাবে, থেরে মাংস মদ। হাতে হাতে স্বৰ্গাভ, প্ৰাপ্ত বিদাপদ। রসে মন্ত ছেডে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব লাভে। হোয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥ রণবেশী মিলিটরি, যত সব গোরা। মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোরা॥ ত্তুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া। বিবির লিবির জাঁক, শিবির গাডিয়া॥ চোট পাট জোট পাট আয়োজন কোরে। শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, স্বাগে দেন ধােরে॥ বড বড সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে। পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥

ইচ্ছা করে ধরা পাড়ি, রারাঘরে ঢুকে 1 কুক্ হোমে মুথ থানি, লুক্ করি স্থথে॥ বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্। আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্ ॥ সাজিয়া কউচ্ম্যান, উপরে উঠিয়া। ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া। আন্ত্রু, পিন্তুস্ আদি, ডিচ্চুস্, মেগুস্। ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা, গমিদ জেম্ব, নেম্ব, কেম্ব আর, টে ম্বগণ যত। ঝাঁকে ঝাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত ॥ পোরে ভে্স, ছন ফ্রেদ্, দেখা যায় বেছে। বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে॥ পুঁইথাড়া চিঙিড়ির, কোরে ভুষ্টিনাশ। ম্যাম্ সঙ্গে, নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ। চুণাগলি অধিবাস, খেলার আলয়। তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয়॥ ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি। লিছু যাও কেলাম্যান্, নেটিৰ বেঙালি ॥ জুতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই চেই। রূপি বিনা রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই॥ বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ থেই। জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥

তেঁতুলে-গিদী যেন, ফিরিপির ঝাঁক। ৰ,বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো জাঁক। পানাক্যাই কনবর্ট, গৃহত্যাগী যারা। কত স্থথ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা॥ भौन, विन्, कानू, नानू, मनू, हनू, हिक । গমু, থমু, হমু, তমু, হারু, আর ছিক ॥ अमिरक इः रथक मात्र, मरन खाल काँनि। বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ুকীর হাসি॥ ছেঁডা পচা কামেজ, তাহার নাই হাতা। তাই পোরে বাবু হন, থালি কোরে মাতা। ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিদ্ সাজাইয়া। ঈশু-ভাবে, শুনা খান, বাহু বাজাইয়া।। মনে মনে থেদ বড, কালা হয় রেতে। পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে। (य तकन वांक्षानित, देशनित काानन। বডদিনে তাঁহাদের, সাহেব ধরণ॥ পরস্পর নিমন্ত্রণে, স্থাথের পঞ্চার। ইচ্চাধীন বাগানেতে, আহার বিহার॥ বাব্গণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যালা। চুপি চুপি, বছরূপী, লুকাচুরি খ্যালা। দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা। কত শত আয়োজন, ইয়ারের থানা॥

ফ্েস-ভিস-ভরা ডিস, মধ্যে ভাতে ভাত। সে পাত স্থপাত নয়, নিপাতের পাত॥ অথিল ভরিয়া স্থাপে, করে জলদেবা। যেতে যেতে, মেতে উঠে, থেতে পারে কেব। উরি মধ্যে হৃঃথিতর, বঙ্গি সব ভেয়ে। তত্ত্ত, মত্ত ষত, বড়দিন পেয়ে॥ ভেড়া হোমে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেমে। গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে॥ कारनाकार शिखि तका, व दिन काला (थरता শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে ॥ "এ, বি" পড়া ভবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে। সাজায়েছে গাঁদা-গাদা, ডেক্সের্উপরে ॥ পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অলে মারে তুড়ি। তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় থিচুড়ি॥ শাসনের ভয়ে নাহি, যাঁয় উপবনে। পারেদে আয়েদ রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥ धरनत अভाবে यहे, तक मीन हता। বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয়। সাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহুবীর জলে। করিতেছে "বোটরেস" সেলর সকলে॥ হায় রে স্থের দিন, শোভা কব কায় ? ইংরাজটোলাম গেলে, নম্ন জুড়ায়॥

প্রতি গেটে গাঁদা-ছার, কারিগুরি তাতে i র বৈরচিত ছটা চাক্ন, দেবদাক-পাতে॥ ৈহোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাছার। ইচ্ছা হয় হিঁত্যানি, রাধিব না আর ॥ জেতে আর কাজ নাই, ঈশু-গুণ গাই। थाना प्रह नाना छूएथ, विवि यपि शाह ॥ চারিদিকে দেখামন, অতি বেড়ে বেড়ে। তোতে মোতে থাকি আয়, হিছমানি ছেড়ে॥ ছেড়োনা ছেডোনা আর, বিপরীত বাণী। थाटका थाटका थाटका वाशू, ब्राट्श हिँछशानि ॥ এবার कि वक्तिन, वक् निन खाएक ? আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে ? কালভেদে কত ভেদ. থেদ করি তাই। পূর্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই॥ পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত। সে কেবল ব্যঙ্গমাত, নহে মনোগত। অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ। করিবে করিয়া ক্লপা. হও আশুভোষ॥

## नीलकत्।

প্রথম গীত। (কবির স্থর।)

## মহড়া।

काथा देवल मा, विस्क्वीतिना मार्गा मा, কাতরে কর করণা। মা তোমার ভারতবর্বে. স্থাে আর্ নাহি পর্নে, थाजाता नट्ट स्टर्स, नवारे विमर्स। धमन त्यागात् वर्ष, शास्त्र वर्ष, কেবল বর্ষে যাতনা। "আসিয়া" আসিয়া মাগো করণাময়ী, কফণাচকে দেখনা॥ नारमञ्ज नीतनत् कृषि, इर छ ह कृषि कृषि, ছথীলোক্ প্রাণে মারা যায়। পেটে খেতে নাহি পায়। कूरिन गर गारहरजाना, धन्धरन राहेरत माना, ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, পেঁকো গন্ধ তার।

ওমা একে মন্ধার ফোঁসফুঁ স্থনি, ধুনোর গদ্ধ তার। হোলে চোরের কাছে ধর্ম-কথা, মর্ম্ম কভু বোঝে না॥

চিতেন।
হোলো নীলকরের্দের অনররি
মেজেটরি ভার।
কুইন মা, মা, মাগো।
হোলো নীলকরের্দের অনররি
মেজেটরি ভার।

পড়েছে সৰ পাতৰ ৰক্ষে, অভাগা প্ৰজাৰ পক্ষে,

বিচারে রক্ষে নাইকো আর্।
নীলকরের হদ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্কানাশ।
কুটিয়াল বিচারকারী, লাটিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হোলো কালের থোস্তা,
লোস্তাজলে চাষ।
হোলো ডাইনের কোলে ছেলে সোপা,
চীলের বাসার মাচ।
হবে বাবের হাতে ছাগের রক্ষে,

গুনেনি কেউ গুনবে না॥

#### অন্তরা।

প্রদ্না থোছে আর সাছে তারা এককাটে পিটেতে মাছে খ্ব কোড়া। কাটাঘারে লুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া, বেন গোদের উপর বিষকোড়া॥

## চিতেন।

হোলে ভক্ষকৈতে রক্ষাক্রী, বটে সর্বনাশ।
কাল সাপ কি কোনকালে, দরাতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে প্রাস ॥
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না ?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।
ভূমি মা করতক, আমরা সব পোষা গরু,
শিধিনি সিং বাঁকানো,
কেবল থাবো থোল, বিচিলি ঘাস্ ॥
যেনু রাঙা আমলা, ভূলে মামলা,
গামলা ভাতে না,
আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি থেলে বাঁচব না ॥

#### অন্তরা।

দুনচে, দিন গুণচে, কেবল বুনচে বীজ,
দোহাই না গুনচে একটী বার।
নীলের দাদন্, ঠেঙ্গার গাদন, বাদন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার॥

#### চিতেন গ

তোমার, সাধের বাঙলা, হোলো কাংলা,
সমনা অত্যাচার।
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা,
লাটের্ দিন থাজনা হয় না আরে।
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অমুগত,
জানিনে মল আচরণ।
পূজি তোমার্ আচরণ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক্ সিদ্রে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশরের নিকটে করি,
ভোমার জয়ের বাসনা॥

## দ্বিতীয় গীত।

(কবির স্থর।)

## মহড়া।

ভाল कार्यां है। धार्या कर्दे यि शी. এই রাজাটী করেছ মা থাস। এসে এদেশেতে বসৎ কর, অরপূর্ণ। মূর্ত্তি ধর, অনুদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ। স্ব অবরভূমি ক্র ভূমি, ভূলে নিয়ে নীলের্চাষ। टकाशा मा পाয়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী, সস্তানের পূরাও অভিলাষ॥ इन त्रांनाघरत कानाशांकि, , धना शरफ नाठीनांठि, উদরে অন্ন কারো নাই। দোহাই, মা, তোমার দোহাই। (कर त्रम नीतासारत, (कर त्रम नित्रासारत, यकि विश्रात जीशाल जांथ. अर्गा मा, তবেই রক্ষা পাই। नाई डेबून जाना, विक जाना, जानात्र नाहेक जन।

আবার পোড়া ভাগ্লি, সকল\_মাগ্গী. উপবাদে উপবাস॥

### চিত্ৰেন।

তুমি বিশ্বমাত। বিক্টোরিরা থাক বিলাতে। व्यामता मा नव टामात व्यक्षीन, जीन हित्रिनन, ওভদিন-দিন মা ভারতে। কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে. কে বুঝে তোমার লীলে ? নিলে মা এই ভারতের ভার। পেয়ে গুভ সমাচার। মা তোমার হবে ভাল, আশাতে দিলেন আলো. মুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো, ভেদ রবেনা আর ॥ यक नीरनत भाना, मृनूंक हाना, भाना तक ह नम्न, কোরে নীলের কর্ম. কি অধর্ম্ম. মনে কালী হয় প্রকাশ।

### অন্তরা।

ना बूनान नीन, त्माद किन, "किन" करत, नीनकरत।

দেশের ছোটকর্ত্তা, দিলেন্ তাদের, হর্ত্তা কর্ত্তা কোরে। জোরে বেঁধে আনে ধোরে॥

#### চিতেন।

বেমন কাজীরে স্থালে পরে, ু হিঁছর পরব নাই,
তেম্নি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার,
গোস্থামী ভকণের গোঁসাই।
একেতো মাণু গি পণ্ডা, লুটেল তার কুটেল বণ্ডা,
তারাতো ঠাণ্ডা কেহ নয়।
লুঠে এণ্ডা বাছ্ছা লয়।
গিরেছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শুাকুল কাঁটা,
আমার ধন গিরেছে, মান গিরেছে,
এণন্মা, প্রাণ নিয়ে সংশয়।
গেল গক জক, তৃণ তক, কিছু নাহি আর।
করে হাকিম হয়ে সাকিম নই,
সমান কঠ বার্মাস॥

## তৃতীয় গীত।

4

## রাগিণী পরজ-তাল কাওয়ালি।

"বেঁচে থাকুক্ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—য়য়।

ওমা কুইন্ তোমার, ইণ্ডিয়া ধাম্, कृष्टेन (कार्त्रानारका। যদি স্বোণার ভারত, থাস্ কোরেছ, वान (कारत, भा, शिका शिका। শান্তে বলে পরামর্শে. আপন চকে স্বোণা বর্ষে, তুমি এলে ভারতবর্ষে, হর্ষে রবে সব। চারিদিকে উঠচে ওধু, अब अब अब बब बन প্রজাগণে কোলে টেনে. ছেলে বলে ডাকে ডাকো॥ বঙ্গবাদী আমরা যত, • অমুরত অমুগত, অবিরত করি কত, শুভ বাসনা।

জর জর জর বিক্টোরিয়া, মুখে বোষণা 🔑 "চোরে থেকো দোয়া গক" এমন কোথাও পাবেনাকো॥ व्यक्तवित्न चरत चरत. অনাহারে প্রাণে মরে, পরস্পরে উচ্চস্বরে, করে হাহাকার। দিনাস্তরে উদরপূরে অন্ন মেলা ভার। छथी गाता, शर् माता, প্রাণে কেহ বাঁচেনাকো ॥ যে আগুণ লেগেছে চেলে, চলেमां कि निक हिल. চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, ভাস্যে দিচ্ছে চাল। কপাল নষ্ট. তাতেই কষ্ট, काद्र मिव शान १ किइ मिन मा ! ममा कति, त्थानिष्ठि वन त्रार्था॥ বঙ্গবাসী শত শত, বিদ্রোহেতে হোলো হত. পরিবার ছিল যত, धरन आर्थ इन कांडानी,

্বিনে বাচিনে, আমুয়া ভেতো বাঙ্গালী। চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে, চেলের জাহাজ চেলোনাকো।। নৃতন চেলে হবে শস্তা, ঘটিল তার কি অবস্থা, রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের, কাঁটা হয়না রোধ। চার মণের দাম এক মণে লয়, মণের মনে ক্রোধ। খনের চেলে মন ভেঙেছে. ভাঙা মন আর গল্ডনাকো। (शरत्र नव त्रांकारिनमं, নীলকরেতে শাসে দেশ. नाहि मात्न छेनएन, না করে উদ্দেশ। বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদা দ্বেষ। कारला वरल बांडालीरमत्री ভাল দেখতে পারেনাকো ॥ যেথানেতে বাঘের ভয়, . সেই থানেতেই সন্ধা হয়, नीनकरतत करेंत्ररा रहारना, মাজিষ্টরি ভার।

এর বাড়া মা, প্রজা লোকের, বিপদ নাইকো আর। খেদাইনে তোর উঠান চসি, বাস্তবৃক্ষ বাথেনাকো ॥ কতক নীলের কর্মকার. কাজে যেন চর্মকার. নাহি ধারে ধর্মধার. মর্শ্ব বোঝা ভার। ঠিক ধর্মহীন ধর্মতলার, ধর্ম-অবতার ১ কটু কথার কল্পতক, বামুন প্রক, বাছেনাকো॥ চাষার হাতে থোলা দিলে, नीत्न मकन क्यि नित्न. জমিদার সব কাচা চিলে. চীলের মুখে মাচ। ঘণ্টাগরুড় থাড়া থাকেন্, কাচেন্ কাপের কাচ। সাপের কাছে কেঁচো যেন, সাত চডে 'রা' ফোটেনাকো॥ তুমি সর্বাণ্ডভকরী, বিলাত-ভারতেশ্বরী. .বিপদে শ্রীপদে ধরি. কর করুণা ৷

রয়না দিন প্রজার তোমার, সয়না যাতনা। কুপাকরী, কুপা করি, শীচরণে রাখো রাখো॥ কি পাপেতে এমন্ হোলো, অকালে আকালে মোলো বৃষ্টি বিনে, স্ফী পুড়ে, গেল্ ছারেধার।

वर्षाकांत्व कर्मा व्याकांस, छत्रा कित्म व्यात !

अ (मर्गंत क्षमा अमन्, हत्रनिका आत स्टानाहरू। । कृषिताह्य स्टानहरू। । काशिताह्य स्टाइडेनि, वाशिताह्य स्टाइडेनि, अ आहेन हरवह कानि, मार्ट्स आमाह्य ।

আইনকর্তার পেটের বার্তা, পেয়েছি মা টের, যাতে অবিচারে প্রকা মরে, এমন্ আইন রেখোনাকো ।

# চতুৰ্থ গীত। <sub>মহড়া।</sub>

চার্ টাকা মণ দর্ উঠেছে, নৃতন চেলে। কত আৰু চল্বো নৃতন চেলে ? গিয়ে বেলেঘাটা, यात्त्र नाहि भूँ जिलाहा, বাজীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥

#### वस्ता ।

ওমা বিক্টোরিয়া. "আসিয়া" আসিয়া, (मथ मा। विशिशो, नश्रन (मला। বল কে করে পালন, কে করে শাসন, একেবারে সব, মোরে গেলে॥ তুঃথে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার, করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে । ঘরে গিয়ী পাড়ে গাল্, ক্রাইলে চাল্, किरम वाथि छान, (हरन (हरन ? যারা থেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল, সিদ্ধ পরু কোরে, আড়ে গেলে।

व्याम्त्रा थारे ७४ (माठा, नाहि एत काठा, বেঁচে বাই মোটা, থেতে পেলে॥ ७४ हान वरण नक, • सवा नम्मक. বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে। मत् त्राष्ट्र होत ७१, विशाली विश्वन. থাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে। তেল, ম্বত, হগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি, শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে। যত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি, কিনে খাই টাকা হাতে এলে ! শুনে জিনিষের দর, পারে আসে জর. ছুটে যাই ঘর বাজী ফেলে। ভয়ে कथा नाहि कहे, अवाक हारा बहे, কাটের মুকদ বনি হাটে গেলে॥ घरत ना थाकिरल कांछे. कति काछे काछे. নিজে হই কাট, চকু তুলে। ছেলের বস্ত নাহি গায়, শীতে মারা যায়, চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে॥ যেতাম যেথানে সেথানে, কেবা কারে মানে, ছোতো না যাতনা, একলা হোলে। re प्रथा वाड़ावाड़ी, किति वाड़ी वाड़ी. মাণায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে॥

দরে হোলো গঙ্গাজন, জনস্ত অনন, ত্পয়সাতে ভার নাহি মেলে। কিদে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পে টাকায় আডাই সের দর সর্যে তেলে॥ যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হোলো হজুর, करन यात्र भरण भारत रहेला। যত ঘাটের দাঁড়ী মাজি, কামে নহে রাজি, কাজির মেজাজ ধরে, ধ্বজী ঠেলে। মাচ ধরে খায়, মালা, জেলে। তাদের কাছে গেলে পর, काँপে কলেবর. ছনো দরে বেচে চুণো বেলে॥ হোক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবানা থানা, ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে॥ ভানে চেলের বৃকে কাঁটা, বুকে বেঁধে কাঁটা, জাহাজেতে চাল, দিছে চেলে। ওমা এত হথে মরি, তবুরাজেখরি ! পালাইনেকো কেউ রাজা ফেলে। হোলো গোড়ার সর্বনাশ, বোডার সঙ্গে বাস. · (कमरनरङ वाँहि, हाँका (इस्त ? যত নীলের কর্মকার, করে অত্যাচার, মেজেইরি-ভার, তারাই পেলে।

বাদের গোবধে কি ভয় ? প্রজা নাহি রয়,
ভারা ধেলে থেলে সব, ধোরে থেলে ॥
শীন ওগো রুপামই, মনের ত্থ কই,
ওমা, আমরা কি কেউ নই, ডোমার ছেলে ঃ
জপি দিবদ রজনী, জননী জননী,
ঠেলো না চরণে, কেলে বোলে ॥
মাগো, করি স্থবিচার, স্তুত স্বাকার,
ঘুচাও হাহার্কার, কোয়ে বোলে ।
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল,
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥

## পঞ্চম গীত।

(.तामधनामी छ्त।)

সেগা, চের আছে তোর রাঙা ছেলে।
আছে আছে গো, সেই বিলাতে, মা !
চের আছে তোর রাঙা ছেলে।
হেথা আস্বিনি কি তাদের ফেলে?
এই জগৎ ভদ্ধ স্বাই তোমার,
দেখতে হয় মা নয়ন মেলে।

### কবিতাসংগ্ৰহ ৰ

#### অন্তরা!

থাকো থাকো থাকো তুমি, রাঙা ছেলে কোরে কোলে। ওমা, আমাদের মুধ দেধবিনে কি, कालामुर्था कांडाल (वारव ? কালো ছেলে যত আছে, " কেলেদোণা " ভোমার কাঁছে, মা গো! এই কালোর ভিতর আলো আছে. ভালো কোরে দেখ জেলে। (पर काला, काला नहे, ভিতরেতে কালো কই ?—মাগো! যারা কালোমনের মামুষ, তারা, हिश्रम कारत कारना वरन । कूপूख यमाभि रहे, তোমা ছাড়া কারো নই, মা পো! তবু দয়া করি দয়ামই, রাখ্তে হবে চরণতলে। কুপুল্র অনেকে হয়, কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো! তুমি জগতের মা, আমাদের মা, **फाकरवां जगनवा रवारण।** 

"ইণ্ডিয়া" কোরেছ থাসং পুরাও গোমা অভিলাষ, মা গো! ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ, রকা কর ভাতে জলে। . अज्ञुर्ग नाम थत, অন্তুষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো, যেন আকালেতে অকালে মা! কাল-কৃটিরে যাইনে চলে। যাতনা সহেনা আরু, ঘুচাও প্রজার্ হাহাকার, মা গো, বেন নামের নৌকা ডোবে না মা ! কলক-সাগরের জলে। ভারতের কর্তা ব্যাস, ভারত ছাড়া নাহি চলে. ভোষার এই ভারতের এমন দশা, ভারতে না খুঁজে মেলে। সেফারে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে, नित्त्र উদোর পিও বুদোর ঘাড়ে, बांडानीरक कांग्रेड वरन ! রাজভক্ত অমুরক্তা, তোমার সৰ বাঙালী ছেলে, এরা ধর্ম-পথে সদাই রভ,

অধর্ম করে না মোলে। बाद्ध मारहब द्वशी बाहा, কত কটু কহে তারা মা গো! কেবল তোমার চরণ, কোরে স্থরণ, ভাগতে থাকি নম্নজলে। বলে যত গো-বানর, शवर्गत श्वानत् श्वा (भी ! ওমা " কেনিং " কভু " কনিং " নন্. বলী তিনি ধর্মবলে। '' হ্যালিডে " আর, '' বিন্তন " আদি, ধর্মবাদী সভাবাদী, মা গো ! ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি, এরা দেশে আছে বোলে। দরাদানে বাঁচয়েছেন সং, পাপের কথা পারে ঠেলে। আমরা তা নৈলে পর এত দিনে. কোপায় যেতেম রসাতলে। वं रमत खर्ण चार्छ तांका, এঁদের গুণে চলছে কার্যা, মা গো! এখন এমন विधि कत्र धार्या, বাছো যেন স্বোণা কলে। সম্প্রতি এক বিষম বিধি.

भाने श्राह हरन करन, এক কল্সী হুধে ঘোলের ছিটে, নীলকরে রাজত্ব পেলে। মরে প্রজা, মরে চারা, বেজির গর্ভে সাপের বাসা, মা গো! থেকে বনের মাঝে বাঘের সঞ্চে वाम करत्र भी ! कमिन छंटलं ? दल याता कवत्रम्ख, তাদের ঘরে লাভের গন্ত, মা গো। বেন মন্তপদের মাত্র হয়ে, হেলিডের পদ নাহি টলে। বাঙলা দেশের কর্তা যিনি. কুটি কুটি ফেরেন তিনি, মা গো! তাই দেখে ওনে ভুর পেয়ে মা ! কত লোকে কত বলে। (क्ट वर्ण अः भशाती, কেহ বলে ধ্বংস্কারী, মা গো! নিতে অত্যাচারের গুঢ়তত্ব, চক কোরে বেড়ান্ ছলে। यात्र मत्न या छेन्य इत्र. সেই কথাটা সেই ভোকয় মাগো! আমি জানি তিনি ধর্মময়.

ধর্ম আছে করতলে। দাঁতে কুটো কোরে মা গো! ৰলি বস্ত্র দিয়ে গলে। দিয়ে দয়াদৃষ্টি-ৰৃষ্টিধারা,

দৃষ্টি রাথো স্থমকলে!

মা! ভোমার শুভ হোক,

শক্র সব ক্ষয় হোক, মা গো।

তারা একেবারে হবে ধ্বংস,

রংশ না রয় ধরাতলে।

ভারতের ভার দিবে যারে,

এই কথাটা বোলো তারে, মা গো।

যেন ইম্বরেতে দৃষ্টি রেথে,
কার্য্য করে কুতৃহলে।

## চুৰ্ভিক।

## ি প্রথম গীত।

## बाउँ लहानी द्वत ।

রাগিণী দেশমোলার—তাল আড়থেমটা

হয় ছনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে ?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে ?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাটের র্নেড়া, শিক্ষে ধোরে,
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে।
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা,
কে এখন্ আর ভিক্ষে দেবে ?
বত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে ওফ পুরুত মারে জুতো,

ভিখারী কি অর পাবে ?

যদি অনাথ বামুন হাতপেতে চায়, খুসি খোরে ওঠেন তবে ! বলে, গভোর আছে, থেটে থেগে, তোর পেটের ভার কেটা ববে ? খাদের পেটে হেন্ডা, মেজাজ টেড়া, তাদের কাছে কেটা চাবে ? বলে, জৌ বাঙালি, জাম, গোটু হেল, কাছে এলেই কোঁৎকা থাবে 4 আমি স্বপনে জানিনে বাবা, অধঃপাতে দৰাই যাবে। रहास हिंद्रत हिल्ल, हैंगारमन रहल, টেবিল পেতে খানা খাবে। এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না, থেদ কোরে আর কে বোঝাবে ? **जूदक ठीकूत घटत** कुकूत निरम्न, জুতো'পায়ে দেখতে গাবে। হোলো কর্মকাও, লওু ভও, হিঁহয়ানী কিলে রবে ? যুত হধের শিশু, ভোজে ঈশু, **जूरव भारता ७रवन हेरव।** আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো. ত্ৰত ধৰ্ম কোৰ্ছো দবে।

একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে ? यठ हूँ भी खता, जुभी त्मरत, কেতাৰ হাতে নিচে যবে। তথন " এ, বি. '' শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে॥ এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে, সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে ? সব কাঁটা চাম্চে ধোর্বে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি থাবে ? ও ভাই ! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে, পাবেই পাবেই দেখতে পাবে। এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী. গড়ের মাঠে হাওয়া থাবে 1 আছে গোটকিত বুড়ো যদিন, তদিন কিছু রক্ষা পাবে। ওভাই ! তারা মোলেই দফা রফা, এককালে সব ফুর য়ে যাবে। যথন আদবে শমন, কোরবে দমন, কি বোলে তায় বুঝাইবে? वृक्ष " इहे " त्वातन, " वृहे " भारत मिरत, " চুকট " কুঁকে স্বর্গে থাবে।

ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা, র্নাড়ের বিষের হুকুম যবে। তाय नीनकद्वतरमञ्ज स्मर्ज्छति, কেমন কোরে ধর্ম্মে সবে ? ওভাই! ডত দিন তো থেতে হবে, यक मिन थ एमह त्रुट्व। এখন কেমন কোরে পেট চালাবো. মোরে গেলেম ভেবে ভেবে। রোজ অষ্ট প্রহর কন্ট ভূগে, ভাতে পোড়া জোডে সবে। তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না, (कॅंट्रम मिति शहात्वा । যে চির্টা কাল মাচ থেয়েছে. কেমনে সে শুকুনো থাবে ? মরি মেগে মেগে. মাচ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই। কতক্ষণে রাত পোয়াবে ? 'হোলো নিরামিষে শরীর ভক্ক, আমিষের মুখ দেখুবো কবে ? ওরে " উড়ো ধই গোবিন্দায় নম " এই ব্যবস্থা ধরি সবে।

এদ " অক্ষয় দত্তে" গুরু কেড়ে,
" বাহ্য কস্তু " পড়ি তবে।
বত জাত কুটুম্ব বেয়রা হোয়ে,
থাটে কোরে ঘাটে লবে।
দেশের কর্ত্তা বত কালা হলেন,
কাণ পাতেন না কালা রবে।
গিয়ে মাগের কাছে নালিশ করি,
বিলাতধামে চল সবে ঃ

## দ্বিতীয় গীত।

## বাউলের ছর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোন্তা।
ওপো মা, বিজ্ঞোরিয়া, কর্ণো মানা,
কর্ণো মানা ।
বত ভার ্রাঙা ছেলে, আর যেন মা!
চোক রাঙেনা, চোক রাঙে না॥
প্রজা লোকের জাতি ধর্মে,
কেহ যেন জোর করে না।

### কৰিতাসংগ্ৰহ।

ষেন সেই প্রতিজ্ঞা বজার থাকে, मिरब्रह्मा, त्य त्यांवना । ওমা, জাতিভেদে, ভজন সাধ্য, ধর্মতে আরাধনা। মহা অমূল্য ধন,ধর্মরতন, এমন ধনতো আর পাবো না। যত মিশনরি এ দেশেতে, এদে করে কি কারথানা। তারা ইওমন্ত্র কাণে ফুঁকে, শিশুকে দের কুমন্ত্রণা ! (कद हाटि, शाटि, वाटि, मार्टि, नाना शिष्टि, कलि नामा । ৰলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা, ইণ্ডগ্রীষ্ট কর ভলনা ! ख्या (इरमा बर्त्न (कॅरमा हरत्र, তার ভয়েতে প্রাণ বাচে না। তার পাশে " হমো " ছতুমগুমো, ঘুমো ছেলের জাত রাখে না ব ্যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী, " ছেলেধরা" প্রতি জনা। এরা জননীর কোল শূন্য কোরে, কেড়ে নিচ্ছে হুধের ছানা।

नता धर्म धर्म देकारत महत्. ধর্ম-মর্থ কেউ বোঝে না। হোরে পরের ধর্ম ধর্ম হবে-এইটা মনে বিবেচনা ৷ যেন আপন ধর্ম আপুনি পালে, পরের ধর্ম্ম নাশ করে না ৷ এদের ধর্ম-পথের স্বাধীনতা, রেখোনা মা, আর রেখোনা। কেমন কুহক জানে এরা, **छेश्रामा** करत कांगा। ওমা বংশ পিণ্ড ধ্বংস কোরে. কত ছেলে থেলে থানা। নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা, ুকেমন কোরে কোর্কে মানা ? ওমা, আমরা সেটা বুঝতে পারি, থোটা লোকে তা বোঝে না ৷ তুমি সর্বেশ্বরী যদি তাদের, ্রেক রাপ্তায়ে কর মানা। ! তবে টুপি খুলে, আড়া ভুলে, পালিয়ে যাবার পথ পাবে না। নগর কমিশনর থারা, कारमञ अकि विद्युष्टना ।

## কবিতাসংগ্ৰহ।

একি প্রাণে সহে বাঁড় দিয়ে মা, ময়লাফেলার গাড়ী টানা ্ওমা ছগ্ধ বিলে মরি প্রাণে, হিঁত-লোকের প্রাণ বাঁচে না। যত শাদা লোকের অত্যাচারে. গুরু বাছুর আর বাঁচে না ৷ যত দেশের পরু ভূট কোরেছে, টেবিল পেতে থেয়ে থানা ৷ এবা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেটে, আন্ত ভগবতীর ছানা। একে রামে রক্ষে নাইকো. স্প্রীব তার হল সেনা। যত দিশি ছেলে কোপচে উঠে, চাল চেলেছে সাহেবানা । " কারে কব গুটুখের কথা, কাল পেতে মা কেউ শোনে না। যারে দেবতা বলে পূজা করি, তাতেই হোলো বিডম্বনা। घाता लाउन हत्य, शांड़ी हातन, করে কত হিত সাধনা। আর ছগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়, ত। थ्या প्रानिधात्वा ।

" গৰু তক '' কছতক, 'এমন তরু আর হবে না। करन " शक्तशांटि " मधि, इस, गत, नवनी, घठ, कामान मत्नर्त्र इः एवं वृक् कारहे मा, বোল্তে গেলে মুখ ফোটে না 1 त्य शीरकत करन रही हरन, এমন গাছে দিছে হানা। ওমা, গোহত্যাটা উঠ্নে দেহ, অভয় পদে এই বাসনা। মাগো সকল গরু ফুরয়ে গেলে, ছগ্ধ থেতে আর পাব না 🏻 থাবার দ্রব্য অনেক আছে, তাই নিয়ে মা চলুক থানা ! ওমা, এমন ত নীর গরুর মাংস না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না॥ স্বোণার বাঙাল, করে কাঙাল, ইয়ং বাঙাল যত জনা। সদা কর্তুপক্ষের কাছে গিয়ে, কাণে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা # এরা, না "हिंद," না "মোছোলমান." थर्म्मधरनत थात्र धारत्र ना ।

#### কবিতাসংগ্ৰন্থ।

नम् "मन", "कितिकी", विषम ''धिकी'', ভিতর বাহির যায় না জানা। ঘরের টেকি, কুমীর হোয়ে, ঘটার কত অঘটনা। ध्रता (नांगी खन, छोकांतन घरते, আপন হাতে কেটে থানা। অগাধ বিদ্যার কিদ্যাসাগর, তরক্তায় রক্সানা। তাতে বিধবাদের "কুলতরী", অকুলেতে কুল পেলে না। কুলের তরী থাকলে কুলে, কুলের ভাবনা আর থাকে না 🎗 দে যে অক্ল-সাগর, দারুণ ডাগর, কালা পাণি বড় লোণা। যুখন সাগরে টেউ উঠেছিলো, তথনি গিয়েছে ছানা॥ এর দফ্রা থেয়ে নফ্রা ইত, কোরে বসে কি এক্ থানা। •তখন কর্তারা কেউ ভনলেন্ না তো, লক্ষ লক্ষ হিঁত্র মানা॥ এরা বাঘেরে করিলেন শিকার, কাঁদে করি ইছ র ছানা।

তদবধি রাজ্যে তোমার, উঠেছে এক কুরটনা। ওমা, আমরা বৃঝি মিছে সেটা, অবোধে প্রবোধ মানে না ॥ " কালৰিল " \* কাল্ বিল্কোরেছেন, হিঁহর তাতে ঘোর যাতনা। তুমি রাভের বিয়ে তুলে দিয়ে, ছিঁডে ফেলো আইনথানা॥ ওমা, যে পাপে হোক প্রজা মরে, চার টাকা দর, চাল মেলে না। দেখ অনাহারে, প্রজামরে, না থেয়ে আর প্রাণ বাচেনা॥ ওমা, যত বাবু, হোলো কাবু, আর চলে না বাবুয়ানা। যারা আহ্ব পেঁডা দিত ফেলে, তারা এখন চিবোয় চানা ! বড়মানধী দূরে থাকুক, ভালো কোরে পেট চলে না । এখন কেমন কোরে চড়বে গাড়ী, জোটেনাকো ঘোড়ার দানা !

<sup>\*</sup> Sir J. W. Colville.

শাসন পালন করেন যাঁরা. হোলেন তাঁরা কালা কাণা। ওমা, না থেয়ে সব প্রজা মরে, নাইকো সেটা দেখা শোনা। কত বার মা পোডেছিলো, দর্থাস্ত কত থানা। ৰলেন " ফিরি টেন্ডেড '' বন্দ কোর্ত্তে, কোনো কালে কেউ পারে না॥ চেলের বাজার শস্তা কর. পুরাও গোমা দব বাদনা। তবে इःथी लांक्ति यांगीर्साए, আপদ বিপদ আর রবে না ॥ শিব সভেন কোচ্ছি তোমার, মহামন্ত্র আর্ধিনা। আছে মহারথী দেনাপতি, ভগবতীর উপাসনা ॥ হুগানামের ছুর্গ গেঁথে, রেখেছি মা "দেলেখানা"। छाटा छान (शाना, मकन लाना. ভক্তি অন্ত আছে শাণা ॥ আছে মনশিবিরে সজ্জা কোরে, সংখ্যা হয় না কত সেনা।

আছে জোড়া ঘোড়া সত্য, ধর্ম,
উড়ে যাবে ধরে ডেনা॥
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ডেবো না মা, সে ভাবনা।
সেই "তাতিয়া তোপির" মাথা কেটে,
স্থামরা ধোরে দেব " নানা॥"

#### আচার ভংশ।

কালগুণে এই দেশে, বিপরীত সব।
দেখে গুনে মুখে আর, নাছি সরে রব॥
এক দিকে বিল্প তুঁই, গোলাভোগ দিরা।
আর দিকে মোলা বোদে, মুর্গি মাস নিরা॥
এক দিকে কোশাকুশী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে, ডেবিলে থার থানা॥
ভূতের সংসারে এই, হোরেছে অন্ত।
বুড়া পুজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পুজে ভূত!
পিতা দের গলে হত্ত, পুজে ফ্যালে কেটে।
বাপ পুজে ভ্গবতী, ব্যাটা দের পেটে!

বুদ্ধ ধরে পশু-ভাব, জশু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষণ, ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পার কারা আসে, কব আর কাকে?
যার যার হিঁছরানী, আর নাহি থাকে॥
ওহে কাল কালরপ, করালবদন।
ভোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন॥
দেব দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার॥
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে।
এথন ভরাবে পেট, হিল্পের্ম থেয়ে?
দোহাই দোহাই কাল, শাস্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও, আঁচমন কর॥

# বাবাজান বৃড়াশিবের ভোত্ত।

### রঙ্গবিলাস ছন্দ।

বম্বম্বম্, বব, বম্বম্বম্। কিনে তুমি কম ? বাজাও ব্রিটিস্শিঙ্গে, ভম্ভম্ভম্। বম্বম্বম্, বব, বম্বম্বম্॥

শ্রীবাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিথর। বিশ্বমারে অপরূপ, দৃষ্ট মনোহর। কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব। তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব॥

<sup>\*</sup> Marshman যথন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া দেশে বান, তথন ঈশ্বরচক্র গুপ্ত এই কবিতা লিথিয়া, তাঁহাকে বিদায় দেন। তুইজনে বড় বনিব্নাও ছিল না।

ভব্দেহ ভূতনাথ, ভোলা মহেশর ।
গলার তরল তব, মাথার উপর ॥
কথনো প্রথম বেগ, কভু থম্ থম্ ।
বম্ বম্ বম্, ৰব, বম্ বম্ বম্ য়
কিলে ভূমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিলে, ভম্ ভম্ ভম্ ।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ রম্ ॥

"ক্ৰেণ্ড অব ইণ্ডিলা" বৃষ্ঠে আবোহণ।
অহলার অবলার, ভ্লক ভ্ৰণ ॥
পক্ষপাত হাড়মালা, সদা অশোডন।
নিধা, ছল, তোহামোদী, ত্রিপ্ল ধারণ॥
ধ্রপান ছল তব, কাগজের কল।
উর্জাগে ধক্ ধক্, জলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজী, নাহি ধাও দম।
বশ্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিনে তৃমি কম ।
বালগে ত্রিটিদ শিকে, ভম্ তম্ তম্ তম্।

वन् वम् वम्, वव, वम् वम् वम् ॥

টাউব্দেশ্ড †, রবার্ট দন ‡, নন্দী ভূঙ্গী ছটো।
নিয়ত নিকটে আছে, দাঁতে করি কুটো॥
ছাই-ভন্ন-বিভূষিত এ টোকাঁটো থার।
গালবাদ্য করি সদা, বগল বাজার॥
"ডেবিল" ছপাশে তারা, টেবিল ধরিয়া।
"এবিল" হতেছে স্থেধ, তোমার স্মরিয়া॥
কাজ ভাল, লাজহীন, রাজপ্রিয়তম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ম
কিলে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিন শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম।
বম্ বম্বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
বম্ বম্বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
বি

লাঞ্নার বাঘছাল, বঞ্নার ঝুলি।

এক মুথে পঞ্চানন, সাধে বলি শূলী॥

তিরস্কার পুরস্কার, অতুল বিভব।

নিজ নিন্দা শ্রবণেতে, হোয়ে থাক শব।

<sup>†</sup> Meredith Townsend বিনি পরে লগুনে Spectator পত্তর সম্পাদক হইয়াছিলেন। এরামপুরে ইনি "সমাচার দর্পনের" সম্পাদক ছিলেন।

<sup>‡</sup> তখনকার Government Translator.

কালী রপে কালী তব, ক্লরে বিহরে।
ক্টির মড়ার কাঁথা, জবা আছে দরে॥
বিভ্বন জর করে, তব পরক্ষ।
বম্বম্বম্বব, বব, বম্বম্বম্।
কিলে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিল শিকে, তম্ভম্ভম্।
বম্বম্বম্, বব, বব্বম্বম্॥

কাউলিল কোচের গৃহে, বড় সমাদর।
অলুরক্ত ভক ভব,যত গ্রানর ॥
দিবিল শৈবের দল, তব পাঠ করে।
হরে হরে বারাজান, বারাজান হরে ॥
বোঢ়শোপচারে পূজা, ভক্তে করে যোগ।
মন্দিরে বিদিয়া স্থবে, খাও রাজভোগ ॥
তোমার গুণের কেহ, নাহি পার ফ্ম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
কিলে তুমি কম ?
বাজবৈও ব্রিটির শিকে, তম্ ভম্ ভম্ ভম্ বম্ বম্, বব্, বম্ বম্ বম্ ম্

"ধর্মতলা" ধর্মহীন, গোহত্যার ধাম।

"ফ্রেণ্ড অব ইপ্তিরা" সেরপ তব নাম ॥

বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর ।

"ফ্রেণ্ড" হয়ে, ফ্রেণ্ডের, থেয়েছ তুমি আর ( R ) ॥

কত ভাব ধর তুমি, কত ভাব ধর ।

রাজায় করিলে খুন, শুণ গান কর ॥

ন্রমিতে অস্তাম পথে, কিছু নাহি লম।

বম বম্বম্বম্বম্বম্বম্।

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস শিঙ্কে, ভম্ ভম্ ভম্ ।

বম বম বম, বব, বম বম বম ॥

কালো তুমি শাদা কর, শাদা কর কালো।
আলো কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো।
সংলেরে আকাশ কর, অকাশেরে হল।
জলেরে অনল কর, অনলেরে জল।
কাঁচারে বানাও পাকা, পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুঁটো, ঝুঁটো কর সাঁচা।
কাঙ্গালির হুখনাতা, বাঙ্গালীর যম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম ?

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

বাজাও ত্রিটিদ শিজে, ভম্ ভম্ ভম্। বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

শুনিতেছি বাবান্ধান, এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে ক্রিতেছ, বিলাত গমন ॥
যোড়করে পশুপতি, ক্রি নিবেদন ।
সেথানে কোরোনা গিয়া, প্রজার পীড়ন ॥
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি, সঙ্গে লোয়ে যাও।
এথানে বিসিয়া কেন মাথা আর থাও?
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, টম্টম্টম্।
বম্বম্বম্, বব, বম্বম্বম্।
কিনে তুমি কম?

াকদে তুমে কম ? বাজাও ত্রিটিদ শিঙ্কে, ভম্ ভম্ ভম্ । বম্বম্বম্, বব, বম্বম্ বম্॥

# তৃতীয় খণ্ড।

# ঋতু বর্ণন।

#### গ্রীমা।

खातरा वैक्ति श्रांत, वान् वान् वान् ।
वान् वान् वान् धिक, ख्यादेव नान् ॥
विषदीन रहारत रान्, विषद नान् ।
रङ्क खात व्रक् प्रथ, मातिराज्य नाम् ॥
विनर्ष्य प्रथत कथा। त्रक नार्ग हान् ।
वात्र वात्र कछ खात, जिल्ला निव कान् ?
शात खात नाहि मत्र, जनतत जान् ।
मृश्च हर्ष्य निष्य र्यान, खनतत्त्र जान् ॥
विकल रहार्ष्य ह्यान, भतीरत्त्र कन् ।
रम् कन रम कन वादा, रम कन रम कन् ॥
कनरम कनरम दादा, कनरमर्द्य वन ।
रम कन रम कन वादा, रम कन रम कन ॥

কি করে করণ অভি, রবি মহাশ্র।
অরণ ত নর এ যে, অরণতনর ॥
কি গুণ দেখিরা লোকে, মিত্র তারে কর?
মিত্র যদি মিত্র, তবে শক্ত কোথা রর?
এই ছবি এই রবি, থর অভিশর।
নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয়?
পিতৃগুণ পুত্রে হয়, এই তু নিশ্চর।
পিতা হোরে রবি বাাটা, পুত্রগুণ লয় ॥
জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

ছারথার হইতেছে, অধিল সংসার।
বোর রিষ্টি যার সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন, কেহ নাই স্থেও ।
স্বাকার শবাকার, হাহাকার মূথে॥
ক্ষা,মাত্র কেহ আর, নাহি হয় স্থির।
কার সাধা দিনে হয়, ঘরের বাহির ঃ
শমনতাতের তাতে, বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ, রক্ষা আর নাই॥

ज्थन व्यवन रहारित, शर्फ ज्यिजन । रम जन रम जन वारा, रम जन रम जन । जनरम जनरम वारा, जनरमरित रन्। रम जन रम जन वारा, रम जन रम जन ।

कल दिना कनाभरत, मरत कनात ।

रिकम्पन वाहिर्द्ध वन, खनवानी नत ?

श्रेष्ठ शकी व्यक्ति कित, कृष्ठ (थेष्ठ ।

धर्कवारत नकरनित, मरह करनवत ॥

भीजन हहरव द्वारन, यिन बाहे वरन ।

वर्त्तित वितरह ज्था, स्थ नाहि मरन ॥

छक्जरन जाभ रमग्र, माग्राज्ञभा हांगा ।

छेभरत जभन वर्ष, नीरह जांत कांग्रा ॥

हावा रहारत कृषि वावा, रमर्थ मावानन ।

रम कन रम कन वावा, रम कन रम कन ॥

कनरम कनरम वावा, रम कन रम कन ॥

বাঘ হোল রাগহত, তাগ নাই তার।
শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার ॥
তাব দেখে বোধ হয়, হইরাছে মৃগি।
তার কাছে শুরে আছে, মৃগ স্থার মৃগী ॥

হরি হরি হেব ভাব, ভাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে, প্রেমভাব করি॥
একঠাই বহিয়াছে, রাক্ষম বানর।
মযুর ভূজকে নাই, হন্দ পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ, যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

হার হার কি করিব, রাম রাম রাম ।
কত বা মুচিব আরে, শরীরে ঘাম ?
টদ টদ করে রদ, ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ হুর্গন্ধ গায়, পোচে যায় চাম ॥
ঘামাচি ঘামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে।
পূবের বাঙ্গাল চাচা, যত বাবু ভেয়ে॥
নথাঘাতে হয়ে যায়, দব অঙ্গ থোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ, বব বম ভোলা॥

८न जन ८न जन राया, ८न जन ८न जन। जनरन जनरन राया, जनरनरत यन॥ ८न जन ८न जन राया, ८न जन ८न जन। चाकां में ना छनि चांत्र, प्रनित्वत नाम।
वित्रप हरेन शांहर, तप्रमम छाम॥
ख्थांत्म प्रकल भांथा, त्राष्ट्र रहन छात्रा।
कानक्ष्र प्रह छात्र, हरेबाह्य तात्रा॥
नातिरकन ख्थारेन, हांत्म छन्नहाता।
दिखान हरेबा छान, भांत्म यात्र मात्रा॥
दकां वर्षा छान, भांत्म यात्र मात्रा॥
दकां वर्षा छान, भांत्म यात्र मात्रा॥
दकां वर्षा हरेन (क्षा), अँ हां प्रभाविद्या॥
छन विना मध्रीन, हां हां मध्रम ।
दम छन दम छन वांचा, दम छन दम छन ॥
छनतम छनतम वांचा, दम छन दम हम।
दम छन दम छन वांचा, दम छन दम छन ॥

হইলে মধাহ কাল, কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন গুণাতে থাকে, কলেবর ঘটে॥
ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপাশ।
আই ঢাই করে থাই, পাথার বাতাস॥
পাথার পবনে প্রাণ, কত যায় রাথা।
বোধ হয় সে বাতাসে, হতাশনমাথা॥
নিদাকণ নিদাবেতে, নাই পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশে, জগতের প্রাণ।

ष्मिन क्तिष्ट् रृष्टि, श्रेवन ष्मन । दि क्वा दि क्वा वांचा, दि क्वा दि क्वा ॥ क्वादि क्वादि वांचा, क्वादित व्या। दि क्वादि क्वादा, दि क्वादि क्वा

जिशद हिंद्या (मथ, शांधी कि श्रकांत ।
भाषात जिशद करत, शांधात श्रहांत ॥
काउत हहेंद्या कछ, काँमिटछ ह् हर्ष ।
ज्यित कर, हा ज्या स्वा ज्या, तर्म प्रत्य ॥
क्या माज मीठू शारम, माहि हांद्र क्रिट्त ।
जिक्त प्रथ एडरक एडरक, शंगा रश्म हिरत ॥
छत्त्र पम माहि हत्त, ममत्रक्षमत्र ।
रथरत्र ह्या कार्य त्र मुंथा, मीत्रम मिमत्र ॥
शिशामात्र मात्रा यात्र, हांछरकत मा ।
रम ज्या रम ज्या रात्र, हांछरकत प्रमा ॥
ज्या मात्र वात्र ।
स्वा रम ज्या रात्र , ज्या रम ज्या ।
स्व ज्या रम ज्या रम ज्या (म ज्या रम ज्या ।

জাহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু।
দাতে কেটে, থু করে, ফেলিয়া দিই নিচু॥

शांक (शरक, जांक (शरक, विष (वांध इत । जांक (श्रांक वांचा वांचा वांचा) किंदू जांच नव ॥ व्यक्ष वांचा, वर्ष वांचा, वर्य वांचा, वर्ष वांचा, वर्ष वांचा, वर्ष वांचा, वर्ष वांचा, वर्ष वांचा, वर्ष वांचा, वर

থ্রীয় করে বিশ্বনাশ, দৃষ্ঠ ভয়ন্বর।
কৃষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর ॥
শাধীপরে অঁথি মুদে, আছে পাথী দব।
চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব ॥
কোকিল কাতর হয়ে, কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে, গলা ভাঙ্গিতেছে
বিরল বিপিন মাঝে, সার করি গছে।
ধার্মিক হইয়া বক, নাহি ছোঁয় মাছ॥

<sup>\*</sup> ভেড়া ও মটনাদি।

#### কবিতাদং এই।

च्छन क्ॅं ज़िया जान, त्नाज़ाय निजन।
तन कन तम कन तारा, तम कन तम कन॥
कनतम कनतम तारा, कनतमत्र तन ।
तम कन तम कन तारा, तम कन तम कन॥

ভाবি মনে श्लिश्व हव, সমোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে॥
দে জলে অনল জলে, পুড়ে হই থাক।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে বেথে পাঁক॥
কত জল থাই তার, নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট, সাগর সমান॥
বোতলের ছিপি খুলে, যদি থাই সোঁদা।
তার তার বোদা লাগে, মুথ হয় জোঁদা॥
উদরে থেলিয়া টেট, করে কল কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার। কিন্তু হয় উপবাদে, উপবাদ দার॥ ज्नियां श्रम्म क्ल, नित्न जात्र वात्र ।

प्रमानत यां जा वात्र, नात्क करत वात्र ॥

उत्री चात्र उपित्र, ज्ञ्चल्त वात्र ॥

किश्विर भीजन हत्र, त्क्रल नित्न वात्र ॥

खन्छन, खन ज्नि, चार् चक्रकारत ।

चित्र वात्र वनी नत्र, किन निवरारत ॥

हरेन स्वामह्ल, कमत्नत मन ।

तम् कन तम् वावां ति कन तम् कन ॥

कनतम् कनतम् वावां, जनतम्दर वन ॥

तम् कन कम कन वावां, तम कन तम् कन ॥

মাট আছে কঠি হরে, ফুটিকাটা মাটী।
কোথা জল, কোথা হল, কোথা তার পাটি।
হোরে চাষা, আশাহারা, হার হার বলে।
কাঁদিয়া ভিজার মাটী, নয়নের জলে।
শস্তচার গ্রীয়ব্যাটা, দস্থা অতিশয়।
ক্ষরির কল্যাণ-কথা, কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে, নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হোরে, মারা গেল চারা।
আকাশ চাহিরা আছে, কাছে রেথে হল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ৫

कतरम कतरम वावा, कतरमरत वता। रंग कत रम कत वावा, रम कत रम कत॥

नगरतत पिक्ति। एक जिल्ला ।
था गरित थरमत गिरि, मूफिश्रा ह यत ॥
था गरित थरमत गिरि, मूफिश्रा ह यत ॥
था गरित थरमत जिलि, मूफिश्रा ह यत ॥
था गरित विकास नित्र थे करमत त ॥
थ गर्छ थ गर्छ विन, पेरवर्ट छे मिश्रा ॥
वाखि- कम था श्र छत्, क्रांसिक थू मिश्रा ॥
वाखि- कम था श्र छत्, क्रांसिक थू मिश्रा ॥
वाखि- कम था श्र छत्, क्रांसिक थू मिश्र ॥
वाखि- कम था श्र छत्, क्रांसिक थू मिश्र ॥
वाखि- कम था श्र छत्, क्रांसिक थू मिश्र ॥
था खा हिस्स का वाल्ला स्वा ।
एम कम एम कम वाला, एम कम एम कम ॥
कम एम कम एम कम वाला, एम कम एम कम ।
एम कम एम कम वाला, एम कम एम कम ।

মণ্ডালোষা দধিচোষা, ঢোসা দল যত। কোষাধরা গোঁসাভরা, তপে জপে রত॥ প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে। পূজার আসনে বসে, মন্ত্র যায় ভূলে॥

-:::-

<sup>\*</sup> ইচ্ছা। † বরফ।

मित्तद र्ठकार कना, कना आर होई ।
थे कर इ जून निरंत, गंग कर इ था है।
छुजेगान रक्त मित्रा, निज त्में गोतन ।
त्कांया थर इ हक् हक्, जन हातन गोतन ॥
ना कूँ कि ना कूँ कि कृत, आरंग हो इ कन ।
तम जन तम जन ताता, तम जन तम जन ॥
कनतम जनतम तीता, जनतम्द वन ।
तम जन तम जन ताता, तम जन तम जन ॥

-:::-

क्ष्म कात्र यात्र, या कें निर्माण ।
हाँन काँन करत या कि, त्रिकेट निर्माण ।
वित्मयकः शाका माजि, त्रिकेट माकि कुँ जि ।
द्रिकेट शिका त्रिकेट कार्ट , द्रिकेट माकि कुँ जि ।
द्रिकेट शिका त्रिकेट कार्ट , द्रिकेट माकि कुँ जि ।
कांका त्रिका त्रिका त्रिका त्रिका माकि शिका मिति ॥
कांकि त्रिका स्वाम श्री है ।
कांकि द्रिकेट स्वाम श्री है ।
द्रिकेट कि त्रिकेट स्वाम स्वाम त्रिकेट ।
द्रिकेट स्वाम स्

हात्र हात्र कांत्र कांत्र , किंत वन (थेन।
यात्र धर्म धिक कर्म, हत्र मर्माएलन ॥
जी श्रूक्ष छेल्यत्र घटिए विट्यून ।
निमाप नांखिक वांछी, नृश्च करत दन ॥
मध्या हहेन दयन, विधवात श्यात्र ।
दक्ष चात्र चनकांत्र, नाहि तारथ गांत्र ॥
मगाहे हक्षन मन, यञ्च थूटन थारक ।
हेव्हा करत चक्षरन्दत, चक्षरन ना तारथ ॥
चार्ग जार्ग थूटन रक्रम, वांना चांत्र मन ।
दि कन दि कन वांची, दि कन दि कन ॥
कन्मार कन दि कन वांची, दि कन दि कन ॥

কোথায় বক্ল হায়, কোথায় বক্ল।
বক্ল কক্ষণ হোমে, সাগর ভক্ষন॥
লুকায়ে দাকল ভাব, অকল সক্ষন।
এথনি নিদয় গ্রীম মক্ষন মক্ষন॥
ঘন ক্ষন, ঘন দল, চক্ষন চক্ষন।
জীবের সকল ত্থ, হক্ষন হক্ষন॥
অবনীর উপকার, কক্ষন কক্ষন।
গ্রীমনাশে রল অন্ত ধ্ক্ষন ধ্ক্ষন॥

त्मवनारम इत्य वाक्, स्वा छेन छेन । एम जन रम जन वावा, रम जन रम जन। जनरम जनरम वावा, जनरमद्व वन। रम जन रम जन वावा, रम जन रम जन।

কোথার করণামর, জগতের পতি।
তব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥
করণা-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার।
পড়ুক আকাশ হোতে, স্থার স্থার ॥
চেরে দেখ চরাচরে, কারো নাহি বল।
কিরূপ হোয়োছে সব, অচল সচল ॥
আর নাহি সহ হয়, প্রভাকর-কর।
মারা যায় তব দাল, প্রভাকর-কর।
কাতরে ভোমায় ডাকি, আঁথি ছল ছল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।

# বর্ষার অধিকারে গ্রীমোর প্রাদূর্ভাব।

প্রতিদিন পোড়া জল, হয় হয় হয়না।
বোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, স্টুষ্ট আর রয়না॥
যাই যাই বিনা কেহ, কোনো কথা কয়না।
উহু উহু বাপ বাপ, তাপ আর সয়না॥
বরুণ করুণ হোরে, রুপাভার বয়না।
জলধর চাতকের, তরু আর লয়না॥
সধবা বিধবা সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীয়ে হোলো তপস্বিনী, যত সব য়য়না॥

মিছেমিছি করি জাঁক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,
থিছে ডাক্, শরদের প্রার ।
কোথার বৃষ্টির পতি, কি হবে স্প্টির গতি,
চলেনা দৃষ্টির গতি হার ॥
কে কহে জাবাঢ় মাস, থেতেছে গারের মাস,
রসকস্ কিছু নাহি মুখে ।
অবনী সরসা নর, কেমনে ভরসা হর,
বরহা বরহা মারে বুকে ॥

বরষার একি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা, ভাল ধারা ধরে ধারাধর।

করিতেছে সমীরণ, হতাশন বরিষণ, পুড়ে যার ধরা ধরাধর॥

মরে যত জলচর, নদনদী সরোবর, শুধাইল যত জলাশর।

হার একি অপরপুর, অনলে পুরিল কৃপ, পাক মাত কিছু নাহি রয়॥

धानिकति खनापारत, खनापारत खनापारत, हांखन (योजन ७४ क्या।

হোয়ে চাতকের মত, পাতক ভূগিছে কত, মানবাদি প্রাণী সমুদর॥

ফুটীফাটা হোলো ঘাট, চেলাকাট যেন মাঠ,

ছাট বাট সকল সমান।

শমন-তাতের তাতে, <sup>1</sup> একেবারে সব তাতে, তাতে আর নাহি রয় প্রাণ॥

বর্ষায় থেলে হলি, প্রন উড়ায়ে ধ্লি, দশ্দিক করে অন্ধকার।

হার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়, এ প্রকার সাধ্য আছে কার?

किंदा धनी किंदा तीन, এक छाटा कार है निन, कीन सीन मतारे।

বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে আহি আহি, কোনোরপে রক্ষা আরে নাই॥ এতাপ ভূতৰ ফুঁড়ে, ব্যাপিৰ পাতাৰ জুড়ে, বাস্থকীর মাথা পুড়ে যায়। উপরে পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ, মরি মরি হার একি দার। দিনকর থরতর, অমরেরা মর মর, জর জর হলো ত্রিভূবন। বিখের জীবন বায়, সে হরে বিখের আয়ু, জীবনদ না দেয় জীবন ॥ ज्य मना, कन शाह, आशाद जीवन वाह, জলেরে জীবন সবে কয়। वन वन ७ नि छाई, ध कीवन विना छाई, जीरतत जीवन किरम तत्र **१** যথা যথা শাখী যত, শুখাতেছে অবিরত, শাথাপত্র সব হোলো সারা। বোর তৃষ্ণা সোমে সোমে, ক্রমেতে নীরস হোয়ে. সমুচয় চারা গেল মারা॥ তাপেতে ভঁথায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,

পৌরতে গৌরব নাই, আমােদা নাহিক পাই, আনে নিলে জোলে যায় নাসা॥

ফুলবাসে বহিং করে বাসা।

কি কৰ ছ: থের কথা, বৃক্ষসহ যত লতা, স্থাভাবে ছিল এতদিন। মুথতুলে সেই লতা, এথন না কয় কথা, নতমুখে হডেছে মলিন॥

বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাথারূপ করে ধরি, লতার স্তবক্রপ স্তন।

নাগর নাগরী যোগ, মরি কি স্থথের ভোগ, কোরেছিল প্রেম আলাপন ॥

দীর্ঘকার প্রাণপতি, লতা বালা রস্বতী, পতি-মুখ-চুম্বন স্বাশার।

দিতে দিতে আলিকন, করি দেহ সঞ্চালন, ক্রতগতি উর্দ্ধেশ ধায়॥

মরি মরি জাহা আহা, এথনি দেখেছি যাহা, কণপরে তাহা নাই আর।

পতির অবস্থা ভেদে, সভী লতা মরে থেদে, কালের কি ভাব চমৎকার ॥

কালের কি ধর্ম হেন, আবাঢ়ে বৈশাথ বেন, বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।

জোলে পুড়ে ছারধার, ধরণী কি বাঁচে আর, ঘর্ম আর নয়নের জলে।

নীরদে না পেয়ে নীর, শাথা আর শাথিনীর, হোয়ে গেল দাকণ ছর্দশা।

মরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাঁচিতৈ পারে, কোখা তবে সুখের ভরদা ?

কার কাছে করি থেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ, লুপ্ত হয় বেদ-বাবহার।

স্বভাব অভাব বরে, স্থান্ত সব নাশ করে, নিদাঘ নাস্তিক ছুরাচার 🌡

পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক বেন ইলে রাজা, ।
পেটে পূরে জলের সাগর।

চক চক গেলে যত, উদরী রোগের মত, সকলেরি উদর ডাগর ॥

পাতে মাত্র দিই হাত, কে থার গরম ভাত, পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।

কেবল অম্বল থাই, পেটের সম্বল তাই, টম্বল টম্বল ঢালি জল॥

উত্ত ভাষ রাম, পিচিরা গারের চাম, ঘামকুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।

দাদ, কণ্ডু সব পায় নাট্রে মাজির প্রায়, সাজিলেন বাবুভেয়ে যত ॥

ভন্নাচার বারা ভচি, কালভেদে হাড়ীমুচি, আচার হইল রাখা দায়।

থেতে বোসে চুলকুনি, মেলিয়া নথের কুণি, এঁটো হাত দিতে হয় গায়॥ পুলা, সন্ধানাহি ঘাটে, প্রিপাসায় ছাতি ফাটে, ফেলে দিয়ে ফুল বিবুদ্র।

ঠাকুরে ঠেকায়ে কথা, বিভার করিয়া গলা, কোলা ধোরে গালে ঢালে জল ॥

নাজো নাই অভঃপুরে, ত্বিয়া গিয়েছে ঘুরে, তথভাতে তৃথ না হইলা।

বলে বাসি, ভালবাসি, নেৰু রস গন্ধ বাসি, পাস্থা খান ক্ষায়ানী য়াথিয়া॥

কারো নর নিরাহার, নিরবধি নীরাহার, রাজভোগে নহে প্রাস রক।

বেছ হোতে ঝরে নীর, ক্ষেত্রে দিরে হ্র্য ক্ষীর, বোল নিয়ে গোল করে কত ॥

হোবে জীয় গ্রীষ্করাজ, সাধিছে আপন কাজ, ঘোরতর করিছে নাজার।

ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত, খেড়েছেন সুবাই পাকার।

যাহারা সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়, পরে জার কে করে জাহার।

কিঞ্চিৎ ছুইলে বেলা, প্লকাণ্টে প্ৰথির থেলা, বে ঠেলাব প্ৰাণ বাঁচা ভার ॥ পশ্চিমের যত থোটা, নাহি থার চানা ভোটা, পিপানার প্রাণ ওঠাগত। लाहा लाहा निक्कि (थरब. थाहियात्र गीछ रगरब, পড়ে পড়ে খালি দেখে কত। উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটা গেলা কাঁই পাঁই, \* কাঁইাজি-পো শলা । नुगांगहा त्नरंत त्नरंत, र्रेखा छए जानि त्नरंत, খরারে মো ইসা উজি গলা॥ দিশি পাতিনেডে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা, মলীম মলীম মামু কয়। হাঁাছবারি থেকু ব্যাল, প্যাটেতে মাথিকু ভালে, नां डि डर्न निषं नाहिं इत्र॥ और ए एम क्रू, नानी, कनूरे एडल द शानि, ক্যাচাক্যালা কেচুর ছালন। बाखन करनिन शांक, वानवाका किरम वाँछ। কিনে থাতে তেকার মরণ॥ আসমানে পাণি নাই, "পেঁজিতে কি ন্যাথে ভাই, বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া। খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাটভরে, মোট বই লাপ বিচাইয়া॥ आनि cg \* \* \* वारें, ैशैंडन हिनन थारे, বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে। ঢাহা চামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে থামু, বগবতী বৈরব কোহানে ?

হিব হিব, অরি অরি. হুজ্জির হতাপে মরি, গরে যামু কেমাই করিয়া ? बीमावर्डी वशमान, जामशान द्रार जान, পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া। র্বজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি. অলসেতে শরীর এলায়। মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্লে না করে বাস, द्रक मूर्थ भदन (थनाम ॥ हाफका है काला है। मन, कनरम ना हरन हाम, আফিসে থপিস হয়ে আছে। कालामूर्थ डिटर्ट द्वाता, दिलाक दिखाली द्वाता, আত্মদ না কেউ মোর কাছে। নেটিব কেকুর সাৎ, বোলতে কোর্ছে নেই বাৎ, ক্যালাম্যান ভাগম ভোরা ভাগম। গমিস ডিকোষ্টা সাৎ, ' দেঁড়িয়ে কেটেমু রাৎ, সিলিপ করেনি মোর ম্যাম # मारहरवता मात्रा हब, कामिल क्लिया कब, ও গড ও গড, ড্যাম হাট। बद्राक मिनारम बन, शाल जात अनर्गन, তবু সদা গলা হয় কাট॥ द्वाद्व (प्रांड़ा थम थम, जल तम्ब कम कम, সে জল অনল বোধ হয়।

#### কৰিতাসংগ্ৰহ। ১৬১

नित्रक्षत्र थोत्र त्मानां, ट्लांमा मृद्ध नार्त्भ दोमां, विविद्यम् विमात खन्त ॥ (क्रांनी चामना चात्र, बाजारतत्र मत्रकात्र, ৰত যত ব্যবসায়ীগণ। धक नेना नवीकात, नतीत वरहना व्यात, নিজ নিজ কর্মেনাহি মন। পড়ুমার ক্র পাঠ, হাটুরে না করে হাট, ভিখারী না ভিকা নিতে যায়। পথিকেরা গতিহীন, তক্ষতলে কাটে দিন, পোডে থাকে যথায় তথায় ॥ গ্রীন্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ, ্ উড়ে যায় ভূণের কুটীর। তাপে তপ্ত তপোবন, তাক্ত সব তপোধন, জপে তপে মন নহে স্থির॥ वाश (हाटक जना यात, "राहे धरत धर्म कात, কিসে তবে হইবে নিস্তার ? স্মীরণে হতাশন, ছতাশনে স্মীরণ. জলে করে অনল বিহার॥ কাননের পশুগণ, এতদুর জালাতন, সমভাবে শাস্তিগুণ ধরে। বে যাহার হয় ভক্ষা, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য, পরস্পর হিংসা নাহি করে॥

किছूमां नाहि तांग, विवत हाफ़िया वादः জর জর হোয়ে পোড়ে আছে। गांडत गांडत गांड, अन अन दन द गांड, वाक कृति वाक नाटि काटक ॥ দুকে গৃহত্তের পুরি, চোরে নাহি করে চুরি, अन्दर्भ अद्भ खांद्र (म्ह । বড় বীর বোদ্ধা যত, হোমে বলবৃদ্ধিহত, সমরে সাজেনা আর কেহ ॥ শাথীপরে পাথী সব, অবিরত হতরব, আহার বিহার নাহি করে। নীড় মাঝে ভিড় নাই ে বে কিছু গুনিতে পাই বিলাপের ঝাখাঃ সেই স্থারে # পেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাবা, বোসে আছে কাছে রেথে হল। বরষার নাহি ধারা, ' ধাক্তচারা পেল মারা, ছই চক্ষে শতধারা জন।। भिट्मिडि (कंदक क्रैंक, मात्य मात्य छादक पूरक, ফোঁটা কত হয় বরিষণ। ৰমুধার ঘোর তৃষা, সে জবে কি হয় কুশা, चारता जिनि इन जानाजन 4 দিবামান নিশাসান, হান ফান করে প্রাণ

পরিছাণ নাহি জল বিনা।

এমন আঁকষী নাই, থোঁচা মেৰে দেখি ভাই, আকাশেতে জল আছে कि ना। মরে জীব সমুদর, আর না যাতনা সর কোথা নাথ ক্লপার আধার। यात्र यात्र यात्र शक्ति . इत तिष्टि निया दृष्टि কুপাদৃষ্টি কর একবার ॥ वतवाय नाहि वाति, . देनव विक्रमना जाति না জানি পাপের কত ভার। কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই ক্র কেন কর আপনি সংহার ? ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেবে উঠে ভূমিত শুমটে শুমুরে যার প্রাণ। পৃথিবীর মুথশোষ, ত্রেষ থেয়ে ফের্নস ফোঁচ শব্দ করে সাধ্পর স্মান ॥ **मिनगान निभागान,** • मृत्त यांक शतिमान, কোরে দেও খোর অন্ধকার । শীতল স্থভাৰ ধরি, খোরতর নাদ করি বৃষ্টি হোক মৃষ্ণের ধার 🛭 🗆 চতুর্বিধ প্রাণীচয়, তৃপ্ত হোরে যেন রম্ যেন হয় শদ্যের সঞ্চার। কুপাকর নাম ধর, কুপা কর কুপাকর প্রাণিপাত চরণে তোমার ॥

আর এক ভিক্স চাই. দরা কোরে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর ।
আহলার বোর ভীম, মানবের মনে গ্রীম,
শান্তিজলে করহ সংহার ।
এই শান্তি জল দিয়া, দেখাও কুপার ক্রিমা,
বিজোহ অনল করি নাশ।
বিপদ বিনাশ হোক, ন রাজা প্রকা ফুণে রোক,
এই মাত্র মনে অভিলাই ॥

### বর্ষার বিক্রম বিস্তার।

ধরাধামে স্বভাবের, ভাব বিপরীত।
বরষার ঘোর যুদ্ধ, গ্রীন্মের সহিত॥
নিশাধারে জলধার, গ্রীম্ম বধিবারে।
করিলেন বারি বৃষ্টি, মুষলের ধারে॥
ঘর ঘার পথ ঘাট, মহা সিদ্ধুময়।
নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয়॥

গৃহস্থের কারাহাটী, রান্নাবরে এদে। হাসিয়া ভাতের হাঁড়ী, জলে যায় ভেসে॥ জোড়া পার ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জবে। करनत काशक (यन, शाफ़ी जब हरन ! বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়া ভালা। किनि किनि भीन यङ, পথে করে धाना॥ পথিকের দশা দেখে, নেত্রে জ্বল করে। উঠিছে পারের জুতা, মাথার উপরে। বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমৎকার। চলিতে চরণ বাধে, বস্তু রাখা ভার ॥ ক্ষেত্রের নির্মাল শোভা, দেখে পূর্ণ আশা। (शल ध्वक, महानक, हार करत हारा ॥ রসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ। স্থে কহে কর সার, বরষার পদ। প্রেমরদে মন্ত দোঁইে, প্রেমানন্দ ঘোরে। হায় রে বরষা ঋতু, বলিহারি ভোরে ॥

# वर्षात धूमधाम।

নিদাবের সমুদয়, অধিকার লোটে। ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে া চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে। কন কন ঝন ঝন, হহন্বার চুটে ॥ স্থমধুর কত স্থর, ভেকে গীত গাম। ঝম্ঝম্ঝাম্ঝাম, জলদ্বাজায়॥ কড়্কড়্মড়্মড়, রাগে রাগ বাড়ে। হতু মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে 🛚 ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে। खड़् खड़् खड़् खड़्, नहदर दास ॥ থরতর দিনকর, লুকাইল তাপে। থর থর গর গর, ত্রিভূবন কাঁপে ॥ হুড় হুড় হুড় হুড়, ঘন ঘন হাঁকে। ঝার ঝার ফার ফার, সমীরণ ডাকে B

ভন্ ভন্ কন্ কন্, মশকের ধর্নি ।
কত রপ নবরূপ, অপরপ গণি ॥
গালধর জর জর, জলগ্র-রবে ।
ভারা যারা পতিহারা, কাঁদে ভারা সবে ॥
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুগে।
কুম্দিনী বিবাদিনী, লুকাইল ছুগে ॥
রর্ঘার অধিকার, হইল গগনে।
হাস্যমুথ মহা ছুগ, সংযোগীর মনে ॥
খন জলে মন অলে, ৰ্যাকুল সকলে।
বহে নীর বিরহীর, নয়ন্যুগলে॥

## সুবৃষ্টি।

্ হার রে কালীর ঘটা, হেরি তোর শোভা ছটা, সাধে মজে ব্ৰুজের যুবতী 1 গুনি মুন ঘন ধানি. অপার উল্লাস গণি, চাতকিনী স্থধ্বনি করে। কুথের যামিনী ভোর, স্থভরে মীনচোর, খোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ! अदान त्यानिक सत्न, नत्क नत्य शीवशान, সম্বরণে না দেয় বিরাম। कृति तद क्क् क्क्, श्रेकार्ण मरानद्र ऋष, ডাহক ভাত্তিছে অবিশ্ৰাম 🐧 ভনিরে স্লেঘের নাম, মত্তমতি মেঘনাদ, পাদপুট হইল অন্তির। জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল, কাল পেয়ে প্রফুলশ্রীর আর আর স্লচর, জলচর শূন্যচর, চরাচর নিবৃসয়ে যেবা। ছইরে শীতলকায়, কেহ ধার কেহ পার, আ্রমত করে আমুদেবা 🏾 नान कति धाता-काल, श्रामन दिमनपाल, তক্তলে নব শোভা ধরে। বিরহ বিশ্রামে বেন, হাস্যরসপূর্ণ হেন,

নুবাজন-আস্য শশধরে ।

ক্তকণ পল্লবমাৰে, দেখা বাদ ডাবে ডাবে, কদৰ-কলিকা বিক্ষিত।

মধুম্কি মন্ত হয়ে, সংক্তে খদল লমে, পান করে অমুক্ত খনিত গ

হেরি তার মন্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব, ভর হয় কবিতা রচনে।

গুপ্তভাবে গুপ্তভার, রাধিলে কি হবে লাভ,

প্তরু ভর প্তরু কুর্চনে **।** সাজ্ঞার রাজ্জু করি

প্রত্তর ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি, মতু হয় বরবা-কপার।

মল্লিকা মুক্তা ভাতি, মধুকর মদে মাতি, গুঞ্জরিয়া ভূলে মধু তার ৪

ন্ধার এই দেখ সদ্য, থাইন্না মেদের মদ্য, প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।

নবীনা বোড়ুশী প্রায়, অপরপ শোভা পায়, রসিক ভাবুক-মনোহরা I

রস্পানে ভক্লতা, প্রাপ্ত হয় প্রবেশতা, সাদক্তা **গুণে ব**লিহারি।

ৰছ সৰ সূদী নদ, পাইতে ডুবার মদ, হইয়াছে শেপরবিহারী ।

রসে হয়ে গদ গদ, পাইয়া পরন পদ, সাগরেতে করিছে পদান ৷ তথা দিল্ল স্থানী হরে, তাদের উচ্ছিট্ট লরে,

অবিরত করিতেছে পান ।

আিলোক-তিমিরছর, নাম বার দিবাকর,

মেই সুর্যা মদে মাত্যালা।

চল চল লাল মূর্তি, প্রকাশি বিশেষ ক্ষুর্তি,

শুবিছেন সংসার-পেয়ালা।

অতএব ব্ধগণ, আমাদের নিবেদন,

শুবণেতে ছউন সস্তোষ।

দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,

অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ।

বহু বহু সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,

চমক হে চপলার মালা।

সহাস্য রহুসা মূথে, পান করি মনোমুথে,

জুড়াইৰ অস্থরের আলা।

### বর্ষার আবির্ভাব।

ছুটিল প্ৰের বায়, টুটিল গ্রীমের আয়,
ফুটিল কদম্বকলিগণ।
বারিষে জলদ জল, হরিষে ভেকের দল,
ক্রিছে সন্ধীত অমুক্ষণ।

উক্ল বয়স কালে, অরুণ জলদ্ভালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভাতুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীকণ॥
মলিন দিবসকাস্ত, মলিন বিরস কাস্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।

\* \* \* \*

নিবিজ নীরদকলা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গমর।
মনে মনে এই গণি, প্রাসেবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়॥
বরবার ঘোর রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
ভায়কর নিকর নি:কর।
ভুস্ম আচ্ছাদিত যেন, • প্রজ্জ অনল হেন,
আজু প্রভাতের দিনকর॥
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শ্নাপর করে অভিশয় ৷
চারু চারু সম্দিত, গুরু গুরু গুরু গুরু কিপত হৃদয়॥
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,

নিদাঘ বর্ষা সহকার।

যুদ্ সন্ খনে গাজে, খন্ খন্ ৰাজে মাজে,
শক্ কৰে তথা জিগংসার ॥
চক্মক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
স্চঞ্লা চপলার মালা।
কম্ বম্ হয় জল, ধরাতল স্মীতল,
বুচে গেল স্থাপের আলা ॥

একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পার তারা, তারা বেন পড়িছে ধসিয়া।

পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল, গান করে রসিয়া রসিয়া b

### বর্ষার অভিষেক।

নীরদ বিবদ্বর, ০ আরোহিয়া তছ্পর,
ধত্বর বরবার জাঁক।
ধত্বর বরবার জাঁক।
ধত্ম গুড়ু গুম্ গুম্,
গুজু বুম্ গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুম্,
গুজু করে ফর্ ফর্, গুড়ি অতি বরতর,
দামিনীর উভিছে পতাকা।
প্রভারপে তরুচর প্রণক হইয়া বয়,
দিয়া কর ফ্ল পাকা গাকা।

यिन (कह जूडे हब्न, . जिनारवत शक्क तब्र, নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা। সাঁজোয়াল সমীরণ, কাণ ধরি সেইক্ষণ, লুটাইয়া দেয় ভারে ধরা॥ মণ্ডল কাঁটাল ভাষা, পেয়েছেন বড় পারা, হেঁড়ে পাগ ভুঁ ড়ি স্থবিখ্যাত। ফলের পিতৃব্য বুড়া, তালা রসিকের চুড়া, ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত॥ क्रानत कामिनी धनी, চাতिकनी स्थ शिन, ह्नुश्वित करत्र व्यवित्रछ। कलानाय दश्मीशन, काल निया मखदन, কলরবে কেলি করে কত ॥ পূর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ. ভীষণ ভয়াল রবে ভেক। আষাঢ়ের স্থসঞ্চারে, • শুভ শশ্ধর বাড়ে,

### বর্ষায় লোকের অবস্থা।

**ट्**रेंग वर्षात्र अख्रिक ॥

বারাঘরে কামাহাটী, ভিজে কাট ভিজে মাটী।

শোনমতে নাহি জলে চ্লো।

নাকে চোকে জল সরে, সেই দতে ইচ্ছা করে,

চুলোগুদ্ধ চোলে বায় চুলো॥

ধনির স্থাধের ধ্বনি, নিরত নিকটে ধনী, নাহি মাত্র মনের বিকার। ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী, মনোমত আহার বিহার 1 শ্বিরভোগে স্থিরবৃদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুকি, পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার। সদা তার সদাচার, আচারে কি কদাচার, লোকার্চারে মিছে ব্যভিচার ম দীন তাহা কোণা পান, স্থান্ত জলপান, তুজি দার মৃজি নাই মৃথে। টাকা বিনে হতবৃদ্ধি, কিসে ৰল হবে গুদ্ধি, ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে॥ विदिनी धर्त्वात शांड, ভत्रमा (कदल खाँड़, ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্গে। বহু রাত্রে পেরে ছুটা, • ছুটে আসে ছেড়ে কুটা. किकीमात धरत हकू दबस्य। যত সৰ বিলসাধা. সকল শরীরে কালা, ক্রামা পাগ ভিজিল উদকে। বছকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা, একেবারে উঠিল মস্তকে॥ • আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাতাপাত্র

জানি শুদ্ধ এক মাত্ৰ পাঠ।

#### কবিতাসংগ্ৰহ। ১৭৫

বাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচু তেল লুণ, **ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥** মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়, পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে। তিন মাস কৃত্বপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ, দেখে ওনে মরি হেদে হেদে 🏽 আমাদের স্টিধর, চিরজীবী অজ্হর, আদসিদ্ধ তাই হয় পাক। গৈত্রিক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা, ভাহে যুক্ত করি নটে শাক॥ হুই সন্ধা তাই থাই, মাঝে মাঝে গীত গাই, ধোৰা বেটা ঘটায় প্ৰমাদ। রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাস্থ্রে, মিত্রজরে করি আশীর্বাদ ॥ ৰুৱষা ভোমার গুণ, 🗼 কি কছিব পুনঃ পুনঃ, ৰারিবাকো চরাচর ভাসে। কি আর তোমার ব্যাক্ষ্য দোসর হয়েছে ব্যাক্ষ্য দেখে রঙ্গ রাড় বঙ্গ হাসে ॥ আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্জপুত্র, . শুন ওহে ঋতুরাজ ৰাপা। कां िधर्म्म ভिका कति, थाए। यन नाहि मति, চাল ভেকে পড়ে ঘর চাপা #

# বর্ষার ঝড়রৃষ্টি।

#### मालयां ल हमा

ষটা ঘোর, করে শোর, ঘন ঘোর, রবে। ভুনি চিত, চুম্কিত, বিচলিত, সুবে 🛭 अन् अन्, कन् कन, जन जन, अएए। তরুচয়, স্থির নয়, বোধ হয়, পড়ে॥ বিজ্ঞলীর, কি মিহির, যেন তীর, ছোটে। ঝড় ছাট, ভাঙে হাট, মালদাট, চোটে॥ বহে বাত, ছাঁত ছাঁত, শিলাপাত, সঙ্গে। বোধ হয়, করে লয়, সমুদয়, বঙ্গে॥ करत तव, कलतव, धरत मव, त्राक्षा नमी नम. (পয়ে পদ, গদ গদ, আঞ্চে হেউ হেউ, করে ঢেউ, যেন কেউ, ভাকে। অবিকল, কল কল, ঘোর জল, পাকে॥ তহ্পরি, যত তরী, নৃত্য করি, যায়। প্রেমিকের, হৃদয়ের, আশয়ের, প্রায়॥ রাজহাঁদ, কি উল্লাদ, অভিলাষ, পূরে। ष्महत्रह, यक मह, इश्मी मह, चृदत् ॥

কি আহলাদ, করে নাদ, অতিথাদ, স্থরে।
অবিধাদ, ষত বাদ, বিসম্বাদ, দ্বে ॥
দামোদর, ব্রতর, কলেবর, ধরে।
একি লগ্ন, বাধ ভগ্ন, দেশ মগ্ন, করে ॥
পেল ধান, নাহি আণ, কিসে প্রাণ, বাচে।
লোর রিষ্টি, অতি কৃষ্টি, যার স্থান্টি, পাছে॥
লক্ষ লক্ষ, পশু পক্ষ, বিদ্যুভক্ষ্য, মরে।
প্রজাদল, হতবল, চক্ষে জল, বরে॥
ষত চাষা, হত আশা, করে বাসা, বৃক্ষে।
কপালের, ভাল ভের, সমরের শিক্ষে॥

# শরদর্থন ।

বরষা তরসাহীন, কীণ হয় দিন দিন,
ভানিয়া শরদ-আগমন।
গগনেতে জলধর, শোকে পাঞু কলেবর,
বরষার বিচ্ছেদ কারণ ॥
ভালদ বিক্রমশ্ন্য, চাতক বিষম ক্রম,
হাহাকার করে উর্দুধে।
ময়ুর ময়ুরীগণ, নিত্য নৃত্য বিক্রমণ,
কাননে লুকায় মনোহুধে ॥

ঘুটিল কোটালি পায়া, বাঙ্গ লয়ে বাঙ্গ ভায়া, मिर्देश खंझ दमदेश भव । একেবারে সর্বানাশ, করিলেন জলে বাস, আর তার নাহি কলরব ॥ গগ্নের চারুশোভা, দিন দিন মনোলোভা, নাহি আর অন্ধকাররাশি। চকোরের তৃষ্টিকর. স্থবিমল স্থাকর, রজনীর মুখে সদাহাসি॥ কপুরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য, সিতপক্ষ শার্দ-নিশায়। অথবা নিশিতে হেন, অমুমান হয় খেন, শ্বদ পাবদ মাথে গায়॥ প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতিহারা, শশী ঘেরি তারা সব জ্বলে। কিবা শোভা কব তার, 'মিলিকা ফুলের হার, শোভে যেন স্ফাটিকের গলে ! নির্মাণ হইল জল, রাজহংস কল কল, সরোবরে করে অফুক্ষণ ৷ এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে, कानग्रदक्षन ध थक्षन ॥ ফুটিল সহস্রদল, শতদল স্থবিমল,

কুমুদ কহলার শোভা করে।

ৰহু দিবদের পর, মন্ত হোয়ে মধুকর, মধুপান করে ছই করে ॥ • **#** ज मे ज मत्न मत्न. बहुन मे ज मतामता, রসে শতদল দলে স্থাধ। মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝকার করে, কিবা গুণ গুন গুন মুখে॥ নাহি পৃথিবীর পদ্ধ, " শুদ্ধ পথ নিছলক, নিরাতক্ষ যোদ্ধাগণ সাজে। পথিকের পথ ক্লেশ, দুরে গেল সবিশেষ, পরস্ত বিচেছদ মনোমাঝে # ছয় ঋতু মধ্যে ধনা, সকলের অপ্রগণ্য, শরদের জয় সবে বলে। ৰাহাতে যোগীস্ক্ৰ যায়া, মহেশ্বী মহামায়া, वाविज् जा वनी मधल ! सबारी मरहम श्रिया, यथा मंख्रि शृका निया, তবে লোক ইহ-পরকাল। তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম স্ব, পঞ্চানন তবু মহাকাল । আছেন, অনেক ঋতু, সন উদাসের হেডু, পুণাদেতু বান্ধে কোন্ ঋতু। हुनी नत्भन व्यर्थ, भन्दान व्याप्तन मर्स्का, সুব্গণ সহ শতক্র ॥

লাইতে ভজুের পূজা, অধিষ্ঠানী দশভুলা,
দশদিক করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিরা ধনী কিবা দীন,
ক্লান করে এই অর্গবাস ॥
প্রতি ঘরে বাদ্য গান, আানন্দের অধিষ্ঠান,
বর্গনা করিব ভাহা কত ।
বাহার যেমন মন, মহোর যেমন ধন,
আারোজন করে সেই মৃতু ॥
কুমার কুমার আগে, গড়িরাছে অনুবাগে,
শেরে চিত্র করে চিত্রকরে ।

শেরে ।চ্জু করে ।চজুকরে। সেটেরড়ে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ্গ যত্নে তুলি হত্তে তুলি ধরে॥

ভাক্তর করে ভাক, বিশ্বর দামের ভাক, ভাকের ভাকের বছ জাক।

করে আছো সাঁচা সাজ, ভিডরেতে কত কাজ, ভাক ভাক এই মাত্র ডাক I

দেবীরে সাজার সাজে, বেখানে যে সাজ সাজে,
অপরূপ মুনি-মনোলোছা।

ভূবন-ভূৰণা বিনি, ভ্ৰণে ভূষিতা তিনি, ধলাতে ধরে না মার শোভা॥

শার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শহর-শক্তি, ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী। ষনে আছে প্রেম আটা, মাথিয়া বৈলের আটা, জুড়ে দেয় দোনালি রূপালি॥

সবে বলে সাজা সাজা, জানেনা শেষের মজা, সঙ সেজে কত রঙ করে।

কি বাজনা বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ, ঢুকিয়া সংসার-সাজঘরে ?

জাপনার চক্ষু নাই, অর্দ্ধকারে থেকে ভাই, ভূমি কর কার চক্ষ্দান ?

আপনি না হোয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী,
নিজ করে করিয়া নির্দাণ ?

ধর ধর জুলি ধর, কর কর পূজা কর, হর হর বল জীবচয়।

গোড়ে পুজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব,

মনে যদি স্থি<u>র</u> প্রেম রয় ॥

कांमना करों क रकरि, मतन ताथ छक्ति व रिहे, शहरकेरेन कहा कता राग्य।

ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোষ মহারত্নে, পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ॥

যাজক ব্রাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিথে তারা, থণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা।

ষজমান বড় আঁট, পক্ষবৃত্তি চঙীপাঠ, পাছে হয় কিঞ্জিং অন্যথা ঃ নবমীতে করি কর, ক্রমেতে উদ্যোগ অর, গাল গল প্রতি ঘরে ঘরে। কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকথানা, ঘর দ্বার পরিষ্কার করে 🏾 প্রকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা, স্বভাবেতে আকৃতি গঠন। তুমি কর যত রূপ, কতরূপ তার রূপ, অপরূপ বিরূপ রচন ॥ মনোহর ঘর ধার, মেরামতি কত তার, রঙিন করিছ ঠাই ঠাই। কিন্তু তব বাস ঘর, নাম যার কলেবর, তার আর মেরামত নাই॥ বেই ধনী ভাগাধর, আছে অর্থ বছতর, অনায়াসে বাং করে ধন। দান কার্যো সদা রভ, এখন সম্পদহত, তুর্গা তার ত্র্গের কারণ॥ পোড়ে খোরতর হর্মে, ভাকে দদা হর্মে হর্মে, ভাগ্যে তার নাহি শুভ ফল। নাহি আর ধ্মধান, অবিশ্রাম অষ্ট যাম, কেবল নয়নে ঝরে জল 1 বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ, লোভেতে চঞ্চল মন, মান পূজা কিছু নাই আর া

হয়ে অৰ্থ অমুৱাগী, কেৰল অৰ্থের লাগি, অনাহারে কেরে হারে হার ॥ দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শ্লোক, मक्त मक्त आंभीवीम मान । বাবুজী কল্যাণ হোক, সম্ভান স্থথতে রোক, দাতা নাই তোমার সমান ॥ धान गारन कूरल मीरल, आंत्र कि धमन मिरल, সব দিকে দেখি বাডাবাডি। शृजात मः एक निन, वार्षित्कत छोका निन, কাল প্রাতে বেতে হবে বাডী ॥ পুজ্ৰ ছটা শিশু অভি, কন্যাটীও গৰ্ভবতী, বাটীতে মারের আগমন। ব্রাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক রক্ষা করে, আমি গেলে হ্ৰবে আয়োজন ॥ যজমান শিষ্য যারা, এবারে সিক্ত তারা, किছ भाव (मन नारे (कर। ধান যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে, ভাবিয়া বিশীর্ণ হয় দেহ। ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হোমেছেন বড় কাবু, রায়েদের স্থাতুল নাই। হাঁচ্হাঁচ্বে, তা তবে, বল কি উপায় হবে,

শুধুহাতে কেমনেতে যাই ?

ব্ৰাহ্মণ পশুত-পূত্ৰ, গলে মাত্ৰ যজ্জসূত্ৰ, মোটা ফোঁটা কথা ককে ককে। ছলেতে হবেন মানা, "হরিদ্রা গোরস ধানা", ইত্যাদি কবিতা পাঠ মুখে॥ বিদ্যা সাধ্য অষ্টরম্ভা. বড় বড় কথা লম্বা, হতভোষাভঙ্গী পরিপাটী। বচনেতে দাম নাই, মুখে ভধু বাম্নাই, মেকি কি কখন হয় খাটী ? প্রতিবারে করি দান, না দিলে থাকে না মান, দেনা করি থত দেন লিখে। শিষ্ট শাস্ত অতি ধীর, স্তুতি বাক্যে বাবুজীর, ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে ॥ নাকে থত কাণে থত, ছনো স্থদে লিথে থত, আপাতত দূর করে হথ। স্থের শরত কালে, বদ্ধ হয়ে ঋণজালে, তথাচ অস্তরে হয় সুখ ॥ যত ব্যাটা ভবঘুরে, নৃতন নৃতন স্থরে, নূতন নূতন শিথে গান। সাধিতে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল, কেছ শুদ্ধ বাজান । मतीह नवक तरक, लाखि यात्र मरक मरक,

যথা যথা আকড়া যাহার।

পুর্বে প্রায় মাসাবধি, না ধায় অহল দধি,
বিশেষতঃ যত কাঁশীদার ॥

কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীত, ভাব তার না হয় প্রচার ।

চিতেন মহড়া বেঁধে, উচ্চ স্থরে গলা সেধে, গান ধরে "ভবে কর পার " ॥

যতেক সংখর দল, প্রেমানন্দে চলাচল, স্কর ভাল লাগিয়াছে কাণে।

কোন অংশে নতে কম, মারিরা গাঁজার দম, তান ছাড়ে "দেওরার গানে"॥

যাত্রাকরে করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা। প্রথমে মহালা করে দান।

সাজেগোজে স্থর জুতি, কেছ বলে ওগো দৃতি, "কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে প্রাণ॥"

যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাথে আগে, পণ করি দেয় তার পণ।

কেছ রাথে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা, গুণে তার খুন করে মন॥

যাত্রার যমুক ভারি, নামজাদা অধিকারী, আসর করিছে অধিকার।

দালানে বাব্র মেলা, প্রতি পদে দের পেলা, সাবাদ্ দাবাদ্ বার বার॥ সাসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা, হেলা কেন করিতেছ কাজে ? ভব্যাতা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে, অন্ত দাজ তোমায় কি দাজে ? এ নাটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী, তার প্রতি কেন কর হেলা ? मान (त्राथ जान धर, कृताल मारनत घत, करव आत शांद वन शिना ? দেহ যাত্রা তুমি যাত্রী, অবসান হয় রাত্রি, इत याजा कां हि मिल हारक। कर गाजा, (नश-याजा, किन्न श्र (भर याजा, গঙ্গাযাত্র। মনে যেন থাকে॥ স্থানে স্থানে একপক, কেবল স্থাথের লক্ষ্য, রজনীতে গানবাদ্যছটা। बाँकि बाँकि जाम लाक, विषय मन्तर खाँक, কি কহিব আমোদের ঘটা॥ বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুয়া নাচায় বাই, মনোগত রাগ স্থর ধোরে। মৃত্ তান ছেড়ে গান, বিবিজ্ঞান নেচে যান. वावुरमत नरवजान कारत ॥ গুণি-হস্তে তানপুরা, তাহে কত তান্ পুরা, মেও মেও ছাড়ে তার তার।

কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ, ৱাগ নয় ৱাগমাত সার। সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত, সেতার বেতার কার লাগে ? পিডিং পিডিং রারা রারা, সারিগামা ডারা ডারা, মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥ তাধিনা তাধিনা ধিনা, কত লাগে বাজে বীলা. বীণা বিনা কিছু নহে ভালো। শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর. মনে জলে আননের আলো॥ সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল, পডেছে ঢ লির ঢোলে কাটি। তাধিন তাধিন রব, শুনিয়া মাতিল সব, हाि अदन रक्ट्र यात्र माि ॥ নবতের বড়ধুম, গুড়গুড় গুমু গুমু, ভোঁভোঁভোঁভোঁ বাজিছে সানাই। মন্দিরে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত করা, তালে তালে তাল ধরে তাই ॥ এইরুণ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ, তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি ৷ शृकात ना नन (थाँक, माहि काँदि जिन्दताक, পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হারা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা, ব্রান্ধণীর শাড়ী আগে লন। সুসার হুইলে তায়, শেষে পুজ বন্ত পায়, আপনার জন্তে হুঃখী নন ॥ দাতার গাহিরা জয়, ভট্টাচার্যা মহাশয়, নহা ছেলে মিসি লন কিনে। পুঁতির ভিতরে ভরি, শীহরি স্মরণ করি, वाजी टाल यान मितन मितन ॥ প্রায় বৎদেরের পরে, প্রবাসিরা যান ঘরে, কত সাধ মনে অগণন I হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি, নামামত দ্ব্য আয়োজন ॥ (कइ लग्न সाञनली, पिश्वा आमता विल, কামকিরাতের সাতনলা। প্রকাশিতে নিজ স্নেছ, বিজটা লইল কেছ, কেছ বা লইল কানবালা ॥ (कर वा विस्तान ठक्करात । (कह वा मूक्छा-माला, (कह वा काक्षन-वाला, किरन लग्न मंख्ति (य প্रकात॥

ভূষণ লইল যভ, বসন তাহার মত, মনোমত লইল স্বাই। কেহ লয় শাস্তিপুরে, কেহ বা বাগড়ি ডুরে, **क्ट क्ट नर्न जाकारे** ॥ বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাঁচুলি করে, চুমকির কাজ তার মাঝে।

\* \* \* \* \* \* হেরি শশী শশধরে লাজে॥ সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন উষা, পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ। বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শৃশাক্ষছবি, রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥ আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে, ভূজপাশে বাঁধে যার কর। কোথা আর স্বর্গবাস, তাহার দাসের দাস, ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর ॥ তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়, রূপথানি দেখে মরে যাই॥ বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া, যায়না তাহার শোভা বলা।

আর কত পানের মসলা॥ ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি, লইলেক রাশি রাশি, যাহে ভাল বাসিবেক প্রিয়া।

লইল গেৰুলাপি মিসি. ইচ্ছা হয় তাহে মিশি.

নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত হার হারে যাহারে হেরিয়া॥ জানাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাতাঘ্যা, ক্সা কিছা রসা কেবা গণে। किनिल পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে, কুতাৰ্থ হইব ভাবে মনে॥ অন্তরেতে ভর আছে. পছন্দ না হয় পাছে, वरे रहकू अड़ नरह मन। कतिया विराग छिल, नहेरलन यथां मिलि. স্বীয় শক্তি পূজার কারণ॥ পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাল্ড থল থল, পরিচ্ছদে সদা মন কাবু। गतन गतन वर्ष माथ, काँ निया त्माहन काँ न. **(मर्म शिया म्) जिर्दा वाद् ॥** কালাপেড়ে ধৃতি পরা, দাঁতে মিসি গালভরা, ঠেঁটে রাকা তামুলের জলে। গোড়গাবি জুতা পায়, বৃদ্ধিন মেজাই গায়, হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে। যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেই মত, দূর করে মনের বিলাপ। ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইল আগে. আর কিছু আতর গোলাপ।

সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত, স্থথের আমোদে সদা রত।

বাব্ দবে ঘোর গর্জি, বাড়ীতে আনিয়া দর্জি, পোসাক করিছে কত মত॥

কারপেট ঢাকে সেট, কারপেট্ কারপেট্,

কাৰুকৰ্ম তাহে বাছা বাছা।

স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে প্রাভব, কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা॥

বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়া ছড়ি, ্লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।

আর আর জব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহা, ব্যরকল্পে না হন কাতর॥

বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা, তারা শুদ্ধ তার<sup>®</sup> তারা বলে।

কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত, বিচ্ছেদ অনলে মন জলে॥

হইবে পতির স্থ্যা, মানে কত পান গুয়া, করিবেক প্রেমের অধীন।

স্থাপর আখিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে, স্থবচনী দিবেন স্থাদিন ॥

বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা, পরস্পর কয় এই কথা। চাক্রীর মুখে ছাই, পাথী হয়ে উড়ে যাই, निवारत द्रमणी-मणि यथा॥ পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী, কোন রূপে ধৈর্ঘ্য নাহি মানে। সদাই সজল আঁথি, উড়িয়াছে মন পাথী, প্রেম্বদীর প্রণম্বাগানে। ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ, (करन विष्ठ्म यत्न जार्ग। গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা, মনে আর ভাল নাহি লাগে। ঘরের বিষম স্নেহ, স্থান্থির না হয় কেহ, দহে দেহ শয়নে স্বপনে। নাহি সুথ একটুক, বোর ছথ ফাটে বুক, **हैं। मृथ मन। পড़ मन।**। मनित्व ना (नग्र कूणी, निवानिणि कूणेकूणि, কুটি গিয়া ছট ফট করে। নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, জমা লেখে খরচের ঘরে॥ ছুটা লয়ে থাড়া থাড়া, ঠিকে পান্সি করি ভাড়া, বসে গিয়া নাবিকের কাছে। তুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে, মাঝি আৰু কত দুর আছে?

कारम मांड छान मांडि, मितन मितन मिरा शांडि, চাল ভরি ভরায় করিয়া। · यक भीष नास यात, षाधिक वक्तिम शांत, ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া ॥ वनत वनत शाकि, मूर्य मना वरन माकि, ঠেলে ধজি গারে যত জোর। গাঙ্গে বভ একটানা. তীনে গুণ গুণটানা, টানাটানি যেন কন্ত চোর॥ লেগেছে বাড়ীর ধূম, বাবুর না হয় খুম, 'থোদে গেল মনের কপাট। বাড়াদুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই, থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভূর, চালের উপরে গিয়া চডে। থব থব কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়. ইচ্ছাহর ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥ यात्र छेजारनत यान, यात्र छेजारनत यान, মুথ নাড়ে অজগর প্রায়। ভाँটि यन ছোটে कन, कन कन कार्ट जन, আরোহিরা চক্র হাতে পায় । গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে.

দাঁড়ে হয় শক ঝপ ঝপ।

নিজাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে ভরি, না মানে শিশির আর ধূপ # करन चरन वरन तरन, यक रहात मञ्जाभाष, নিজ নিজ বাবসায় রত। कारत कारणे कारत मारत, नूरणे नव ভारत ভारत. পৰিকের প্রাণ কর্পাগত ম রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্থান করে নানা নাটে, मृद्र (थटक दनोका दम्दर्थ यमि। ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস-প্রন-ভরে. ফেঁপে উঠে প্রেমানল-নদী ॥ বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নৃতন হাঁড়ি, তাড়াতাড়ি রাঁদি পিয়া সোই। চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল. ফলনা আহিল বুঝি ওই ॥ . হোলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা আঁচি. (राप करह कान भीमखिनी। **ला** निष्ठ (जाद कहे. (पथ (पथ द्रमभहे, বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥

ওমে বুজো আমার কার পাপ।
কেহ কহে দূর দূর, ওবাজীর বট্ঠাকুর,
কেহ কহে অনুকের বাপ॥

(हरत वरन कान वृष्णे, यत यत अरदा हूँ ष्णे,

आंत्र जन वरन गरे, आंगारनत कर्डा ७रे, िनिवाहि नेतीरतत गाँउ।

গামে সব বোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা, সেইরূপ গালে দাগ আছে॥

কেহ কর ওলো ওলো, আই আই মোলো মোলো, চোক থেয়ে কর দরশন।

রূপথানি চল চল, প্রাণধন কারে বল, ওবে দেখি দাদার মতন ॥

ব্বতী কুলের বধ্, প্রফুর ফুলের মুধু,
মনে মনে কভ শোক উঠে।

ভূব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণ বৃষ্টি, ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে॥

যোমটার আছে আছে, ঈষং কটাক ছাড়ে, বিরহ-বিলাপ বাড়ে ভার।

যুবক পুক্ষ যত, চলিয়াছে শত শত, নিজ পতি দেখিতে না পায়॥

তরণী আইলে কাছে, তরণী মনেতে আঁচে, পাইব আপন প্রাণ্ধনে।

খাওড়ী ন্ধনদ কাছে, লজ্জাভর ফেরে পাছে, মনের আগুন রাখে মনে।

কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি, প্রাণপতি আসিবেক ঘরে। তোমার খাওড়ী গিন্নি, মেনেছে পীরের দিন্ধি, সন্তানের আদিবার তরে॥

স্থর তরঙ্গিণী জলে, \* \* দলে,
পরম্পারে বলে সমাচার।

ঘরে রেথে ছেলে পুলে, কর্তাটী রহিল ভূলে, আসিবার নাম নাই আর ॥

যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল থার ভাল পরে, দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।

ভেবে ভেবে তহু কালী, রাগে দিই গালাগালি, ধার করে কত হব সারা।

কেহ বলে অতি গাদা, তোমার চাটুব্যা দাদা, ঘরে থেকে করে থিটিমিটি।

প্রবাদে বাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে, এক মাদ লেপ্তে নাই চিটি॥

সেজোবোর কচি ছেলে, এক দণ্ড-ভারে ফেলে, কোন মতে বেতে নাহি পারি।

বছরের শুভ দিন, হঃথে হয় দেহ ক্ষীণ, বিধাতা করিল কেন নারী॥

কেছ কছে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর, মরি কিবা সোনার সংসার।

অহকারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী, জিনিস এনেছে ভারে ভার॥

জুবি জোলা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী, তাড়াতাড়ী চলে মনোরথে। টাকা ছেড়ে থাবড়ায়, পার হয়ে হাবড়ায়, চলিয়াছে রেলওয়ে পথে॥ হগলীর যাত্রী যত, বাত্রা করে জ্ঞানহত, करन हरन इरन करन सूथ। বাড়ী নহে বাড়াদুর, অবিলম্বে পায় পুর, **रु**य मृत मभूमस इथ ॥ তাদের পশ্চাতে ছুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ, यारमत्र निवान मृत्र रमर्थ। রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নাবিয়া পেঁড়ো, হাটাহাটি ফাটাফাটি শেষে॥ আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু, হব থবু তবু সাধ মনে। ছোটে কত কষ্ট সোম্বে গৃহে গিয়া গৃহী হোয়ে, গৃহিণী দেখিৰ কতক্ষণে ॥ পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত, শত শত চলিয়াছে পথে। কেহ গাড়ি কেহ ডুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধূলি, • চোলে যায় নিজ মনোরথে॥ बँ दि बँ दि जूल बँ दि, याता यात्र भात्र (इंटि, নাহি কোঁচ কা পিটে বোচকা ঝোলে।

ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে, মাধার উপরে জুতো ভোলে। লান পূজা কেবা করে, কোঁচড়ে জলপান ভরে, যেতে বেতে থেতে থেতে ছোটে। হুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়ুকে স্বাগুণ দিয়া, দম মেরে ধরাতলে লোটে। शास्त्र निकारे थान. (शान वानमात शाम, এক পদে চলে দশ পদ। কাঁকে বুলি ক্ৰোকেশ, গো-দাগার মত বেশ, যেন কত থাইয়াছে মদ ॥ অপরপ ভাব তথা, কি কব রহস্ত কণা, नातीशन (नर्थ यनि मूटि। বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা, তাভাতাভী বাড়ী যায় ছুটে॥ ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, পুথে করে কভ চোপা, পুত্রেবলে পতির উদ্দেশে। এদেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, বাবা কেন এলোনাকো দেশে॥ এইরূপ স্বাকার, আনন্দের নাহি পার, (अमर्ग् नकरनद मरन। थिए नरह मन श्वित, कितन विश्वि नीत,

विद्यांगीत यूगल नगरन ॥

#### मन ३२ ८६ माल

# শরদের আগমনে লোকের অবহু। বর্ণন।

वाहेलन अञ्जात्र, नवल भवत । পরিধান পরিপাটী, ধবল গরদ॥ वत्रनात थिय श्रुष्ट्र, नर्द्रन वत्रन। প্রিয়পাত্র প্রভাকর, কেবল থরদ। তাঁর দৃষ্টি যোর রিষ্টি, কিরণ জরদ। কার সাধ্য সহ্য করে, কে আছে মরদ না দেখি প্রজার প্রতি, কিছুই দরদ। করপেতে করপেতে, হোয়েছে করদ ॥ অতিশয় পেয়ে ভয়, লুকায় নীরদ। व्यमहा ऋर्यात्र छार्रभ, एकात्र कीत्रम ॥ গ্রীমবোগে নিজে ঋতু, খাইল পারদ। इहेर्न (कान्तवर्खा, माकार नातम ॥ স্বভাবের দৌষ হয়, কথন কি রোধ ? (नवश्रवि नम ऋधू, वांधात्र विद्वाध ॥

আপনি স্বতন্ত্র থাকে, রাত্রি আর দিনে। নিদাব বর্ষা হিম, ছন্দ এই তিনে ॥ मार्थ मार्थ वद्रशं, श्रकां करत दिशं। কুলা প্রায় চক্র তায়, নাহিমাত্র বিষ॥ **ভীশ্ববং গ্রীশ্ব দিনে. বিষম প্রবল।** রজনীতে ধরে হিম, ভীমসম বল। স্বভাবের ভাবাস্তর, ভাবভরা ভব। শরদের চিহু মাত্র, শুভাকার নভ। শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি, লোকে এই বলে। সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে ॥ মধুভরে মনোলোভা, কিবা শোভা তার। ভ্ষার সুদার করে, উষার তুষার॥ মনোহর স্থাকর, চারু ক্র ধরে। নিরস্তর স্থার, সুধার বৃষ্টি করে। শরদের আগমনে, আননদ আভাস। পরমেশী পার্বতীর, প্রতিমা প্রকাশ ॥ রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে। তথাপি পূজার হেতু, আয়োজন করে॥ অনিবার হাহাকার, অর্থবলহত। থণজালে বন্ধ হোমে, অর্চনায় রঠ। श्राम विरम्भवाती, यठ विकशन। অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন॥

विमा नार, छान नार, माधा नारे किছू। शांत्रजीत नाम नारे, वामनारे निष्ट्र ॥ কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে। বারে বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন টুড়ে টুড়ে ॥ পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্ত্রবোধহত। কথায় কথায় ক্রোধ, চুর্বাসার মত। কুদ্রের স্বভাব সব, বিষশ বিকট। রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শুদ্রের নিকট। পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্কাদ হথে। না পেলে বাপান্ত গাল, অনর্গল মুথে। যাজক পূজক যত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ। অরেষণ করিতেছে, পন্থা নিজ নিজ॥ হড় বড় দড় বড়, মুখে বদে হাট। "অপবিত্র পবিত্রবা" উদ্ধি এই পাঠ। পূজারির কার্য্য যত, সে কেবল রোগ। পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ।। দক্ষদলনী হুর্গে, পতিতপাবনী। হিন্দুদের ত্রাণকর্তী, তুমি মা জননী॥ এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্মাণ। স্থথেতে থাকিব সব, তোমার সস্তান॥ এতদিন সুখে বটে, রাথিয়াছ তারা। এবছর কেন দেখি, বিপরীত ধারা ?

থাও থাও, পূজা থাও, করিনে বারণ। এবার যা হুর্গে ভুমি, হুর্গের কারণ ॥ তোমার পূজার জাঁক, বাজে ঘণ্টা শাঁক। পরাভব করে ভার, রোদনের হাঁক॥ धरत्र साहिनी मृद्धि, रमवी मण्डमा। नगरु विकातियां, ऋरथ थां**७ शृ**कां॥ धना धना धना (पवि. धना (छात्र (भर्छ। চালি কলা শ্বা মূলা, কত লও ভেটা দ্ধি খাও, ক্ষীর খাও, খাও মণ্ডাগজা। মহিব মরাল খাও, খাও মেব অজা! থাও কত ঘড়া গাড়, রজত পিতল। তথাপি উদর-অগ্নি, না হয় শীতল। তব ভক্ত অমুরক্ত, প্রজা সমুদয়। অপমানে ক্রমে সবঃ দ্রিয়মাণ হয়॥ হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজা রাধাকান্ত। সুধার্শ্মিক সুশীল, সুধীর শিষ্ট শাস্ত ॥ উদ্ধানে ভাবে গুদ্ধ, যে জন তোমারে। প্রতিদিন পূজা দেয়, নানা উপচারে॥ হায় থেদ মর্ম্মভেদ, থেদ কব কারে। व्यविष्ठाद (मृष्ट् वांका, क्लान नितन जादि । रहेल जानसम्बी, निवानसक्ता। রাজ-অপমানে হোলো, শেকে পূর্ণ ধরা॥

क्लोपोग्र इहेव स्थी, स्रव्यंत्र आचित्त । द्राप्तित ध्वनि इल. द्राध्यत्र प्रित ! तम तक गीछ वाना, आस्मान अस्मान । রঙ্গভরা বঙ্গদেশে, সমুদয় রোধ। আগুতোষ আগুতোষ, সর্বদোষ্ঠত। দান ধ্যান যাগ যজে, অবিরত রত॥ গত বাবে তুমি তাঁবে, ইইরা সদয়। সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে. প্রাণের ভন্য। मीन-मग्रामग्री (मरी, এই তব मग्रा। कतित्व विजया-नित्न, शितिन विजया ! দেবপুরী অন্ধকার, তবু কেন দ্বেষ ? ধন নিয়া টানাটানি, করিতেছ শেষ॥ हिल्न बनाथ-नाथ, श्रीवादकानाथ। যাঁর নাম স্মরণেক্টে, হয় **স্প্রভা**ত। তুলিতে তুলনা যার, তুলো কোথা রয়। হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়॥ সতত সরল মনে, যাঁর পরিবার। করেন কেবল স্থথে, পর উপকার ॥ এমন ঠাকুরপুরে, মনস্তাপ দিলে। ভাসাইলে পৃথিবীরে, ছঃথের সলিলে ॥ এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনে। কোনরূপ স্থু নাই, মানুষের মনে॥

গড়েছে ভোমারে বটে, থড় মাটা দিরা।
কিন্তু সব মাটা হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
কি হইবে, কি করিবে, ভেবে লোক মরে।
দেনা কাঁকি, হাত বাঁকি, চাকি নাই ঘরে॥
রূপা সোণা সব গেল, জাহাজেতে ভেসে।
কার কাছে ধার পাব, টাকা নাই দেশে!
দোকানী প্রায়ী যত, আছে মাত্র ঠাটে।
ভাকের সে ডাক নাই, জাক নাই হাটে॥
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায়, স্লপু ঘর বোঁচে।
সন্তাদুরে ছাড়ে তবু, বন্তা যায় পোচে।।

### শারদীয় প্রভাত।

যামিনী বিগত হয়, তক্ষণ অক্ণোদয়,
শশাক্ষের শক্তি শরীর।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধারা,
বহে শাস প্রভাত সমীর ॥
কাবো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ,
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ।

নির্থিয়া সেই ভাব, কত কত নব ভাব, হুইভেছে অন্তরে আরোপ। (समन श्राष्ट्रिमकारन, (चित्र श्रित्र महीभारन, মহিবীর শ্রেণী করে শোক। কেই পড়ে ভূমিতলে, কেই সিকা অক্রজনে, কেহ শৃষ্ঠ দেখে তিনলোক। অবোধ শোচনা মাত্র, কেলা কার প্রিরপাত্ত, সকলের এক দশা শেষ। জীবনে দিবৰ কয়, এক অঙ্গে গত হয়, যথা বলে বিহক প্রবেশ ॥ ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার. धकवादा विषय विष्कृत। অতএব রুথা থেদ, বুথা অঞ্চ রুথা সেদ, कारनत निकरं नारे रा ॥ দেথহ নক্ষত্রুল, পক্ষােকে স্থলে ভূল, বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল। কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে, কালগ্রাদে হতেছে নির্মূল। উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর, বিমল অনল প্রভাধর। প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম দীপ্তি হেন,

ধিকি ধিকি উঠে নিরস্কর ॥

জনে ৰত তেজ বাহড়, খরতর কর ছাড়ে,
সরমের সর্কারী পোছায়। 
লোকভর তমোরালি, প্রশাসরাজনে নালি,
বিজ্ঞা প্রকালি ততো ধার ॥
ভই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
ঘেরিলেক ঘন রন বেসে।
এই রূপ প্রেমিকের, নবভাব হ্রদয়ের,
মান হয় মনাজ্ব মেঘে॥
বায়ু যোগে প্নর্কার, সমীরণ সহকার,
দিনকর হতেছে রোচন।
এরপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
ঘদি বহে আশা সমীরণ ॥

জন্তগত হেরি শ্রশী, বকুল বিপিনে বিষ,
পিকবর ললিত কুহরে।
হায় রে মধুর স্বর, ক্বিজন-মনোহর,
বরিবহ স্থা শ্রুতিপুরে।
দিনপতি প্রিয়দ্ত, পিকবর গুণযুত,
তার মুথে পেয়ে সমাচার।
জাগিল যতেক পাবী, প্রকালিয়া হুই জাঁথি,
হেরে নব প্রভার স্থাধার॥

অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,

ত্বি আরম্ভিল নানা স্থার ।

মন মুগ্ধ মিউরবে, বেন তুলুরাদি সবে,

সঙ্গীত সংযুক্ত স্থরপুরে ॥

রজনীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন,

স্থাসরে হৈল লচেতন ।
প্রাধাপ্পাচয়, হাস্ত করি স্থামন্ত,

সৌরভেতে পুরিল কানন ।।

কৃটিল চল্পক-কলি, হেমছটা পছে গলি।
কিবা কামিনীর কাস্তিহর।
মানিনীর মন প্রার, অতি উগ্র গন্ধ তার,
লাভমাত্র ভূপ-অনাদর॥
দলকে দোপাটি দল, নানা রদ্ধ বল মল,
থেষত রক্ত হিন্দুল পিলল।
কোমল হার অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হার রূপে শোভে স্থবিমল॥
ধরিয়া স্থবেশ ছন্ম, ফুটিভেছে স্থলপন্ন,
জলজের হরিতে গৌরব।
কিন্তু কোথা মক্রন্দ, কোথার মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর-মিইরব ।

এইরপে নানঃ ফুল, রূপ রসে সমতুল, প্রক্টিত কার্ন ভিতর r • মধুমি মধুব্ৰত, প্ৰদাপতি আদি যত, मधुलात सिक्ष करनवत ॥ আগমনে দিনমান, সরোবর সলিধান, মনোহর শোভায় শোভিত। ध्वरण हिट्लाण भारत, तांबरश्य त्कृणि करत, প্রফুল পক্ষ প্রলোভিত 🛭 ধবল তরক রক, মরালের শ্বেত অজ, প্রভেদ না হয় অফুমান। হংস হৈত অপহ্ৰ, কেবল শুনিয়া রুৰ, অমুভব আছে বর্তমান ॥ **ठांति मिरक वनहरा, छक्क श्रीय इरम तय,** (बाध रुप्र **धरे** त्म कात्र । নিরখি সর্বারী শেষ, কুমুদীর মুথদেশ, বিষাদের রক্তে আবরণ॥ ইন্ ৰন্ধ অস্তগত, বিরহে বাসরে রভ, অবিরত চুথের উদয়। দেখি তার মলিনতা, কদামান বুকলতা, শৰহীন প্রায় সবে রয় ॥ কে বলে কুস্থম ধরে, আমি বলি অকিবরে.

ভঙ্গরপ নয়নের তারা।

#### কৰিতাসংগ্ৰহ। ২০৯

eই (क्थ श्राष्ठि करन, क्यूकिनी पूर्व इरन, করিতেছে হিম অঞ্চারা। कृष्टिन क्षमनावनी, श्राम श्राम क्षम जारह कुल्हनी, গুল্পরে মধুর স্থর, অঙ্গে করে ধর কর, চক মক চঞ্চল কির্ণ॥ গাইতে নলিনী-গুণ, • অতিশয় স্থনিপুণ, পাও গাও উচিত ভোমার। यशा (यह छेनक्ड, ज्या (महे डेनकी छ, কুতজ্ঞতা ধর্মের আচার॥ কিন্ত দেখ প্রজাপতি, বসপানে রত অতি, ফলে গুল বৰ নাহি মুথে। অকৃতজ্ঞ নর ষেই, তাহার তুলনা এই, রীতি হেরি মঙ্গে লেকি ক্লথে। এইরপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের, श्रीश श्राह्म व्याप करम। হার হার একি জ্রুত, চঞ্চল চরপ্যত, হয়ে কাল ধরতিলে ত্রমে ॥ त्म नित्त भंतन रगरना, वानात कितिरा धरना, সুখনর শারদীয় পূজা। शत बात (मथा बाय, जानत्मद त्यांक श्रांत, নিয়মিত দেবী দশভূজা !

প্রতি দিন উষাকালে, স্মধুর বাদ্য তালে, গীত হর আগমনী গীত ! তনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ, কুদরে করণা সঞ্চারিত ॥

## শীত।

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত, আঁক্ করে কেটে লয় বাপ্। কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস, জল নয় এ (য কাল সাপু॥ অপুরের পুরুলাভে, কত সুথ মনে ভাবে, যত হুথ রবির কির্পে। কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি, যত ক্লেশ শীত-সমীরণে & বলবান বভ বড়, সবে হয় জড় শড়, হাটিতে হোঁচট খেরে পড়ে। शास्त्र कांह्री अब अब, मन करत थत थत, কম্পিত কদলী যেন **ৰড়ে** II নিশির না যার রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি, ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধান।

বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম, ম্পর্নাতে হরে তার জ্ঞান **৪** সন্নাসী মোহস্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত; मूल्मी शाक्षात सम निया। ছাই ভক্ষে লোম ঢাকে, বস্ বম্ মুথে হাঁকে, পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া ৷ যেই জন ভাগ্যধর, গদ্বী পাতা পাকা বর, সদা সঙ্গে স্থবত-বঙ্গিণী। আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত, তাহারে জীবন মুক্ত গণি॥ ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল, কম্বল সম্বল করি রয়। বেণের পুঁটুলি ছোয়ে, ভায়ে থাকে শীত সোয়ে, উম্বিনা বুদ নাহি হয় ॥ চিরজীবি ছেঁড়া কাঁথা, সর্বাক্ষণ বুকে গাঁথা, এককণ তারে নাহি ছাড়ে। শরনের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা, জাড় তার বিদ্ধে হাড়ে হাড়ে 🛊 স্কালে থাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়, সন্ধাকালে খায় ভাতে ভাত। শীতের কেমন থড়ি, উড়ায় অঞ্চের থড়ি, ফাটায় স্বার পদ হাত।

সারিতে পারের ফাটা, মহার্ঘ আমের আটা, ফাটাফাটি করিলেক ভাই ৷

বিষ্ণতেল কত মাধি, ছতে যদি ডুবে থাকি, শরীরেতে তবু উড়ে ছাই ।

থাকিতে ছ্ৰড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেথেলা, বেলাবেলি বায় গিয়া ভাত।

লেপে করে মুধ রজু, পাছে ধরে শীও জুজু, উঠেনাকো না হলে প্রভাত ॥

বাবু সৰ হরষিত, শীতে মন বিক্সিত, রাজি দিন আহারের ধোঁজ।

বাবুজীর প্রাণ চার, গরম গরম চার, মনোমত থালা রোজ রোজ॥

সন্মুথেতে আলবোলা, মহাযোর বোলবোলা, হার ঢাকা ক্যাছিদের গুণে।

বায়ু ভায়া মনোডবে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে ॥

চারি দিগে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ, বরে বৃদি করে অর্গভোগ।

হুমধুর থাদা সব

তাহে কি হিমের হয় যোগ ?
আমা হেন ভাগাপোড়া, হুংথ লাগা আগাগোড়া,

শীতে মরি দেহ নছে বশ।

চন্টন্হাত খাঁজি, ভরসা মুজির চাজি, পান মার্ক্ত থেজুরের রস 🛭 অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা, नान विना मान माहि तह । चूं जिल भूरथंत रहा है, है बार्रतत नाहि रहा है। मत्नत्र व्यक्ति उर्कन्तर । উঙানী চাদর যতঃ এখন আদরহত, আগে গাঁহে অভিমান রোভো। শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ, জানিলাম কে বাবু কে ফোতো॥ ইরাবেরা গদ গদ, কেছ গাঁজা কেছ মদ, কেহ বা চরসে দিয়া টান্। कांट्ड (त्ररथ व्यवनात्र, मिटम ठाउँ उदनात्र. মনের আনন্দে ছাডে গান ॥ কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল, রাগে রাগে হুর উঠে চঞ্চি। অপরপ গলা সাধা. বলে বুঝি ডাকে গাধা, ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি॥ সাহেবে রাথিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজি বাজী, দমবাজি কারসাজি কত। সোয়ার হাঁকায় চোটে, যোড়া পায় ঘোড়া ছোটে, বাজীবলৈ বাজি বল হত॥

# বসস্ত কর্ত্ত্ ক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ।

भंतम हिलान तांजा, धरे পृथिपारम । ভাঙ্গিল ভাঁহার ভাগ্য, কার্ত্তিকের শেষে 🛭 कां भूनी हिमानी इहै, महिबी महिछ। উপনীত মহাবীর, মহিপাল শীত। প্রকাশ করিয়া নাম, হিম ঋতু নামে। ক্রিলেন রাজধানী, হিমালয় ধামে II कांग्रेटिकांग्रे (मनाशंकि, वन धरत कर । আহা উন্ত, হিহি হত, সেনা শত শত॥ বাজায় বিজয়-কাড়া, উত্তরের বায়ু। বুদ্ধ আঁর বিরহির, নাশ করে আয়ু 🏻 নিশির বিষম ছঃখ, পতির বিলাপে। ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান, শিশির-প্রতাপে॥ কুঝাশার ধ্বজা উড়ে, সন্ধ্যা আর প্রাতে। বিশেষ কে বুঝে কত, কুআশয় তাতে॥

নলিনী মলিনী মানে, বন্ধুবলহত। প্রেমানন্দে প্রক্টিত, গাঁদাফুল যত। শশীস্থ্য তেজোহীন, রাজার প্রতাপে ম আকাশে কেবল ভয়ে, থর থর কাঁপে॥ শাসন করিল খুব, চারিদ্রিক ককে। कात माधा वान वान, जन (मन भूरभ ? জলের হয়েছে দ্বাঁহ্ন, হাত দেওয়া দায়। স্লান পান ছই কন্ধ, থড়ি উড়ে গায়॥ দিন দিন দীন দিন, প্রাণ তার হরে। বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশা বুদ্ধি করে ॥ দীনের দারুণ দায়, ছঃথ যায় কিসে। দিন যায় নিশা তায়, নাছি কোন নিশে॥ व नगरम नानाक्षभ, थाना-स्थ बरहे। কালগুণে কিন্তু তাহে, বিপরীত ঘটে॥ শীত-ভয়ে কেন্দি কাল, নাহি লয় চেয়ে। বাঁচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, স্থকো রুকো খেয়ে 🎚 আঁচাবার ভয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে। हेच्छा मत्न यनि दय, मूर्य दिय जुला। প্রেচার হইল খুব, শীতের বিক্রম। করিয়া আসন জারি, শাসন বিষম॥ मर्खना गतीरत इःथ, स्थ किरम हरत ? व्यु व्यु वीव यक, अष्मण मृद्य ॥

এইরূপে হুই মাস, লয়ে সেনাকাল। করিলেন রাজকার্য্য, শীত মহীপাল 🛭 রুসম্ভ গুনিল সর, হিমের ব্যাভার। স্থেবে ধরণী রাজ্য, করে ছারথার॥ প্রজা মধ্যে কোন মতে, সুখী নহে কেহ। শীত-ভয়ে থর থর, জর জর দেহ ॥ ঘুচাইতে পৃথিবীর, হুঃথ সমুদয়। মনেতে হইল তাঁর, ক্রোধ অতিশয়॥ দেখির কেমন সেই, ছাই ছুরাচার। ্রথনি হরিয়া লব, সর অধিকার ॥ মলয়া পর্বতে বদে, সোঁপে দিয়া পাক। দক্ষিণে বাতাস বলি, ছাড়িলেন হাঁক॥ আইল দক্ষিণে বায়ু, শব্দ ফুর ফুর। অকালে ভাকিলে কেন, রাজা ৰাহাছর ॥ রাজা কন সাজ সাজ্য বীর সেনাপতি। অবনীমণ্ডলে চল, যাই শীঘ্ৰ গতি ॥ कान अना ख्यी नरह, भीरवर भागत। লুইব তাহার রাজা, অভিলাষ মনে ॥ কামের কামান তায়, লোভ গোলা রেখে। গোটা হই কোকিলেরে, শীঘ্র লও ভেকে ॥ স্থকীয় সৈন্যের সহ, বস্তুত ভূপাল। श्राहेलन अवनीरक, विक्रम विशाल॥

### ক্ষিতাসঃগ্ৰহ।

নিংহাসন প্রাপ্ত হোয়ে, ঋতুপতি শীত। রাণী সঙ্গে রসরকে, ছিল হরবিত । मविट्मव नाहि खात्न, (कान मशाहात । পাত্র মিত্র সেনাগণ, সেরপ প্রকার ! হঠাৎ বসম্ভ আসি, হইয়া প্রকাশ। একেবারে সমুদয়, করিল বিনাশ ॥ না রহিল কোন চিহু, সব সেল উঠে। উত্তরে বাতাস তয়ে, পলাইল ছুটে॥ কোথায় রহিল হিম. দেখা নাহি আর। বসস্ত প্রভাবে মার, করে মার মার 🌡 মল্যা প্রম দিলে, অতিশয় ভেঁকে। সিংহাসনে ঋতুরাজ, বসিলেন জেঁকে I বিরহী শাসন হেতু, লোয়ে বাঁড়া ঢাল। কুত্ত রবে ডাক ছাড়ে, কোকিল কোটাল লাম মাত্র মাঘ মাস, ঘোর শীতকাল। বজু বড় শাল হল, বড বড সাল 🛭 সকলের মহানন্দ, বসস্তের বলে। अधिकञ्च हाक इःथी, हेग्रादात मत्न । উজানি উজায়ে গায়, দমে দম ছাজি। ভূজি মেরে যায় সবে, ইয়ারের বাড়ী॥ শীত ঋতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে। মনে মনে ভাবে বসে, অভিমান লোয়ে

কি করিব, কোথা যাই, বাক্য নাছি ফুটে। व्यक्राहादत इत्राहात, त्राका निर्तेण नूरहे ॥ ঘোর দায় সতুপায়, নাহি পায় বীর। অনেক ভাবিয়া শেষ, যুক্তি করে স্থির 🎚 প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ, ধর্মণীল অতি। অবশ্য করিবে রূপা, আমাদের প্রতি॥ এ বিপদে রক্ষাকর্তা, আর কেবা আছে। এই ভেবে উপনীত, বরষার কাছে॥ कॅार्यूनी हिमानी इहे, श्रियं कमा निया। তঃথের কাহিনী সব, কহিলেন গিয়া॥ বরষা আহ্বান করি, আলিঙ্গন দিয়া। রাণী সহ বসিলেন, সিংহাসনে গিয়া॥ বস বস স্থির হও, শাস্ত কর মন। দেখিব কেমন সেই, দান্তিক দুর্জন। একেবারে বসস্তেরে, প্রাণে কোরে বধ! তোমারে করিব দান, পৃথিবীর পদ ॥ যথন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ। তথন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ ॥ জনদেরে ডাক দিয়া, করেন আদেশ। ধরণীমগুলে তুমি, করহ প্রবেশ। অধার্মিক বসস্তেরে, করিয়া নিধন ! শীতরাজে দেহ গিয়া, নিজ সিংহাসন ॥

জনদ জনদ সেজে, অগ্রসর হোয়ে। যুদ্ধহেতু বসিলেন, হিমরাজে লোয়ে॥ কামান কামান নয়, বজ্ৰ তোপ ছাড়ে। ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলি, অন্ধকার বাড়ে॥ কাপ্তেন পূবের বায়ু, দিয়া খুব ফের। চারি দিক ঘূরে করে, ফায়ের ফায়ের 🏾 वमख পिं कि नार्य, मव ३० जूरे। প্রাণ ভয়ে রাজ্য ছেড়ে, উঠে দিলে ছুট॥ বহিছে উত্তর পূবে, অতি ধীরে ধীরে। দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে॥ যে কোকিল ডেকেছিল, কুছ কুছ স্বরে। এখন সে শীত ভয়ে, উছে উছ করে॥ ভাদিল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে। রাজপাটে রাজা হিুম, বসিলেন কেঁচে॥ শীতের সেরপ জয়. বসস্তের দলে। मा ऋषा (यमन बदी, देश्तां कत वर्ता

## বসন্ত বিরহ।

যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয়। বসস্ত পীযুষ সম, বিষোপম হয়॥ কোকিলের কুহুরবে, কুছক লাগায় 🛭 আমার হৃদয়ে আসি, বিধে শেল প্রায় 🕽 বকুল মধুর গৃন্ধে প্রমোদিত বন। আকুল করিল তায়, অভাগীর মন 🎚 পলাদে বিলাদ করে, মালতীর লতা ৷ প্রবল করয়ে তার, মনোমলিনতা ॥ নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা। প্রজাপতি বদে ধরি, মনোহারী প্রভা । যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ। ভূলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ ॥ পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান। (य मिरक भोतज ছোটে, সে मिरक भग्नान 🛊 সেই মত আমারে, ভুলালে অরসিক। আশাপথ চেয়ে, আঁথি হোলো অনিমিধ ॥

# চতুর্থ খণ্ড।

### যুদ্ধবিষয়ক।

## শীক সংগ্রাম।

বিজ্ঞাবর গবর্ণর, হিতবাক্য ধর। শক্ষটে সমর সজ্জা, সম্বরণ কর 🛭 নরবর গবর্ণর, মনে এই ভয়। রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয়। যুদ্ধ হেতু কুদ্ধভাৰ, লাগিয়াছে ধুম। উদ্ধিভাগ ক্ষ করে, কামানের ধৃম।। শীকের এবার বৃক্তি, নাহিক নিস্তার। বিপক্ষ বিনাশ হেতু, ৰিক্ৰম বিস্তার 🛭 ব্রিটিদের জয় জন্ম, অভিলাষ মনে। এক হত্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে ॥ আপনি চালাও সেনা, রণক্ষেত্রে ররে। এনন কে করে আর, গবর্ণর হয়ে? মহামতি সেনাপতি, সঙ্গে সঙ্গে থোড়া। বিপক্ষের গুলি থেয়ে, মলো তাঁর ঘোডা ॥

বড় বড় বলবান, বোদ্ধা যোদা যত। ভূমিতলে নিজাগত, জনমের মত॥ লিখিতে উদয় হঃখ, লেখনীর মুখে। সেলের মরণ শুনি, শেল ফুটে বকে॥ এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অন্ত ধরি বলে। মরিল শীকের ছন্তে, সমরের স্থলে॥ হার হার এই ছু:খ, কিসে হবে দূর। ব্রিটিসের রক্ত খায়, শৃগাল কুরুর ! স্বামির মরণ শুনি, বিবিলোক যারা ! নিয়ত নয়ন-মেঘ, বহে শোকধারা॥ শ্রীযুত্তের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ। অবশ্র হইবে তার, হিংসা পরিশোধ ॥ নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শীক। ধর্মরাজ থাতা থুলে, কষিবেন ঠিক ॥ অমর সমরকল্পে, বিটিসের সেনা। পিশীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা 🛊 লইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোপ। নির্ভয়েতে যোদা সব, কর ভাই হোপ 🛭 শতলজ পার হয়ে, জোরে ছাত ভোপ। উত্তে যাক শীকমণ্ড, পুড়ে যাক গৌপ ॥ বিপক্ষের পরাক্রম, সব করি লোপ। শতক্রতে স্থান করি, গায়ে মাথ সোপ 🛚

### কৰিতাসংগ্ৰহ।

কিরপেতে পরিপূর্ণ, সমরের ছল।
কিরপে করিছে যুদ্ধ, ইংরাজের দল 
য়
যুদ্ধভূমি কদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা।
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে, উড়ি যাই তথা।
দূরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা অন্তরাগে।
শুলি যেন ছুটে এদে, গারে নাহি লাগে।

# যুদ্ধের জয়।

(मक्। लिक। भग्र।

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়, শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়। রণে বিটিসের জয়, রণে বিটিসের জয়।

কালগুণে বিপরীত, বৃধিবার ভ্রম। এসেছিল শীক সব করিয়া বিক্রম ॥ বামনের অভিলাব, ধরিবেক শলী।
উর্ক্তাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের ধরগতি, ধর করে শক।
বাসকি করিতে বধ, বাছা করে বক এ
কাকের কোকিল রবে, লক্ষা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলক্ষ পার হলো, শীক সমুদয়।
রবে ব্রিটিসের জয়, রবে ব্রিটসের জয়॥

পঞ্চাবীয় শীকদের, আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি, জয়ী হবে রণে ॥
সম্দর অন্ত লয়ে, হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আমি, সমুধ সমর ।
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল সাধন।
দঙ্গল বাধিয়া করে, ঘোঁরতর রণ ॥
মাঠে এসে কাটে বুক, মুধ শুক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হলো, শীক সম্দয় ॥
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়।

স্থামাদের সেনাদের, বাছবল বাড়ে।
বিকট বদনে বোর, সিংহনাদ ছাড়ে।
বেঁধে হোপ করে কোপ, দিলে ভোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে।
যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে।
বেজিমেণ্ট করে সেণ্ট, তাঁবু টেণ্ট ফেলে।
বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া, মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হলো শীক সম্দয়।
রবে ব্রিটিসের জয়, রবে বিটিসের জয়।

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা!

সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়. বল-বৃদ্ধিহারা 
লাহোরে রাণীর কাছে, অধােমুথে থাকে।

ঘোর হুর্গে চুকে হুর্গে, হুর্গে বলে ডাকে।

বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যত।

আমাদের কাছে সব, শৃগালের মত ।

নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরস্পর কয়।

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।

শতলম্পার হলা শীক সমুদয়।

রাণ ব্রিটিনের জয়, রণে ব্রিটিনের জয়।

রণভূমি ছেড়ে যার, যত চাপদেড়ে।
গুলি গোলা অর্ট্র তোপ, সব লয় কেড়ে ।
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে নদী-কূলে।
বৃদ্ধি-লোপ দাড়ি গোঁপ, সব য়য় ঝুলে।
চড়াচড়্মারে চড়্সিকারের দলে।
ধড় কড়্করে ধড়, পড়ে ধরাতলে।
প্নর্কার উঠিবার, শক্তি নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলর পার হলো, শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের ভয়, রণে ব্রিটিসের জয়।।

ভাগিয়াছে শক্ত সব, লাগিয়াছে গ্র্ম।
লুটিতে লাহোর দেন, হেনেরি ছকুম।
প্রাণপণ ছইমন, সেনাগণ সাজে।
মহাজাক ঘন হাঁকে, জয়ঢাক বাজে।
শীকদেশ হয় শেষ, রণবেশ ধরে।
চলে দল ধরাতল, টলমল করে।।
ধরাধর কোঁপে উঠে, ধরা নাহি রয়।
গেল বিপক্তের ভয়, গেল বিপক্তের ভয়।।
শতলজ পার হলো, শীক সমুদ্র।
রপে ব্রিটিসের জয়, রপে ব্রিটিসের জয়।।

### কবিতাসংগ্ৰহ।

এ দেশের প্রকা সব, ঐকা হয়ে অথে।
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুথে।
ধনা চিপ কমা গার, ধনা দেও লর্ডে।
ইংরাজের রাাক বাড়ে, থাাক দেও গড়ে।
গণা বটে সৈনাগণ, ধনা দেও ভাষ।
লর্ডের রহিল মান, গডের কুপার।
সদয় সমরকরে, বিভূ দয়ুময়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হলো, শক্র সমুণয়।
রণে বিটিদের জয়, রণে ব্রিটীদের জয়।।

### দিতীয় যুদ্ধ ।

ভারতের অবোধ, ভ্র্মল লোক যত।

ডাল্ ভাত মাচ্ থেয়ে, নিজা বাবে কৃত ?

পেটে থেলে পিটে সয়, এই, বাক্য ধর।

রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর॥

লাহোরের শীক দেনা, শক্ত অতিশয়।

এখন আলম্ভ করা, সম্চিত নয়॥

কেহ খড়া, কেহ ঢাল, কেহ যাই লও।

বাহার যেমন সাধা, সেইক্সপ হও॥

कतिरक जूम्न युक्त, आमारित मत्न। नारशंतीय अलान्य, मालियाह तरन । আমরা তাদের সঙ্গে, রোকে রোকে রুকে। দাড়ি ধোরে দিব টান, বাড়ী মেরে বুকে ॥ অধিকার যদি পাই, শীকেদের কিতি। আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি॥ দাহদে করিবে যুদ্ধ, যত বুদ্ধি ঘটে। कांच कर्म नाहि यादा, शालात निक्छ ॥ অকর্মণ্য শক্তিশ্না, আফিসর বারা। ভাক পেয়ে ডাকষোগে, যুদ্ধে যান তাঁরা। শিরে রাথ বিলুদল, মুথে বল হরি। সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাতা কৰি॥ গায়ে দেহ চাপকান, পায়ে চটি জুতি। মাথার পাগজ়ি বাঁধ, পর সাদা ধৃতি 🛭 দোবলা দোছট করি, চোট, কর মনে। হোঁচোট না থাও যেন, ঘোরতর রণে ॥ সাইনের অগ্রভাগে, যেওনাকো ককে। চোট চাট কাট কাট, মালদাট মুথে ॥

# সুদকির যুদ্ধ।

क्टरशह् विषय युक्त, भीक्शन मर्ज । বেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রজে॥ সেজেছে অগণ্য সৈনা, কি কব বিস্তার। বেজেছে জয়ের ভন্ধা, নাহিক নিস্তার॥ বেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্যা শত শত। ছেড়েছে প্রাণের মারা, যুদ্ধে হরে রত । . (घरतरह मभत खल, लरा निक्र प्रवा সেবেছে এবার শীকে, হইয়া প্রবল। (मरत्र विशक्त गरेंग, मुक्कित तर्ग । হেরেছে সকল শক্ত, গোরাদের সনে ॥ ভেগেছে সন্মুখযুদ্ধে, নদী পার হয়ে। মেণেছে আশ্রয় পুন, মিত্রভার লয়ে 🛙 হয়েছে সমূহ শীক, সমরে সংহার। বঁরেছে চক্ষের যোগে, বক্ষে বারিধার॥ শ্রেছে ছ:থের ভার, শিরোপরে কত। রয়েছে প্রমাণ তার, তোপ একশত।

ধরেছে ইংরাজ সেনা, মূর্ত্তি ভরত্বর।
পরেছে করাল বস্তু, অস্ত্রমূক্ত কর।
রলিছে বদনে শুদ্ধ, মার মার ধ্বনি।
চলিছে সমরে সর্ব, টলিছে ধরণী।
ছলিছে ছলনা করি, বিপক্ষের দল।
ফলিছে ব্রিটিররক্ষে, জরুযুক্ত ফল॥

### युक्त।

শীক সৰ এদেছিল, প্লল থল হেসেছিল,

নেশেছিল দেনা প্লত শত।

কটুভাষ ভেষেছিল, বল করি ঠেদেছিল,

শেনেছিল অভিলাম মত ॥

শিবিবেতে এরেছিল, বাঁকে বাঁকে গেয়েছিল,

ছেয়েছিল সমরের হল।

অধিকার চেয়েছিল, কুথিরেতে নেয়েছিল,

পেয়েছিল হাতে হাতে ফল ॥

জোট দিতে পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিল,

ছেরেছিল অগ্নিবরিবণে।

কোপ করি ঘেরেছিল, কোনে তোপ মেরেছিল,

হেরেছিল গোরা সব রণে॥

वंहरेनेना लाल्बिक्न, अनिंदर्गना वार्यक्रिन, द्शास्त्रहिन श<del>ृर्व</del>भाववानी । यं कथां काटबहिनः आयादनत त्मादबहिनः (दारविश्व गर्यूर**४**ए७ व्यक्ति॥ . कालरवन स्थारतिहल, खानभूक स्थारतिहल, কোরেছিল ভয়ানক গভি। वहताक (बादाहिन, जिल्क बन शदाहिन, মরেছিল বছ সেনাপতি॥ ৰত টাপদেত্ত ছিল, দাড়ী গোঁপ নেডেছিল, বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে। ভাল আডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল, মেডেছিল বারুদ তাহাতে। ৰড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল, व्यंद्रिक शिक्तांना आर्ग। গোরা শেষ চেড়েছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল, ভেডেছিল অতিশয় রাগে **॥** ষেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল, তেগেছিল বিপক্ষের বুকে। গায়ে গোলা লেগেছিল, শীক সৰ ভৈগেছিল, মেগেছিল পরাজয় মুখে॥ মার রব মুধে ছিল, ব্যহমধ্যে চুকেছিল, বুকে ছিল কামানের জোর।

রোকে রোকে ককেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল,
কুঁকেছিল কুটিডে লাহোর ।
কোপে গুলি ছুঁডেছিল, জোপে ধুলি উড়েছিল,
কুড়েছিল আকাশ পাতাল।
শীকম্ও উড়েছিল, দাড়ি গোপ পুড়েছিল,
পুড়েছিল ধরি তরবাল ॥
শক্রদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল,
চোটেছিল মহিধীর মন।
ছঃথে বুক কেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল,
এঁটেছিল ক্রিয়া শাসন॥

ধ্যান্ধ লাড্ ধনা তৃষি, ফিরোজপুরের ভূমি,
নীক-রক্তে প্রবাহিত নদী।

এক হল্তে প্রপ্রার, না জানি কি হোডো আর,
হুই হল্ত প্রাপ্ত হতে বদি গ্র
বৃদ্ধে বৃদ্ধে আপনার, সমত্লা কোধা আর,
মহিমার নাহি হর শেষ।
ভিউকের হরে পার্টি, বধ করি বোনাপার্টি,
রেধেছিলে ব্রিটেনের দেশ গ্

তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে, वाङ्वल वृद्धिवल धरत । প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া, हर मित्रा (मन तका करत ॥ ধিক ধিক শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ, কোনরপে লক্ষাণীয় নয়। যুদ্ধ করি উপলক্ষ, • এসেছিল কত লক্ষ, লক্ষ্য মাতে গেল সমুদ্য ॥ না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু, কালকেতু ধূমকেতু শীক। বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে, আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব, ছেতে রব দিলে সব তেতে। श्वित (शाना नित्न (कर्ड़, यह वाहि। हांश्रामुख, পলাইল পূর্বাপার ছেডে ॥ গোরা সৰ রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে. কামানের আগে যায় উচ্ছে। কোরে কোপ বৃদ্ধি লোপ, মিছে হোপ থেয়ে তোপ, দাজি গোঁপ সৰ গেল পুড়ে । শীক শক্র পরাভব, মুথে আর নাহি রব.

সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে।

नकत इहेन जूढे, (शांड्रेट्स आम् इडे, क्ति के मिल इते करा । হজু হড় হড় হড় হড় হড় হড় হড় হড় হড় ১ शुक्ष अष् अष् अष् अम्। কড্কড্চড্চড্, বড্বড্ফড্ফড্, হড়হড দড়দড়হ্ম ॥ গাড়া গাড়া গুম গুম্, ভাগা ভাগা ভুম্ ভুম্, শুম শুম জয়চাক বাজে। ভঁভঁভঁভম্ভম্, পঁপ পঁপ পম পম, ভম ভম ভেরি রাগ ভাঁজে 🛭 ফায়ের ফায়ের ফুট. ফাই ফাই ভূট ভূট. ড্যাম ড্যাম গোরাগণ ডাকে। \* \* কাঁহা যাগা, আবি তেরা শের লেগা, সেফায়েরা এই রব হাঁকে॥ যুদ্ধের বিষম ধূম, গগনে উঠিল ধুম, यूम नाई नयन निकाछ। चूहिन भौरकत महा, वाक्रिन विकाय-एका, ৰ ৰাজ্যী কাও ভাই ঘটে। ঘটার ছটার চলে, ভটার হটার বলে, চকিতে চটায় শক্ৰদল। कारत कांचे नित्य कांचे, शतकांचे नितन कांचे,

শীক গোট গেল রসাতল॥

জোরজার শোরসার, যোরঘার ফেরফার, নাহি আর বিপক্ষের দলে। শেত দৈনা স্বাকার, বৃদ্ধি হলো অহস্কার, বার বার মার মার বলে॥ ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চিপ কমেণ্ডর, ধনা ধনা অনা সেনাপতি। धना धना देश गता गत, • धना धना धना बद, ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রভি॥ শক্রচয় পেয়ে ভয়, ্রণে হয় পরাজয়, সমুদ্য হলো ছার্থার। শতক্র দলিল অঙ্গে, ক্রধির তরঙ্গ রঙ্গে, বিভূষিত শীকশবহার ॥ স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাদে পুলিনে আসে, কি কহিব ভয়ানক কথা। গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনীজাল, শবাহারে সব হারে তথা॥ षाछा (পয়ে আপনার, হলো সব নদী পার, অধিকার করিতে লাছোর। বিপক্ষের ঘোর হুর্গ, লুটেল সকল হুর্গ, ব্রিটদের ভাগ্য বড় জোর। মহারাণী শীকেশ্বরী, শিশু স্থত ক্রোড়ে করি, দারুণ ছঃথিত অহরহ।

নানক বাবার বরে, এই অভিলাম করে, সন্ধি হোক ইংরাজের সহ # নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ, गक्तशैन शालाव (म कार्छ। কোন তৃচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর, মিছামিছি করে মালসাট। কোরে লাল চকু লাল, ৃঠুকে তাল ধরে ঢাল, সেনাজাল এনেছিল রণে। ইস্মিথের দেখে যুদ্ধ, নিজাপক্ষ করি রুদ্ধ, পলাইল ভয় পেয়ে মনে ! नारहारतेत नतवात, आख हरव अधिकात, দেখি তার অহুষ্ঠান নানা। এবিল ইংলিদ যত, ডেবিল করিয়া হত, টেবিল পাতিয়া থাবে থানা II চারিদিকে সেনাগণ, মধাভাগে চ্যাপিলন, সরমন পঞ্জিবেন জ্যোরে।

ষতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া দেরির গ্লাস, কহিবেক হিপ**্**হিপ্ হোরে ॥

# **ठ**थनायनी इन ।

ছে, প্ৰ, নর। মানব, বন্ধ। त्रव म. बत्र । वहन, ध्रत्र ॥ ব্রিটিস, গণে। অভুর, মনে। नीं (कब्र, मता। (मत्बर्ह, ब्राप ह नारहात्रा, शिला मिला म. निला তার স, মীপ ে সমর, দীপ 🕸 খনের, আশ। করি প্র, কাশ। প্রাণী বি. নার্শ। • দরা না; বাস 🕏 अक्रभ, वर्षे । अक्रम, ब्रंकि । শভক্ত, তটে। পাছে বি, ঘটে 👫 তোমার, কার্যা। নহে নি, বার্যা। शाहरत, धार्या। भीरकव, वा**ष्ट्रा** নাহয়, ভঙ্গ। রণ ত, রঞ্চ। শোণিত, রঙ্গ। শোভিত, অঙ্গ। দেখিয়া, রীতি। হাসিছে, ক্ষিডি। ধনের, প্রতি। এত কি, প্রীতি॥ সমর, তলে। কামনি, কলে। विशक, मृत्या विधित, वर्षा ॥

मीरकतं, भारतः। जिमातं, मारतः।
तन दा, जारतः। क्रती, कैरतः॥
विकछे, दर्भः। क्रिंदितं, त्करतः।
नारहातं, प्रत्मः। कि हरेतं, त्मरतः॥
मीक क्रुः भानः। ईरंगतं, वानः।
जारत कि, कानः। बाक्रमां, कानः॥
रह क्ष्मं, स्ति। विकनः, निषि।
के मरहः, विक्षः। विकिकः, विविधः
क्रम्भा, कतं। क्रम्भा, कतः।
तमे मां, कतः। ममन, इतं॥

# कावूरलत युक्त।

#### मेम ১२৪৮ माल।

চেপেছে বিষম যুদ্ধী, ডেগেছে কাবেল হুদ্ধী,
দেপেছে কামীন শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেপেছে আগ্রয় বল,
বেগেছে ইংরাজ লোক যত॥
করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,
ভরেছে সমরে খুব ভারা।

পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে মুকল অস্ত্র, मदत्रक ज्यान त्यांका याता ! हरप्रदेश महाम नहे, हारप्रदेश करें, न्तारह इर्थन छोत्र वृत्क । तरप्रक् करम्पी भारत, त्राह्म अस्ति कांचा, ক্রেছে কুরাকা কৃত মুখে ॥ বেরেছে সমরস্থান, মেরেছে পানল বাব, हरत्रक जिल्न रेमनाश्रल। চেতেছে এবারে ভাব, মেডেছে নেভের পাব, থেড়েছে কামান কভ ররে 🛭 ক্লুড়েছে রন্দুকে গুলি, উড়েছে সাধার থুলি, পুছেছে কুপাল নানামতে। (त्राष्ट्रं विन्तृत्व, (इस्हिं स्कल वर्व, পেতেছে যে পাহাড়ের পথে সুমুর কুরিয়াপ্ত, \* সেনাসুর লাগুভ্ও, অস্ত্রাঘাতে খণ্ড থণ্ড দেই। জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তায়া, কোনক্রপে স্থির নহে কেহ। খেতকান্তি সরাকার, চারিদ্ধিক শ্বাকার, ° অনিবার হাহাকার রর। প্গাল কুকুর কত, গৃধিন্যাদি শত শত, महानत्म थोत्र मह सब व

हिः ज वब चारता गव, अवाशादत भतास्व, কত পৰ সংখ্যা নাই তার। সৰ পৰ করি দৃষ্টি, বোধ হর অনাস্থান্টি, भववृष्टि स्टब्स्ट धवात । বেরে বন্দুকের ছড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া, ভাঙ্গিল মাধার চূড়া তায়। ্শোশিতের নদী বহে, তরক তরক বহে, তৃণ আদি কত ভেদে যার। ৰত্ব বড় দাভি গোঁপ, কেড়ে নিল গোলা ভোপ, বৃদ্ধি লোগ হোপ সূত্ৰ হয়ে। कृत क्रांत रकेंग्र रकेंग्र, क्रव्यात मझन दिख, মোলন মলন বাদ্য করে ॥ কাণ্ডেন কর্ণেল কড, বিপাকে হইল হড, স্ত্ৰৰ্গগত ভবলিউ এম। রাজসূত্রারে কয়, কোপা সেই এনবর, কোথার রহিল তাঁর মেম ? क्का बदन नहे, क्रिंदिक मानलहे, গেল সব ব্রিটিসের ফেম। क्टड़ निरत जांद (छेन्डे, इल दन दिशासिक्डे. হার হার কারে কব সেম। अविभिट्टे येष्ठ देशना, आहात अहारव देएमा,

कांठा मार्न हिंए हिंए थान।

#### কবিভাসংগ্ৰহ।

ভকাইল রাভামুখ, ইংরাজের এত হুখ, ফাটে বুক হায় হায় হায় ! ठातिमित्क श्विन शाना, काथा भारत माना ছোলा, অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে। থৈকে থেকে লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে, বাঁচে স্থু দড়ী গোঁজ খেয়ে ॥ পাঁহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস, চরে থেতে সোরে পড়ে পদ॥ নিশির শিশির ছষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট, বিধিমতে বিষম বিপদ ॥ क्राल किছू नरह खना, निकाश मद्रश कना, উঠিয়াছে পিঁপীড়ার ডেনা। যবদের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস, সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা॥ ছুটিবে यथन छनि, উটিবে আকাশে ধ্লি, ফুটিবে বিপক্ষ বুকে শূল। লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়, টুটিবে সকল দেড়েকুল। জলেছে গ্ৰবণ র জোধে, বলিছে বিষম বোধে, চলেছে সামুজা ছল করে। क्टल एक कामना कल, हिलाइ (मनाव मल, हेलिए पृथिवी भम्बद्र॥

এইবার বাঁচা ভার, বে প্রকার বাের হার,
ক্ষোর হার শাের সার ভার।
জােরবল সােরা হল, চল ঢল টল টল,
ধরাতল রসাভল যার।।
গিলিজির লােক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঠুকিবে হুথে তাল।
গক জক লবে কেন্ডে, টাপদেডে যত নেডে,
এই বেলা সামাল গা

### ব্রন্দেশের সংগ্রাম।

বীররদে বিভাগে, জুড়িয়া জোর তান।
ছাড়িতেছে সেনা সব, রণজয়ী গান॥
হইল বিবাদ-বহি, বড় বলবান।
না হয় নির্বাণ আর, না হয় নির্বাণ ।
কত দ্র ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ।
করন ধরণী স্থাথে, নররক্ত পান॥
এক গাড়ে গাড়িতে, মণের বাছা জান
খেত সেনাপতি যত, জলবানে যান॥

कृत्न हत्न कृत्न छत्रि, शुक्रार्थार्श होन । এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান ॥ ছোরেছেন কমডোর, সবার প্রধান। কোনরূপে বিপক্ষের, নাছি আর ত্রাণ ॥ জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আগুয়ান। কোথা রবে মগেদের, বর্গমারা বাণ ? लारक लारक वीत्रनारभ, धक जान मान। পাতালেতে বাস্থকির, দেহ কম্পবান ॥ রেক্তবের গবানর, হবে হতমান। আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বঁদিয়ান ॥ হোরা দিয়া পোরা সব, থেতে দিবে ধান। অথবা করিবে তার, দেহ থান থান। কি করে আবার রাজা, যুবা জামুবান। ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান 🛭 ইংরাজ সহিত রণে, পাইবে আসান। ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান 🛭 ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান। কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুল মান ॥ শোভা পেতো হোলে পরে, সমান সমান। পর্বতের সহ কোথা, তুণের প্রমাণ ? वन्तीक्राप ताव किन्द्र, यात्वनात्का आण। "বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বস্তির স্থান 1

সেধানে এটান হোমে, টেকির প্রধান। মেকির নিকটে লবে, ধর্মের বিধান। ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান। মেকাই একাই ভারে, করিবেন ত্রাণ।

অনল উঠিল জ্বোলে, কে করে নির্বাণ। সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্বাণ 🛊 ব্রিটিদ নিকটে তথা, মগের প্রতাপ। জলন্ত আগুনে যথা, পতকের ঝাঁপ। ফণি ফণা ভুচ্ছ করি, কুচ্ছ বছতর। ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যান্ধর গ্যান্ধর॥ হোতে চায় করী সম, স্থরপ শুকর। তুরগের ধরগতি, ইচ্ছা করে থর॥ দেখিয়া রবির ছবি, নাচিছে জোনাকী। বকের বাসনা বড়, বধিতে বাসকী॥ শুনীস্থত মিছে কেন, করিছে আক্রম। হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম ভীক ফেব্লু রব করি, জয় করে হরি। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি॥ ইংরাজে করিবে দূর, কদাকার মগে। কোথায় লাগেন, "বগা বাঙ্গালের লগে ॥" ধারে থাক্ পাথাভালা, মাচরালা থগে।
বাঁধুক আবার অলা, দোকা চ্ণ রগে॥
রালামুথা দল যদি, বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালামুথ, আরো হবে কালো॥

मिक्किल त्रगानन, कदिशा निर्काग। আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ? হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ। বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ।। निश्र क होनित्न भरत्, नाहि यांग्र ताथा। মরণের হেতু উঠে, পিঁপীভার পাথা। षिजतारक मर्भ करत, इहेबा मानीक। অবোধ বগের প্রভু, মপের মালিক॥ সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার। সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু, মানব আকার ॥ সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদার। কেবা রাজা, কেবা প্রজা, বুঝা অতি দায়॥ শীরামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া। মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, থামিয়া থামিয়া॥ ইরেস্তাবুকুলি ভুলু, কামিয়া কামিয়া। নাচে আর গান গায়, থামিয়া থামিয়া॥

কর্ম্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে। জাবাপতি হাবা অতি, বুঝিলাম ভাবে

-:0:-

জানহত, পণ্ড যত, আর কত জালাবে ? ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন চলাবে ? খেতবীর, বাস্কুকির, উচ্চ শির টলাবে। রাজপুর, হয়ে চুর, রসাতলে তলাবে ॥ কোপে কোপে,ভোপে ভোপে,গিরিদেশ ছেলাবে। करन छरन, भक्रमरन, कांद्रेरहना रहनारव ॥ তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, ছুই হাতে চেলাবে। **ভাক্ছাড়ি, তুলে আড়ি, গোঁপেদাড়ি** ফেলাবে ॥ কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাঁকা ডগ লেলাবে। ভুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেলা খেলাবে ॥ হত দিশে, বুঝে নিশে, কাণে সীসে ঢালাবে। মগাই পগাই স্বোণা, কামানেতে গালাবে॥ সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, রাজধানী জালাবে। বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধপথে চালাবে॥ যত গোরা, মেরে হোরা, ভাল ঝাল ঝালাবে। আবাপতি, হাবা ভূপ, বাবা বোলে পালাবে॥

### পঞ্চম খণ্ড।

#### বিবিধ বিষয়ক ।

## ক্লফের প্রতি রাধিকা।

তড়িৎগতি ছন্দ ৷

হে নটবর, সর হে সর। ছি ছি কি কর, বসন ধর॥ আমি অবলা, গোপের বালা। হলো কি জালা, ছুঁয়োনা কালা॥ করিলে ভারি, বিষম জারি। নয়ন ঠারি, বধিছ নারী ॥ তুমি হে শঠ, দারণ নট। কুরব রট, রসিক বট ॥ কি হাস হাস, কি ভাষ ভাষ। লাজ না বাস, ভাব প্রকাশ ॥ গোপী-সমাজে, ব্রজের মাজে। এমন কাষে, মরিছে লাজে॥ আসিয়া জলে, হৃদয় জলে। কপাল ফলে, কি ফল ফলে॥

#### কবিতাসংগ্ৰহ।

**চল ছে চল. लहेव जल।** कि इन इन, कि दन दन ॥ আমি হে দতী, নব যুবতী। আয়ান পতি, হুর্জন অতি॥ না জানে প্রম, মনের ভ্রম। ननती मम, जालिनी नम ॥ मनमी-फरत्र, भतीत्र छरत्। থাকিতে ঘরে, পাগল করে॥ সরল নহে, স্বভাবে রহে। কুকথা কছে, জীবন দছে॥ षापन वरन, कूपर्थ हरन। কথার ছলে, অসতী বলে॥ বাঁকা ত্রিভঙ্গ, কর কি রঙ্গ। ছাড় হে সঙ্গ, ধরোনা অঙ্গ॥ তব বচনে, প্রেম রচনে। গোপিনীগণে, হাসিছে মনে ॥ বিনতি করি, চরণে ধরি। কি কর হরি, সরমে মরি॥ পাপ আয়ানে, শুনিলে কাণে। গঞ্জনা-বাণে, বধিবে প্রাণে॥ তুমি গোপাল, পাল গোপাল। প্ৰণয় আল, কেন হে জাল ॥

গোক্লে থাক, গোধন রাথ।
কি হাঁক হাঁক, কেন হে ডাক॥
স্থে আধার, প্রেম ব্যাভার।
কি ধার ধার, কি জান তার ।
বংশীর ধ্বনি, বেন হে কণি।
আমি রমণী, প্রমাদ গণি॥
নিদর বাঁশী, হুদয়-ফাঁসি।
করে উদাসী, ছুটয়া আসি॥

#### দীর্ঘ পয়ার।

ওহে নিলাজ বিভঙ্গ, ওহে নিলাজ বিভঙ্গ।
কুলের কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ॥
মরি মুরলীর স্বের, মরি মুরলীর স্বরে।
তোমার অধরে কেন, রাধা নাম ধরে ?
থাকি গুরুজন মাঝে, থাকি গুরুজন মাঝে।
নাম ধরে বাজে বাঁশী, গুনে মরি লাজে॥
ইথে কত রস আছে, ইথে কত রস আছে।
কোন্ বংশী এই বংশী, পেলে কার কাছে?
ছি ছি জান কত ছল, ছি ছি জান কত ছল
বাঁশারী কিশোরী বলে, পাসরি সকল॥
বাশী কে বলে সরল, বাঁশী কে বলে সরল?

খলের বদ্দে খাকে, উপরে গরল। छत्न मत्नाहत वानी, छत्न मत्नाहत वानी। ছল কোরে জন নিতে, ব্যুনাতে আসি॥ वानी कठ धन बात्त. वानी कठ धन बाता। প্রাণ মন কেড়ে লয়, সুমধুর গানে ॥ কত তান ছাড়ে তানে, কত তান ছাডে তানে। প্রবেশে অমৃত রম, অবলার কাণে ॥ चार भिरुद्ध मुक्तिक, चार्य भिरुद्ध मुक्तिक । উথলে আবার তায়, প্রণয়-তরঙ্গ। ভাল মুরলীর ভাব, ভাল মুরলীর ভাব। বিপরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥ মন যুক্ত হুথে চুথে, মন যুক্ত হুথে চুথে। অমৃত বরিষে বুঝি, ভুজকের মুথে ॥ श्वित वन विवत्रन, श्वित वन विवत्रन। बः भीधत वश्मी धत, किरमत कातन १ তব বদন সরোজে, তব বদন সরোজে। পরজে রাধার নাম, কিসের গরজে ? वािम शरह याहे ताल, वािम शरह याहे ताल । व्यात वाशी वाकारमाना, ताथा ताथा (वारल ॥

## ভাব ও চিন্তা।

ভাব, চিম্তা, এই ছই, ভিন্ন ভিন্ন নাম। মনোহর মনোদীপে, উভয়ের ধাম। মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়। অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয়॥ অধিকার করিয়াছে, ত্রিভূবন জুড়ে। ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে।। উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নহে তারা। অথচ উড়িয়া যায়, এ কেমন্ ধারা ! উদয়ের প্রতি কিছু, হেতু তার নাই। বিষয় বিশেষে শুধু, দেখামাত্র পাই।। দেখা পেলে রাখা ভার, আশা লয় কেডে। তথনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে।। পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা, ধর্ ধর্ কোরে। আবার উদয় হয়, অক্তরূপ ধোরে।। এইরপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা। আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা।।

চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেষ। অবশেষে চিন্তার ছাড়িতে হয় দেশ।। এক চিস্তা, চিস্তাযোগে, নানা মূর্ত্তি হয়। কখন কি ভাব ধরে, জ্ঞানগমা নয়।। धरे हिस्रा, मृर्डिएडए, अस्कृत शारत । ব্ৰহ্মজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে।। থাকেনা হথের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে। সম্বোষ-দাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে।। এই চিন্তা সহকারে, উপকার যত। বিদ্যাশভ, বস্তবোধে, মুথ লাভ কত।। এই চিস্তা, মূর্ত্তিভেদে, ছথের আধার। একেবারে ধরে ঘোর, ভীষণ আকার।। কোনমতে নাহি রাখে, বস্তির আশা। আপনি বিনাশ করে, স্বাপনার বাসা।। মনেরে করিয়া দগ্ধ, তবু নয় স্থির। ক্রমেতে আহার করে, সকল শরীর।। অমুকূল হও চিন্তা, আমার এ মনে। কোটি কোটি নমস্বার, তোমার চরণে। ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভার। চিন্তা সহ সমভাব,সকল প্রকার॥ ভাবের অভাব নাই, স্বভাবত রয়। সকল সময়ে কিন্তু, দেখা নাহি হয় ।

#### কবিভাসংগ্ৰহ।

নিজ ভাবে ভাব হয়, য়থন প্রকাশ।
মানুষের মনে কড, বাড়ায় উলাস ॥
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্কক্ষণ থাকে।
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাথে
ভাবেতে অনেক হয়, হথের উদয়।
পুনর্কার সেই হথ, তাবে হয় লয়॥
ব্ঝিলে নিগৃঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে।
সস্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে॥
কর্ম, মন, বাকা তিন, লুপ্ত এক ঠাই।
অথও ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই॥

### হাদ্য।

রসময় বিধাতার, বিচিত্র কৌশল।
স্জিলেন "মুথ" রূপ, ভাবের মণ্ডল ॥
সুরাগ বিরাগ আদি, মানস আভাস।
হয় এই ভাবাকর, বদনে বিকাশ॥
এই, মুথ-ভঙ্গিভরে, লাস্ত যত লোক।
কোথায় উদয় স্থথ, কোথা উঠে শোক॥
আনন কানন সম, ভাব তাহে শোভা।
কভু নিরানক্কর, কভু মনোলোভা॥

विवान विवय वाशु, विहरण उथाय। কণবাত্তে দর্ম শোভা, লুগু হোয়ে যার ॥ **ज्न, मन, भूभ, रुग, आश्र मनिन्छ।** ওঁক হয় ললিত, লাবণ্যৱপ লভা ॥ রাগরপ থরতর, দিনকর-করে। বদন বিপিন-শোভা, একেবারে হরে ॥ नयन निकुश्व पुरुष, ज्यल मार्वानल। দগ্ধ করে চতুর্দিক, হইয়া প্রবল। এই রূপ বিবিধ, বিষমভাব বোগে। আনন অটবী-শোভা, ভ্রন্ত হয় ভোগে। ফলে যবে হথ সমীরণ বহে তথা। মধুর মাধুর্য্য মাত্র, শোভিত সর্ক্রধা। প্রফুর নম্নকুজে, পলক প্রব। চঞ্চল পুতলি যেন, কুসুমবল্ল ॥ গওযোগে বিকলিত, হয় কোকনদ। সঞ্চারিত রসরূপে, সুরূপ সম্পদ <sub>।</sub> হাসির হিল্লোল উঠে, অধর পুন্ধরে। দশন হংমের শ্রেণী, সুখেতে বিহরে 🛭 হায়রে বিচিত্ত ভাব, বলিহারি যাই ! এমন মধুর বৃদ্ধি, আর কিছু নাই। (मथ (इ त्रिक्शन : त्रभी-क्रम्त । হাসির মাধুর্য্য কত, প্রণন্থ মিলনে 🖁

विवारक वहन नाहै, त्म दम प्रतम ! लावा- श्राधि-कान, निमम् मानमः॥ चात्र (मथ मानिनी, वित्नाम विश्वाधदेत । হাস্য বোদে কত রুষ, রুসিকে বিভারে॥ যেমন বর্ষাকালে, মেধাবৃত দিবা। व्यक्तां र्राहरम, स्र्थामम किया ॥ অথবা শিশিরকালে, ফুল শতদল। মধুপানে মহাস্থী, মধুকরদল॥ গর্ভজ-প্রফুল মুখপদা বিলোকনে। অতুল আনন্দ উঠে, জননীর মনে ॥ মুত্র হাদি মুখে, অমুত বচনে। স্থের্মে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে ॥ হায়রে বাৎসন্যরস-প্রকাশিনী হাসি। সরলতা তোর খুণে, হইয়াছে দাসী ॥ আরে এক হাস্য শোভা, ভাবুক-বদ্নে 1 **চঞ্চলা চপ্ৰা দিশি, শোভিত স্থনে** ॥ অথবা গগনে বেন, নক্ষত্র সম্পাত। অচির উজ্জন দীপ্তি, করে অক্সাত।। **এই আছে এই নাই, এই আর**বার। কতরূপ অপরূপ, ভাবের সঞ্চার।। व्यथत मध्य हामि, माधूत व्यथतत । প্রারাম্মনি সম, স্থিত্ব আভা ধরে।।

শেরমুথে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত।
হৈরিয়া প্রশাস্ত মন, হয় হরবিত।।
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর।
তৃপ্ত করে জগতের, যাবং অস্তর।।
কেবল ঘূণার হাস্যে, ঘূণার প্রভাব।
হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব।।

-:::-

### কাল কন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ।

কাল-স্তা সর্কনাশী, সংহারিণী ঘেই।
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই॥
ভগ্নকালে, লগ স্থির, মগ স্থপডোগে।
শুভক্ষণে, শুভকর্ম. গগুগোলবোগে॥
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমৃদয় শুরু।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর শুরু॥
এ বরের নাপিত হইবে কোন জন।
আপনি আপন মৃশু, করেন মৃশুন॥
স্থচাক শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল।
ভাহাতে চড়িল বর, বারো চক্রপাল॥

প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে স্থন্দর। পুমকেতু হোরেছিল, মাথার টোপর॥ অধ উর্দ্ধ জাতি কিবা, মাঝে তার ফাঁক। সেই ফাঁকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক॥ অপরপ অগ্নিবাজী, করে প্রীম্মরাজ। চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ॥ এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয়। বরষা সয়েছে জল, ত্রিভূবনময় ॥ কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে। धतिया वत्रण्डाना, छी-आठात करत ।। কত জাঁক বাজে শাঁকি, উলু উলু মুথে। কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে স্থা ।। श्रुक्तभरी त्रीनामिनी, वामद्व आमिया। করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া।। রীতিমত সাতবার, পিঁডি ছাতে নিয়া। খ্রিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া।। তারা, তিথি আদি করি, শালা শালী যারা। কাণ্ধোরে কামুটি, দিয়েছে কত তারা।। হায় একি অপরূপ, যাই বলি হারি। শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা ভারি।। কুরাসার মছলন্দে, বর দেন বার। শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার॥

বসস্ত কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার। ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার ॥ क्रेष अवन, शक, निमञ्ज लाएव। এসেছিল বিয়ে দিতে, বর্ষাত্রী হোমে।। রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সকলেই সমাগত, হোমে নিমন্ত্রিত।। আমাদের প্রমায়ু, কোরে জলপান। একে একে স্কলেই, করিল প্রস্থান ॥ ওলাউঠা, বিকার, বসস্ত আর জর। আর আর ভয়ন্কর, কার্যা বছতর।। এরা সব রবাছত, কত পালে পালে। হোরেছিল রেয়ো ভাট, বিবাহের কালে।। ভাৰতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া। আশীর্কাদ কোরে গেল, সম্ভোষ হইয়া।। বিবাহ হইল শেষ, ওর্ছে বর্ষবর। মাচ্নিয়া বরে গিয়া, বউভাত কর ॥ একা তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা। (मरथा (यन वरत वरत, नाहि इस (मथा प

## গিরিরাজের প্রতি মেনকা।

স্বপনে হেরিয়া তারা, তারাকারা ঝুরে ধারা, ধরণীধরেক্রদারা,

শোকে স্বারা শ্যা হতে উঠিল।
কান্দিয়া ব্যাকুলা রাণী, মুথে নাহি স্বরে বাণী,
শিরে হানি পদ্মপাণি,

গিরির নিকটে শীত্র ছুটল।। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাঁপে দারবাসী,

স্বামির সঁমীপে আসি, রোদনবদনে রাণী কহিছে। না হেরে উমার মুথ, নাহি সুথ একটুক, সদা ছথ ফাটে বুক,

দিবানিশি থেদে তক্স দহিছে॥ ছথে দগ্ধ হয় দেহ, ছহিতারে আনি দেহ, উমাবিনা নাহি কেহ, ভবে মন স্থির নাহি'রহিছে। তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান, বিনীর্ণ ছইত প্রাণ.

পাষাণ বলিয়া স্থ্ধু সহিছে॥
কেমন কৰ্মের স্ত্র, সলিলে ডুবিল পুত্র,
আমার সমান কুত্র,

অভাগিনী বৃঝি আর নাই হে। সবে মাত্র এক কল্পে, মা বলিতে নাহি অলে, এক দিবদের জলে,

সেম্থ দেখিতে নাহি পাই হে॥

লদাই স্বভাবে মত্ত, না লও উমার তত্ত্ব,

বুঝেছ কি গুঢ়তত্ত্ব,

কি কহিব তুমি হও স্বামী হে। অচল অচল অতি, পাৰাণ পাৰাণমতি,

কি হবে ছুর্গার গতি,

ক্ষেতে নারী যেতে নারি আমি হে। ছহিতা ছথিনী যার, বেঁচে কিবা স্থথ তার,

রাজ্য হউক ছার থার,

কিছুতে নাসাধ আগছে আর হে। শিবের সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অরজল, আহার ধুত্রাফল,

বিৰতল বাসস্থল সার হে॥ জ্বিলাগা ভাল ভাল, নাম কাল কাল-কাল,

नाहि यात कालांकाल. চিরকাল স্থথে কাল কাটে হে। একভাবে সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে, তাল দেয় কাছে কাছে, তালে তালে नाट नाना शिए दर ॥ একি পাপ পাই তাপ, ভুষণ বনের সাপ, কোথা মাতা কোখা বাপ. ভাই বন্ধু সব বুঝি মোরেছে। গৃহযোত্ত গোত্ত গাঁই, কিছুর ঠিকানা নাই, विषयात्र मध्य ছाई, একেবারে তাই সার কোরেছে। পরিধান ব্যান্তছাল, শিরে কটা জটাজাল, চকু লাল মহাকাল, স্বাপনি বাজায় গাল স্থে হে। দারণ পাগল শূলী, স্বন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি,

ছ্হাতে মড়ার খুলি,
আগম নিগম পড়ে মুথে হে॥
কি বলিব বিধাতায়, বিড়মিল জামাতায়,

ভাসাইল ছহিতায়,

দারণ ছঃথের সিদ্ধৃত্বলে ছে। পিতামহ বল বারে, পিতামহ বলে তারে, ধিকৃ ধিকৃ দেবতারে, কি বলিরা দেব-দেব বলে হে ?
ভূল্যবোধ রাগারার, ভবে নাছি অন্ত্রাগ,
কুবাক্যে না করে রাগ,

ভালমন্দ কিছু নাহি জানে হে। শ্বশানে মশানে বায়, ভৃত প্ৰেত সঙ্গে ধায়,

ছাইভন্ন মাথে গার,

काँदि हास्य हिन्निश्चन गानि दह।

রাণী যত বাণী ভাষে, মনের আক্রেপ নাশে, অদিনাথ শুনে হাসে,

ष्यविगात ष्यवका जेगात (ह।

প্রভাবে প্রকাশ দিবা, এক আত্মা শিবশিবা, রাণী তা বুঝিৰে কিবা,

সারমর্ম বেদে নাহি জানে হে।

সমবোধ শিবাশিব, যারু নামে তরে জীব, জামাতা সে সদাশিব,

মহামান্ত দেব অগ্রভাগে হে।

হেসে কছে গিরিবর, মেনকা বচন ধর্ শিবনিকা তবে কর.

मक्रयक मान कत्र आर्ग हि ।

## वर्षात्र नही।

শীষের প্রতাপবলে, পূর্বে ছিল ধরাতলে,
কুশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রক্ষ, • ধ্লায় ধ্বর অঙ্গ,
তরক্ষের রসহীন তার ॥
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
প্রোধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চলে বান্ধ, বিপুল লাবণ্য তান্ধ,
সলিলে স্থেবর নাহি পার॥

বাবু দ্বারকানাথ \* \* \* মৃত্যু ।

যক্ষ দক্ষ নাগ বক্ষ, দক্ষিল তোমার ভক্ষ্য,

এত থেয়ে নাহি মেঠে থাই।
ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু,

হারে মৃত্যু ডোর মৃত্যু নাই ?

নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্য,

অদৃশ্য শ্রীর ভয়কর।

মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ দাঁতে, মুরহর ধাতা স্বরহর॥

গজ গাভী উষ্ট্ৰ হয়, কিছুই অথাদা নয়; সমুদয় করিতেছে গ্রাস।

দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক, धर्म इरव धर्म-कर्म नाम।

খরতর বেগধর, - লম্বোদর রত্নাকর. নিরস্তর তরঙ্গ গভীর।

ভগ্ন করি ছই পাড়, থেয়ে তার মাংস হাড়, শুষ্ক কর সমুদয় নীর॥

দৃশু মাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্ম, ধরাধর বহু স্থপদাতা।

তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, ছই কর কর উচ্চ, ভেক্ষে থাও পাহাড়ের মাতা।

গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত, দাবানল প্রজ্ঞলিত করে।

नाहि ताथ व्यवस्त, छेनतात्र स्वाह नत, ব্যাদ্র-আদি জন্ম খাও ধোরে॥

যত সৰ পঞ্চীকৃত, তব গ্ৰাদে আছে ধৃত, মৃত হয় স্থিত নহে কেহ।

তঞ্চ করি পঞ্চভুতে, তুমি যেন পাও ভূতে, ঘাতে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ ম

মণোচর বস্ত যারা, তোমার গোচর তারা, বিকট বদন ছাড়া নয়।

গনার করিয়া বাস, ভূত প্রেত কর নাশ, কিছুতেই অকচি না হয়।

ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জর জর, থর থর কাঁপে নরগণ।

সে রাক্ষণ তব আগে, রেণু-তুল্য কোথা লাগে, রাক্ষণের রাক্ষণ মরণ।

রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি, কুড়ি হস্ত দশ মুগু যার।

তুমি তার সব বংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,

একেবারে করিলে আহার॥

বক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত বক্ত দিলে গালে, কত থেলে নাহি তার লেখা।

তবেতো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি, বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা॥

কুরুক্তম্থে, ভক্ষণ করিলে স্থে, কুরুক্ত পাভুক্ত যত।

কুশলের শেষ করি, মৃষলের বেশ ধরি, 
যহুকুল করিয়াছ হত॥

সংগ্রামে করিয়া বর্ল, মঙ্গলের অমঙ্গল,
দ্বিড়াইয়া গিজিনীর গেটে।

খর রাজী পরিজন, তুলে ফেলে মেওরা বন, মাটী ভদ্ধ পুরিয়াছ পেটে।

लारहारत ममत्रव्हरन, भाना कारना हुई मरन, रम मिरनर कतिया निथन।

টুপি কুর্ত্তি গোলা ভোপ, বড় বড় দাড়ি গোঁপ, সমৃদয় করেছ ভক্ষণ॥

বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জন্ত নানা, কৃত থেলে সংখ্যা নাহি ভার।

কেবল থাবার ধ্ম, ক্রণমাত্ত নাহি ঘুম, মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার॥

আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার, সবে বন্ধ কাল তব পুরে।

ছাই ভন্ন যাহা পাও, সকলি শুষিমা থাও, দেখে শুনে হারা হই দিশে।

্দিবানিশি চলে মুথ, আস্তি নাই একটুক, এত থেয়ে পাক পায় কিসে ?

ক্সাপুত্ৰ বন্ধু ভাতা, জ্ঞাতি আদি পিতা,মাতা, শোকাকুল প্ৰতি জনে জনে।

जिमः नात्र ছात्रथात, श्रमितात्र वातिवात, विधवात्र नीत्रम नग्राम ॥

किছू उरे नइ जूडे, नियुष्ठ दमन क्रेडे, बुंडे कुश (क्यन श्रीवन। নদ নদী থাও তবু, নিৰ্বাণ না হয় কভু, প্রজ্ঞালিত জঠর অনল ॥ পল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদ্য, यख मना थाना खन त्रारत । বার বার বারষোগে, পুষ্ট তমু ছইভোগে, মাস মাস মাস থেয়ে !! धिक धिक अदत यम, পृथिवी एक कांत्र मम, অধম না দেখি আর হেন। (मंथा (शल विधालाय, विस्थे अर्थाव काँय, তোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥ পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব ভোরে, দূর দূর পাপী জ্রাচার। এত खरा निनि माँटि, প্রাণের দারকানাথে, তবু তুই করিলি আহার॥ खान वन निग्नन, शान करत यात यन, कान जूरे कान रुनि जात । এই দে্থ সবে কুর, হয়ে স্বীয় শোভাশ্ত,

জগৎ করিছে হাহাকার॥

# প্রেম-বৈরাশ্য ।

যার তরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন, এ অবধি না হইল স্থির। তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার, আরে মুগ্ধ মানস অধীর ॥ शृर्त्व यि दिनवाधीन, दिन्था इटा कान दिन, উভয়ের হাসিত নয়ন। এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব-প্রেমরেখা, (इंडे करत विताम वमन ॥ হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে স্থ यथा निमा हाँ एमत् छ मरत्र। সে স্থাদ শশধর, সশঙ্কিত নিরস্তর, গুরুপরিবাদ রাছভয়ে॥ হবেনা হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়. তবে কেন মিছে আশা ভ্রমে। অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম, প্রবোধ মানেনা কোন ক্রমে।

### প্রেম।

্যথার্থ প্রেমের পথে, পেথিক যে জন। নির্মাণ জলের প্রায়, স্নিগ্ধ তার মন।। শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে। প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে।। সরল স্বভাবে পায়, সম্ভোষের স্থা। ভ্রমে কভু নাহি দেখে, ছলনার মুখ।। রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে। ভূবন ভূলায় নিজ, প্রণয়ের বশে।। ভাৰ তুলি স্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে। মিত্ররপ চিত্র করে, হৃদয়ের পটে।। সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভালবাসা। মানস বুক্ষেতে ভার, মনোহর বাসা।। প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, অমুরাগ ফলে। পড়া পাথী না পড়াতে, কত বুলি বলে।। আঁথির উপরে পাখী, পালক নাচায়। প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচায়।। প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাসি মনে। व्यानद्व शूरवि जाद्व, श्रुपय नम्दन ॥

পোষমানা পড়া পাথী, দরিজের ধন।
সাবধানে রাখি কড, করিরা যতন।।
পোড়া লোকে পাপচকে, দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে, দেখাবনা কারে।।

## প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

थ्रभन्न स्रायंत्र मात्र, थ्रथं भ पृथ्य ।

अभात आनम्ब्यम्, त्थ्रिमित्वत्र धन ॥

आह् वर्षे अभृष्ठ, अभन्नावणी भूत्त ।

त्थ्रिमामिष्ठ करत्र सार्ह्म, यञ्च मव स्रायः ॥

हेथमन्न स्थ्रमिन्न, भार्म वक विन्मू ।

यात्र आत्म थ्रारम त्राह्म, भूर्निभात हेन्मू ॥

रम स्थात स्था भावा, नाहि वक्षम ।

यमि भाहे श्रभात्रत्न, श्रथं भ पृथ्य हृष्य ॥

অশ্রের প্রিয় পেয়, স্থরারস মাত। ।
রসনা সরস গাত্ত, পরশিলে পাত্ত ॥
যার লাগি হলো ধ্বংস, যত্বংশগণ।
স্বভাবে সভাব সদা, রেবভীরমণ॥

#### কবিভাসংগ্ৰহ।

অন্যাবধি মন্যমাত্র, পানীয় প্রধান। বিদ্যালন থাদ্য মাঝে, সদ্য বিদ্যমান॥ এমন মধুরা স্থরা, নাহি চায় মন। যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥

জমল কমল সম, কবিতার শোভা।
ভাবুকের মন তাহে, মন্থ মধুলোভা ॥
ছগ্ধপানে মুগ্ধ যথা, ভাবকের মন।
কবিতায় ভৃপ্থ তথা, হয় সর্বজন ॥
যাহার প্রসাদে পরিহত, পুত্রশোক।
পুলক আলোক পায়, ভাগাহীন লোক
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুধন॥

গলকুও দেশে আছে, হীরক-আকর।
রজত কাঞ্চনময়, সুমেক শেথর ॥
নানা রজ পরিপূর্ণ, রজাকর জলে।
গজমুক্তা মূল্যযুক্তা, অনেক সিংহলে॥
• কুবের লইয়া যদি, এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে, হইয়া সদয়॥
ফেপণ করিব দ্রে, প্রহারি চরণ।
যদি পাই প্রণমের, প্রথম চুম্বন॥

তর ময় প্রাণাদি, সর্ক্ষণান্তে শুনি।
পুন পুন এই বাকো, কহে যত মুনি॥
ইহধরা ছথভরা, অসার সংসার।
নহেক তিলেক স্থুণ, স্থার সঞ্চার॥
মূনীনাঞ্চ মতিভ্রম, এইস্থলে ঘটে॥
নতুবা অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে॥
দেধাইব কত স্থুণ, এ তিন ভূবন।
যদি পাই প্রণরের, প্রথম চুম্বন॥

নয়নে নির্থি প্রকটিত পদাবন ।
স্থাধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রুবণ ॥
স্থান্দে প্রভা, হয় সদীপন ।
সহস্র সহস্র স্থা, প্রাপ্ত হয় মন ॥
রসনার রসবারি, থর স্রোতে বয় ।
শিহরে সর্কাঙ্গ ভঙ্গ, দেয় লজ্জাভয় ॥
এইরূপ স্থান্ডোগ, লভি সর্কাঞ্চণ ।
ব্দি পাই প্রায়ের, প্রথম চুম্ন ॥

## প্রণয়।

বছদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অমুরাগী, আশাপথে আশা ছিল একা। नमग्र इरेशा विधि, निम्नाट्टन तमरे निधि, গোপনে পেয়েছি তার দেখা। নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গি, সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ। স্বভাবে স্বভাববশে, যশযুক্ত নিজ যশে, স্থেহরদে পরিপূর্ণ দেহ। ভাবের করিয়া স্বষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি, मृष्टिभारच माभिनी ननाक। কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা, নয়নের পলকে পলকে॥ বিশাধরে সুধা ক্ষরে. প্রেমিকের ক্ষধা হরে, বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে। পিকরে মধুকর, শুনে স্থর জর জর, নিরস্তর ভ্রমে বনে বনে। मत्न मत्न এই हाई, क्लान थात्न नाहि याई, ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।

প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈবং কটাকে ছেসে, একেবারে প্রাণ নিবে কেড়ে।

থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে, ভাব দেখি ত্রিভূবন ভোলে।

চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধটো পদ্মুল, প্রনহিলোলে খেন দোলে॥

তুলনা তুলনা তার তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।

হাসভরা আভ্যথানি, গলিত অমৃত বাণী, ললিত লাবণ্য অপরূপ ॥

কলেবর কমনীয়, নছে কাম গণনীয়, রতির সে রমণীয় নয়।

ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়, ব্রিয় হেরে ব্রিয়ম্ন রয়॥

অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়, আশা চায় উভয়ের আশা।

দ্যাপ্রেম সর্বতা, এক ঠাই যুক্ত তথা, হৃদয়েতে মাধুর্যোর বাসা॥

বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত্মত, মনোভাব ব্যক্ত করি মুধে।

বিপক্ষেরে দ্বিরাছে, শোকসিক্ শুবিরাছে, তুষিরাছে সস্তোবেরে স্থবে ॥

আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে, গলিয়াছে স্বেহ রস নিয়া। मम ভাবে कांनिशाटि, कठ हाँ न हांनिशाटि, বাঁধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়া॥ দেথিয়াছি যত ক্ষণ, কত স্থুখ তত ক্ষণ, প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে। ं এখন নাহিকো দেখে. कि कल जीवन द्रार्थ, থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে॥ আমারে বিনয় করি, ছটী হাতে হাতে ধরি, (मथा यात्र अहे यात्र (हाटन । রাছ তার বাক্য আসি, ধৈর্ঘ্যশশী গেল গ্রাসি. হাসি হাসি আসি আসি বোলে ॥ হাসি হাসি আসি বলে. শুনে ভাসি আঁথিজলে, এদো এদো কোন্মুথে বলি। নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে, মনের আভিনে শুদ্ধ জলি। তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই, আমি আমি কব আর কারে ? ্সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়, আমার কহিব আমি তারে # সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে, অমঙ্গল কপালে আমার।

উদ্দেশে ঔদাস্য লবে, চাতকের মত হবে,
আশাপথ চেরে আছি তার ॥

সে যথন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বিনি।

হির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিন্ত পাত্র,
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খনি ॥

সে যদি প্রেমিক হর, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরপেতে থাকি।

এবার পাইলে দেখা, স্থথের না হবে লেখা,
রেখা দিয়া একা কোরে রাখি ॥

## প্রণয়ের আশা।

কত আর বব তার, আসা আশা লোগে ?

দিন দিন তহু কীণ, প্রেমাধীন হোরে।

সদা বার সেহভার, শিরে মরি বোরে।

আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে?

একাকী রোদন করি, এক স্থানে রোয়ে।

বিরহ বাতনা আর, কত রব সোয়ে?

বুঝি তার আশাপথে, পরিপূর্ণ স্থথ।

কথনো জানে না মনে, নিরাশার হুথ॥

এমন না হলে পরে. দেখা দিত ফিরে। আমারে ভাষাবে কেন, নিরাশার নীরে? প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা। সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা॥ षाना नित्य वामा नित्य, वाश्वियाटक दर्देश। আমার ভাবিয়া আমি, রুথা মরি কেঁদে ॥ वृत्यना व्यत्वाध मन, व्यत्वाध ना मात्न। আমার বলিয়া তারে, নিতান্ত সে জানে ॥ সবে তার এক মন, এক সাঁই বাঁধা। ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে ধাঁধা 1 হোক হোক তার হোক, স্থথী আমি তাতে। আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে ? যদি না আসিবে সেই, বাঁধাপ্রেম ছেড়ে। ছলেতে আমার মন, কেন নিলে কেড়ে? यथन विज्ञाल (मरे, वास्त ज्ञात वका। এই কথা বোলো তারে, হলে পরে দেখা II বিধিমতে তোমার, মঙ্গল যেন হয়। মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতো নয়॥ ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে স্থথেতে আছি ৷ ছাডা হয়ে কাডামন, ফিরে পেলে,বাঁচি। বুঝায়ে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে। একবার দেখা দিয়ে, মন দেয় ফিরে ॥

## ৰিলাতের টোরি ও হুইগ।

কিছুমাত্র নাহি জানি, রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টোরি॥
হইগ কাষ্ট্রারে বলে, কেবা তাহা ভানে।
হইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাণে॥
টোরি আর ছইগের, যে হন্ প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান॥
শুণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই।
শুধু স্থবিচার চাই, শুধু স্থবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।

ভূধু স্থবিচার চাই॥

নিতান্ত অধীন দীন, এদেশের লোক ।
লক্তিহীন অতি ক্ষীণ, সদা মনে শোক ॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু, ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ, রাজার কুশন ।

চাতকের ভাব যথা, জলদের প্রতি। সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি। যাহাতে দেশের স্থথ, চিস্তা করি তাই। শুধু স্থবিচার চাই, শুধু স্থবিচার চাই।। আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।

শুধু স্থবিচার চাই।

ठातिनित्क युष्कत्, अनेनतीमि अंतन । নির্বাণ করহ বিভু, সন্ধিরপ জলে॥ রণরঙ্গে প্রাণী নাশ, বিষাদের হেতু। বিবাদ-সাগরে বান্ধ, ঐক্যরূপ সেতু ॥ সন্ধিযোগে দান কর. শান্তিগুণ রস। পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ॥ প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাই। শুধু স্থবিচার চাই, শুধু স্থবিচার চাই ॥ আমাদের মনে আর, অন্ত ভাব নাই॥

শুধু স্থবিচার চাই 🛭

.পরিবর্ত্ত কর সব, নিয়মের দোষ। যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সম্ভোষ॥ জন্ম কর্মা ধর্মা রীতি, জাতি আর দেশ। কোন রূপ কোন পক্ষে, নাহি থাকে দেষ॥ নির্ম্মল নয়নে কর, রূপাদৃষ্টি দান।

একভাবে ভাব মনে, সকল সমান॥

মাঙ্গলিক সব কার্য্যে, স্নেহ যেন পাই।

শুধু স্থবিচার চাই, শুধু স্থবিচার চাই।

সমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।

শুধু স্থবিচার চাই 🏻

হুর্জন তম্বর তবে, ভীত লোক সব ।
চারিদিকে উঠিয়াছে, হাহাকার বব ।
ধনীরূপে থাতাপন্ন, জমীদার যারা।
নীলামের শক্ত দারে, মারা যার তারা ॥
শননের সহোদর, নীলকর যত।
ধনে প্রাণে প্রজাদের, হুও দেয় কত ॥
অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠিই।
তথু স্থবিচার চাই।
তথু স্থবিচার চাই।
তথু স্থবিচার চাই।

## প্রভাতের পদ।

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে, সে রূপের নাহি অনুরূপ। निनी (क्लिया वाम, विद्धात कतिया वाम, প্রকাশ কোবেছে নিজ রূপ। मांशांत काँ हिल बूरल, श्रिष्ठ शांत मूथ जूरल, (इरम (इरम कि इंथला (थलाय । ष्याद्या कि वा मत्नाहत, मिराकत मित्रा कत. ক্লেহে তার বদন মুছায়॥ (नए (नए कर्ण कर्ण. (इष्टेम्र्थ शर् दरन, মনে এই ভাবের আভাষ। कभन मानद जात, विति-छवि जात जात, বিদূরিত হোতেছে বিলাস ॥ मन अनि डेर्फा डेर्फा, मुथ्यानि कारहै। कारही, ছোট ছোট কমলের কলি।

मधुकत करन करन, स्मार्ट किन करन करन,

মোহিত মধুর রঙ্গে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বদে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর ।
মধুলোভী মধুবত, পাইয়াছে দদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥

## কবি।

চিত্রকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি।
কবিসহ তাহার তুলনা, ক্লিসে তুলি ?
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব॥
কলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপয়প।
কিন্ত তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রপ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশা, চিত্রকর কবি।
অভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট॥

ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস, আদি বছতর। সমুদয় চিত্রকরে, কবি চিত্রকর 🕽 পটুয়ার চিত্র ক্রমে, রূপান্তর হয়। কবি-চিত্র কি বা চিত্র, বিনাশের নয়॥ পটুয়ায় লেখে কত, হাত, মুধ, পদ। কবি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥ পদে পদে সেই পদে, কত হাত মুখ। বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় ত্থ 🛚 कवित वर्गत (मिथि, क्रेश्वतीय नीना। ভাবনীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা॥ তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন। ভাবরদে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন॥ রদিক জনের আর, নাহি থাকে কুণা। थि जि भारत वर्ष वर्ष, कर्ष यात्र स्था ॥ জগতের মনোইর, ধনা ভাই কৰি। ইচ্ছা হয় ক্ষদিপটে, লিখি ভোর ছবি 🛭

## মাতৃভাষা।

মায়ের কোলেতে গুরে, উকতে মস্তক থুরে,
থল পল লাহাল্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃত্সুরে,
আধো আধো বচনরচন।
কহিতে অস্তরে আশা, মুধে নহি কটুভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত ভায়।
মা-মা-মা-মা-বা-বা বা-বা, আবো, আবো, আবা, আবা,
সম্দ্র দেববান্ধী প্রায়॥
কমেতে ফুটিল মুথ, উঠিল মনের হুথ,
একে একে একে শিথিলে সকল।
মেলো, পিশে, খুয়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, লাপ,
ত্বল, জল, আকাশ, অনল॥
ভাল মন্দ জানিতেনা, মলম্ত্র মানিতেনা,
উপদেশ শিক্ষা হোলো বত।

পঞ্চমতে হাতে ধড়ি, থাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
কৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুত্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার।।
বে ভাষায় হোরে প্রতি, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুথে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর স্থে।

#### श्राम्य ।

জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি;
বে তোমার হৃদরে রেথেছে।
থাকিয়া মারের কোলে, সস্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমিতে করিয়া বাস, বুমেতে প্রাও আশা,
ভাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিরাছ,
জননী-জঠর পরিহরি 🛭

यात वर्ल विलिएं इं. यात वर्ल हिलएं इंड. যার বলে চালিতেছ দেই। বার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি. ভক্তি ভাবে কর তারে স্বেহ । প্রস্থিতী তোমারে যেই; তাহার প্রস্থতী এই, বস্থমাতা মাতা স্বাকার। কে বুৰে কিভির রীতি, ভোমার জননী কিভি, জনকের জননী তোমার n কত শ্ন্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল, হীরকাদি রজত কাঞ্চন। বাঁচাতে জীবের অগ্ন, বক্ষেতে বিপুল বস্থ, বস্থমতী করেন ধারণ॥ স্থাগভীর রত্নাকর, হুইয়াছে রত্নাকর, রত্নময়ী বস্তুধার বর্রে। পূঁন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দীন, তর্নি ধর্ণীরাণী-করে ॥ वंदिया धर्तात शर्म, (शर्य शर्म नही, नम्, জীবনে জীবন রক্ষা করে। মোহিনী মহীর মোহে, বহ্লি বারি বন্ধ দোঁতে, প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥ প্রকৃতির পূঁজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,

প্রেমমরী পৃথিবীর পদে।

বিশেষতঃ নিজনেশে, প্রীতি রাপ সবিশেষে, मुक्क कीत यांत्र त्मारमत्त ।

ইন্দের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি, স্বৰ্গভোগ উপদূৰ্গ দার।

शिद्यत देवनामधाम, शिव्यूर्ग वृद्धे नाम, শিবধান স্থদেশ তোমার ॥

মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম, তার চেয়ে রত্ব নাই আর।

প্রধাকরে কত স্থা, দূর করে ভূঞা ক্ষুধা, স্থদেশের শুভ সুমাচার ॥

ভ্রাতৃভাব ভাবি মূনে, দেখ দেশবাসীগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুরুর ধরি, বিদেশের <u>ঠাকুর</u> ফেলিয়া॥

ল্পদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত, বিদেশেতে অধিবাস যার।

ভাব তুলি ধাানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে, অদেশের সকল ব্যাপার।

স্থাদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্মপথে. স্থা কর জ্ঞান আলোচন।

বুদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা, **रमर्ग कत्र विमागिवज्या** 

দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ত্রম ক্রমে,

স্থির প্রেমে কর প্রবধান।

রাস্থ করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,

হর্ষে কর বিভৃপ্তণগান ।

উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন হেম্ব কর,

শেষ কর মিছে স্থ-আশা।

তোমার যে ভালবাসা, সে হোলনা ভালবাসা,

আর কোথা পাবে ভালবাসা ?

এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে ?

প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।

কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,

পুনর্ম্বার নাহি আর আসা।

সমাপ্ত 1

#### বিজ্ঞাপন।

প্রীযুক্ত বাবু বিষমচন্দ্র চটোপাধ্যার প্রণীত পুরুক্ত সক্ষী কলিকাতা ১৪৮ নং বারানদী ঘোবের ব্লীট সংস্কৃত প্রেস ডিপ্র-জিটারিতে, ঠনঠনিয়া পিপলস্ লাইবেরি, পটোলভাকা ক্যানিং লাইবেরি, চীনাবাদার প্রচক্র নাথের দোকাকে মেডিকেল লাইবেরি ওঞ্চাস বাবুর নিক্ট এবং সোমপ্রকাশ ডিপ্রিটরিতে পাওয়া বার।

পুস্তক		মূল্য মা	র ডাক্মাণ্ডল।
(मवी (ठोधूत्रांगी	•••		31
আনন্দ মঠ	-111	•••	*
হুর্গে <b>শন</b> ন্দিনী	••• •	•••	*
বিষর্ক …	•••		30/0
<b>हिंद</b> िंश्त्र ···	•••	••• .	21
কৃষ্ণকাম্ভের উইন	•••	•••	ndo
কপালকুগুলা	•••	•••	١,
मृगानिनी	•••	••	3/
রজানী …	•••	•••	1100
রাজসিংহ	•••	•••	110
উপকথা ( हेन्नित्रा,	यूर्गनाञ्च्बीय,	त्राधात्राणी )	10
প্ৰবন্ধ পৃস্তক	•	***	ndo.
কমলাকান্তের দপ্তর	₹ …	•••	*
কবিতা পুস্তক 😶	. ,.,	•••	ndo.
বিজ্ঞান রহস্ত · · ·	•••	•••	100
লোক রহস্য ••	•••	***	16

যেখানে • চিত্র দেওয়া আছে, দেখানে বুলিতে ইইবে, যে
পুতকের মুদ্য অধিক করা গোল।

#### বিজ্ঞাপন।

প্রীগোপালচক্ত মুখোপাধ্যার প্রণীত নিছলিখিত পুস্তকগুলি ক্যানিং লাইবেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপন্সিটরি, মেডিকেল লাই-বেরি, সোমপ্রকাশ ডিপন্সিটরি এবং ৪০ নং শঙ্কর হালদাবের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা, গ্রন্থারের নিকট প্রাপ্ত ।

ভিক্টোরিয়া রাজস্য

অর্থাৎ দিনী-দ্রবারের সবিভার ইতিবৃত্ত
রাজ-জীবনী

অর্থাৎ ভারতেখরীর স্থামির সবিস্তার জীবনচরিত ১॥০ /০
বীরবরণ
ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নবভাস
হোবনে যোগিনী
(ভাসনাল বিষেটরে অভিনীত)
পাষাণপ্রতিমা
(বেঙ্গল বিষ্টেটরে অভিনীত)

কামিনীকৃঞ্জ
ভাসনাল এবং হার বিষ্টেটরে অভিনীত)

।০ ২০০

#### KESHUB CHUNDER SEN

AND

THE PEOPLE AMONG WHOM HE LIVED AND WORKED.

By A HINDE.

মূল্য de আনা, মাস্থল ১২০ আনা। ১০১নং মস্থিদ-বাটী ব্লীটে প্ৰকাশকের নিকট প্রাপ্য।

# শুদ্ধিপত্র।

## জীবনচরিত ৷

পৃষ্ঠা	পংক্তি	পণ্ডদ্ব	34
2	<b>b</b> .	প্রস্কুটিত	প্রফুটিত
9	२১	পৈত্ৰিক	গৈতৃক
,,	20	অমবশ্ৰা	অমাৰস্যা
ь	8	সেয়ালদহের	শেয়ালডাঙ্গার
>>	><	<b>ঈ</b> চর <b>চন্দ্র</b>	<b>ঈশ্বরচন্দ্র</b>
>9	>8	'বাটিতে	বাটীতে
74	<b>₹</b> \$	কুলগোরবের	<b>কুলগৌ</b> রবের
\$8	٠. ،	এ কথটা	এ কথাটা
२०	9	পুণ্যময়া	পুণ্যময়ী
२५	>8	পার্শে	পার্ছে
२৫	• •	কাৰ্ণ্ডি	কীৰ্ত্তি
₹¢	9	থাদক	থাতক .
२७	,	রঙ্গালাল	त <b>क्ष्मा</b> ल
২৯	¢	প্রভাকর	প্রভাকরকে
೦೦	30	ু সেহালিভ	<u>নেহান্বিত</u>
৩১	Ŀ	নন্দালাল	नक्नान
৩৬	8	\$ <b>?</b> \\$	>>6¢
৩৬	99	পাষ্ডপাড়ন	পাষ্ত্ৰপীঙ্ন
2,	<b>b</b>	<b>ওঁ</b> াহ <b>া</b>	<b>ভাঁ</b> হার '
,,	8	মৃত্যুর	মৃত্যুর পর
৩৮°	ь	<b>ক্</b> সেবর	কলেবর
89	२५	<b>ৰা</b> রকাথ	ছারকানাথ
85	٠, ،	<b>टे</b> वर्ठथथाना	বৈঠকখানা

## কৰিতাসংগ্ৰহ।

<b>গু</b> ঠা	পংক্তি	वाउंक	34
	ર	ৰূপ :	স্ব
2.	\$5	নাশা	নাস1
90	50	বোগী	যোগী
,,	১৬	মযুর মহুরী	সয়ুর ময়ুরী
48	>	<b>ভ</b> র <b>ছর</b>	ভয়ঙ্কর
90	>0	বিভাগাক্ষী	বিড়ালাকী
93	•	নাড়ী	<b>না</b> ড়ি
98	36	(मरत्रसम्	মেরেদের
96	33	भन 😘 🖯	মণ
. 99	-58	মণ	त्रन
26	>9	পঞ্চার	সঞ্চার
> 8	>>	पिएलन	िमिटलम
300	38	ডাকে	ডাকে1
206	, 5	রবার্টসন	রবিষ্সন
२७१	٠.	পরক্রম	পরা <b>ক্রম</b>
30b	>8	অকাশেরে	আকাশেরে
<b>১</b> ৫२	5.	হোয়োছে	হোয়েছে
200	<b>&gt;</b>	- প্রাদৃ্ভাব	প্ৰাহ্ভাব
590	>>	মোন মতে	ে কোনমতে
39¢	39	ব্যাক	ব্য <b>ক্</b>
299	٥.	ভের	ফের
२०४	٩	রাজহংস	রাজহংস
२२৮	, b.	কোম	কোন
285	٩	পাঁহাড়ে '	পাহাড়ে
२७३	>	পেথিক	পথিক
₹₽8	¢	নহি	নাহি
266	•	তোমারে	তোমার